বাংলাবুক পরিবেশিত

দ্য ইডিয়ট

BanglaBook.org

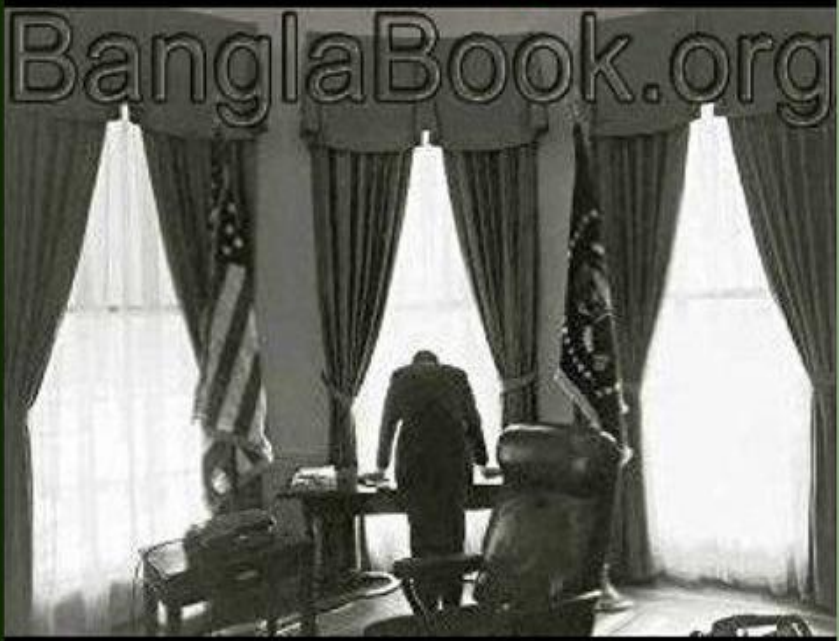

ফিওদর দস্তয়েভস্কি

ইডিয়ট

ফিয়োডোর ডষ্টয়েফ্‌স্কি

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর প্রাইভেট্ লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা—৯

এপ্রিল
১৯৭৬
২

ছেপেছেন—
এস্. সি. মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা—৯

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

এই বইয়ের লেখক—

১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর তারিখে মস্কো শহরে জন্মগ্রহণ করেন ফিয়োডোর ডষ্টয়েফ্‌স্কি। তারপর তরুণ বয়সে তিনি যোগদান করেন রাশিয়ার সৈন্য বিভাগে। সুবিস্তৃত রুশ সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি তখন 'জার'।

ফিয়োডোর শৈশব থেকেই ছিলেন ভাবুক, কল্পনাপ্রবণ। তাই এ জীবন বেশী দিন ভাল লাগলো না তাঁর। তিনি চাইলেন, তাঁর মনের নিত্য নতুন ভাবগুলো তিনি ফুটিয়ে তুলবেন,.....ভাষার আখরে বিকশিত করে, পরিপূর্ণ রূপ দিয়ে। তিনি বই লিখবেন স্থির করলেন।

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ২৩ বছর বয়সে বেরুলো তাঁর বই "Poor folk" বা দরিদ্র জনসাধারণ। বইখানি পড়ে সকলেই মুগ্ধ হলেন। যশোদেবী যেন তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে তরুণ গ্রন্থকারকে অভিনন্দন জানালেন এই প্রথম প্রচেষ্টাতেই।

কিন্তু তার দিকে কঠোর দৃষ্টি রাখলেন রাশিয়ার দরবার ও রাশিয়ার আমলাতন্ত্র। ভাবলেন তাঁরা, দরিদ্রের সুখ-দুঃখ নিয়ে এঁর এত মাথা ব্যথা কেন? গরিব হয়ে যারা জন্মেছে, অভিশপ্ত জীবন যাপনই যে তাদের ভাগ্যলিপি! তার বিরুদ্ধে কোন ইঙ্গিত দিতে সাহস করে, কে এই লোক?

ডষ্টয়েফ্‌স্কি পুলিসের দৃষ্টি এড়াতে পারলেন না। তিন বছর পরে এক রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অভিযোগে জার সম্রাট তাঁকে পাঠালেন সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে.....

তিনি সাইবেরিয়ায় কাটিয়েছিলেন পুরো চারটি বছর। সাইবেরিয়া তাঁর ললাটে দুঃসহ যাতনা ও শত লাঞ্ছনার বিজয় তিলক পরিয়ে দিল—পৃথিবীকে তিনি নতুন রূপে উদ্ভাসিত দেখতে চান, দুঃখ ত তাঁর সাথের সাথী।

ফিয়োডোর তাই লেখনীর মুখে বিকশিত করে তুললেন তাঁর ব্যথা বেদনার ইতিহাস। প্রথমে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে বেরুলো তাঁর The House of the Dead ("মৃতের ঘর"), তারপর ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বেরুলো Memoirs from Underground ("পাতালপুরীর স্মৃতি")। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বেরুলো Crime and Punishment ("অপরাধ ও শাস্তি")।

তারপরে তিনি আরও চারখানি বই লিখলেন Gambler ("জুয়াড়ী"), The Idiot ("মূর্খ"), The Possessed ("ভূতে পাওয়া") আর সর্বশেষে লিখলেন The Brother Karamazov ("ক্যারাম্যাজভ্‌ ভ্রাতৃগণ")।

ফিয়োডোর নেই। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারি তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে অমরধামে চলে গেছেন। কিন্তু তবু পৃথিবী যতকাল থাকবে, মানুষের স্মৃতিপটে তিনি অবিনশ্বর হয়ে থাকবেন।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

দ্য ইডিয়ট

১

মাস্টারমশাই আজ মুখোমুখি ঝগড়াই করেছেন বলতে গেলে। তবে ঝগড়া না বলে সেটাকে একতরফা ভর্ৎসনাই বলা উচিত। লিও একদম রা করে নি।

মাস্টারের বক্তব্য পরিষ্কার। গাঁয়ের লোক তাঁকে শহর থেকে এনেছে পাঠশালের ছেলেমেয়েদের পড়াবার জন্য। পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তাদের নীতি-শিক্ষা সহবৎ-শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্বও অবশ্যই তাঁরই উপরে দেওয়া হয়েছে। তা সে ব্যাপারে অন্য একজন লোক ক্রমাগত হস্তক্ষেপ করতে থাকলে তিনি নিজের কাজ কেমন করে করেন? বিশেষ করে সে-লোক যদি বিদেশী হয়?

'বিদেশী' কথাটার উপরে অনেকখানি জোর দিয়েছেন মাস্টার। তাঁর ইঙ্গিতটা স্পষ্ট। তিনি বলতে চান যে যেহেতু লিও নিকোলায়েভিচ মিস্কিনের বাড়ী রুশিয়ায়, সুইজারল্যাণ্ডের শিশুদের ভালো কিসে হবে, মন্দ কিসে হবে, তা বোঝবারই শক্তি তার নেই। যেভাবে লিও মানুষ হয়েছে রুশ দেশে, সেভাবে সুইস্ ছেলেমেয়েদের মানুষ করতে গেলে অনর্থ হবে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ মেরির নামটাও একবার টেনে এনেছিলেন মাস্টার। মেরি মরেছে। মরে নিজেও বেঁচে গিয়েছে, বাঁচিয়ে গিয়েছে গ্রামটাকেও। কুড়ি-বাইশ বছরের মেয়েটা ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিল, সাতদিন কোন পাত্তাই ছিল না তার। তারপর ফিরল যখন ধূম জ্বর গায়ে, খকখক কাশছে ক্রমাগত, শোনা গেল খোলা মাঠে একরাত কাটাতে হয়েছিল তাকে।

ঘরে তার বুড়ী মা শুধু। অথর্ব, অনড়। মেরিই পাড়াপড়শীর

খাটতে খেটে তাকে খাইয়েছে এতকাল। তখন গতরে তাগদ ছিল মেরির। এখন তাগদ নেই, তবু মরতে মরতে সে খাটতে রাজী এখনও, কিন্তু কাজ কই? আগে যারা কাজ দিত, এখন তারা দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয় মেরিকে। ঘরপালানী মেয়ের মুখ দেখতেও নারাজ গাঁয়ের গিন্নীরা।

তবে গিন্নীরা মেরির মায়ের একটা ব্যবস্থা করেছে। পালা করে এক এক বাড়ী থেকে তার জন্য খাবার আসে এক একদিন। বুড়ী তা অম্লানবদনে একা একাই গেলে। মেরি যে কুঁড়ের সব-চেয়ে আঁধার কোণটাতে কুঁকড়ি-মুকড়ি হয়ে পড়ে আছে, আর কাশতে কাশতে ধনুকের মত বেঁকে যাচ্ছে এক একবার, সেদিকে যেন ভ্রূক্ষেপই নেই তার। ঘরপালানী মেয়ের জন্য আবার দরদ কিসের? তাকেও আবার খাবারের ভাগ দেয় না কি কেউ?

মেরি যে না-খেয়ে মরে যাচ্ছে, একথা লিওর কানে এল। এল ছেলেদের কাছ থেকেই। গাঁয়ের সব ছেলেমেয়ে লিওর বন্ধু। তিন-চার বছরের শিশু থেকে তেরো-চৌদ্দর কিশোর-কিশোরী পর্যন্ত। লিওর নিজের বয়স যে ছাব্বিশ, মেলামেশা খেলাধূলোর সময় সে কথা লিওরও মনে পড়ে না, ওদেরও না।

মেরি যে না-খেয়ে মরে যাচ্ছে, স্রেফ একটা সংবাদ হিসেবেই ওরা তা পরিবেশন করেছিল লিওর কাছে। এ-রকম মরার ভিতরে অস্বাভাবিক বা অন্যায় কিছু আছে, এমন ধারণা ছিল না তাদের। পাপ করলে সাজা পেতে হবে, এ তারা শিখেছে। আগুনে হাত দিলে পুড়বে না হাত?

কিন্তু লিও? সংবাদটা শুনে লিও থর্ থর্ করে কেঁপে উঠল—"বল কী? না খেয়ে মরে যাচ্ছে? আর গাঁয়ের তোমরা সবাই—?"

সব-চেয়ে বড় যে মেয়েটি, বছর বারোর জোয়ানা, সে দু'চোখ পাকিয়ে বলল—"গাঁয়ের লোক করবে কী? ঘরপালানীর ত মরাই ভাল! মা বলেছে—পাপ করলে সাজা হবেই।"

BanglaBook.org

"কিন্তু যীশু ত তা বলেন নি!"—ককিয়ে উঠল লিও—"যীশু যে এই কথা বলবার জন্যই পৃথিবীতে নেমে এসেছিলেন যে পাপী তাপীকে কোলে তুলে নেবার জন্যই দু'হাত বাড়িয়ে বসে আছেন করুণাময় ভগবান! বিচারের ভার মানুষের উপর নয়। ক্ষমা করো, ভালবাসো'—এই হল যীশুর বাণী। ভাইয়েরা, বোনেরা, একাজ তোমরা করতে পার না, মেরি না খেয়ে মরে যাবে, এমন অঘটন তোমরা ঘটতে দিতে পার না গাঁয়ে।" কিশোরেরাও কেউ কেউ তার্কিক কম হয় না। ইউবার্টো আপত্তি তুলেছিল—"তাপী হলে ভগবান কোলে নিতে পারেন হয়ত। কিন্তু মেরি তাপী কোথায়? অনুতাপ ত সে করে নি, করেছে শুধু পাপ।"

"কার পাপ কিসে হয়, একই মাপকাঠি দিয়ে সব সময় তার বিচার চলে না।"—জবাব দিয়েছিল লিও—"আর অনুতাপ সে করছে কি না, তাও তোমরা জাননা কেউ। পাদরি গিয়েছিলেন তার কাছে?"

"সে নিজেই গির্জায় গিয়েছিল রবিবার।"—পাঁচ-ছয় জন সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠেছিল—"তাকে পিছনের সারিতে দেখেই পাদরি নরকের এমন ভয়ানক বর্ণনা দিতে শুরু করলেন যে ভয়ে ও প্রায় অজ্ঞান হয়ে গেল—"

"তবেই দেখ! তবেই দেখ!" লিওর কথা একটা হাহাকারের মতই শোনালো এবার—"প্রভু যীশু এই রকম অবস্থাতেই আর এক মেরিকে গায়ে হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন, ভগবানের কৃপার আশ্বাস দিয়েছিলেন তাকে। না, না, এ চলবে না ভাইবোনেরা! পাপকে ঘৃণা করা মানে এ নয় যে পাপীকেও ঘৃণা করতে হবে। সমর সত্যি সত্যি কতটা কী পাপ ও করেছে, তা ত ওর অন্তরাত্মা তাঁড়া আর কেউ জানে না!"

মেরির অনাহার ঘুচল সেই দিন থেকে। ছেলেরা নিজের নিজের সহপাঠী মেরিকে দিয়ে আসতে লাগল নিজেরা না খেয়ে। বাপ-মায়ের শাসন চলল না এ-ব্যাপারে। "পাপকে ঘৃণা করার মানে

BanglaBook.org

এ নয় যে পাপীকেও ঘৃণা করতে হবে।"—ছেলেদের মুখে এই কথা শুনে বাবারা মায়েরা স্তব্ধ হয়ে মুখ নীচু করলেন। কথাটা শোনা ছিল তাঁদের, তবে মনে ছিল না।

মেরি মরল শেষ পর্যন্ত, তবে না-খেয়ে নয়, রোগে ভুগে। ব্যারাম কঠিন দাঁড়িয়েছিল, বাঁচল না। ঝোরার জল যেখানে পাহাড়ের মাথা থেকে লাফিয়ে পড়েছে গাঁয়ের প্রান্তে, সেইখানেই কাছাকাছি একটা কবর খুঁড়ে তাকে সমাধি দিয়েছে তার পড়শীরা। জায়গাটা বাছাই করে দিয়েছিল লিও। আর ঐ খানটাতেই মেরির শেষ শয্যা রচনা করে দিতে হবে বলে জেদ ধরেছিল ছেলেরা, লিওরই পরামর্শে। সূর্যাস্তের আগে রোজ ঐ ঝোরার জলে রামধনু ফুটে ওঠে যখন, তারই আভায় তা হলে মেরির কবরও উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে কিছুক্ষণের জন্য। সাতরঙা সেই আলোর দিকে তাকিয়ে অবিশ্বাসীরাও হয়ত ভাবতে বাধ্য হবে যে ভগবানের করুণাই রামধনুর আকারে নেমে এসেছে অভাগিনী মেরির উপরে।

ছেলেমেয়েদের এই সব বাড়াবাড়িই মাস্টারমশায়ের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়েছে। এসবের জন্য দায়ী করেছেন তিনি লিওকেই, শুনিয়ে দিয়েছেন এন্তার কড়া কথা। শিক্ষাদানের একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে তাঁর, সে পদ্ধতি ক্ষুণ্ণ হতে তিনি দেবেন না, কারও খাতিরেই না। ইত্যাদি ইত্যাদি। লিও শুনেছে নিঃশব্দে। কলহ করা তার স্বভাব নয়।

মাস্টার যতক্ষণ ছিলেন, ছাত্রছাত্রীরা আড়ালে লুকিয়ে ছিল তাঁর ভয়ে। তিনি চলে যেতেই ওরা এসে ঘিরে ধরল লিওকে, বেচারীর লাঞ্ছনার জ্বালা মুছে নেবার চেষ্টা করতে লাগল নানা রকমে। কেউ গান গাইছে, কেউ বা কোলের কাছে ঘনিয়ে বসে গল্প শোনা আবদার তুলেছে, আর ইউবার্টো—

ইউবার্টো কটিতে হাত দিয়ে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়েছে—বক্তৃতা দেওয়ার ভঙ্গিতে—"শিক্ষার পদ্ধতি! মাস্টার মশায়ের ঐ [illegible] যে কী চমৎকার জিনিস, আমরা ত তা হাড়ে হাড়ে জে[illegible]

BanglaBook.org

পাঠশালে যাও, লাটিন গ্রামার মুখস্ত কর, আর জ্যামিতির ত্রিভুজকে চতুর্ভুজে পরিণত কর। ব্যস, হয়ে গেল শিক্ষা। মানে, অটুট রইল শিক্ষার পদ্ধতি। না খেয়ে মরছে কেউ, তা দেখবার দরকার নেই ছেলেদের। দেখতে গেলেই পদ্ধতি বানচাল। বলিহারি!"

জোয়ানা সান্ত্বনা দিচ্ছে—"লিও ভাই, তুমি দুঃখ করো না। আমরা তোমার শিক্ষাই নিচ্ছি, নেব, যদিও তাতে পদ্ধতি কিছু নেই—"

আরও কে কী বলত, তা কে জানে। হঠাৎ হাসপাতালের আর্দালি গেব্রিয়েলকে দেখা গেল। খুব জোর পায়ে সে নেমে আসছে পাকদণ্ডি বেয়ে। "লিও ভাই, ডাক্তার ডাকছেন একবারটি। এক্ষুণি।"

ডাক্তার শ্লিডার ডাকছেন? আশ্চর্য ত! এমন তিনি কখনো ডাকেন না। নিশ্চয় অসাধারণ কিছু ঘটেছে। ব্যস্ত হয়েই লিও বিদায় নিল সাথীদের কাছ থেকে, "তেমন বিশেষ কিছু ব্যাপার না থাকলে ফিরে আসব এক্ষুণি। তোমরা খেলা কর ততক্ষণ।"

"এসো, এসো, নিশ্চয় ফিরে এসো লিও ভাই।"—বহু কণ্ঠের সমুচ্চ আহ্বান পিছনে ফেলে লিও উঠতে লাগল পাহাড় বেয়ে। গেব্রিয়েল গাঁয়েরই লোক। সে নীচে নেমে গেল, নিজের বাড়ীটা একবার ঘুরে আসবার জন্য।

পাহাড়টা থরে থরে উঠে গিয়েছে মেঘলোক বিদীর্ণ করে। সানুদেশের জমাট বরফ অপরাহ্নের রক্তরৌদ্রে জ্বলজ্বল করছে স্বর্ণদেউলের মত। সমুখেই এক একর পরিমাণ জমি নিজের চেষ্টায় সমতল করে নিয়েছেন ডাক্তার শ্লিডার, তারই উপরে গড়ে তুলেছেন তাঁর হাসপাতাল। বিশাল ইমারত। তার ভিতর রোগীদের বাসস্থান ত আছেই, তাঁর নিজের গৃহও রয়েছে, তাছাড়া গবেষণা মন্দির এবং সহকারীদেরও আস্তানা।

শ্লিডার নিজের কক্ষেই ছিলেন, লিও আসতেই তার হাতে একখানা চিঠি দিলেন। "অত্যন্ত জরুরি" লেখা রয়েছে শিরোনামায়।

BanglaBook.org

চার বৎসর লিও রয়েছে শ্লিডারের হাসপাতালে। রুশিয়া থেকে চিঠি পাওয়া তার এই প্রথম। কে আছে তার সেখানে? প্যাভলিশিয়েভ যতদিন বেঁচে ছিলেন, ছয়মাস পরে পরে একখানা চিঠি দিতেন ডাক্তারকে, পাঠাতেন অর্থও। তিনি মারা যাওয়ার পর বন্ধ হয়েছে সে-চিঠি এবং সে-অর্থ। গত দুই বছর ত লিওর সমস্ত খরচা ডাক্তার নিজেই বহন করেছেন।

চিঠি পড়ে লিও ডাক্তারের মুখের দিকে চাইল নীরবে।

ডাক্তার বললেন—"তোমায় ত যেতেই হয়।"

"আপনি যদি বলেন, অবশ্যই যাব।"—বলল লিও মৃদুস্বরে—"কিন্তু কষ্ট হবে বড় এ-জায়গা ছেড়ে যেতে।"

"তা হবে, বাবা!"—স্নেহার্দ্রস্বরে ডাক্তার জবাব দিলেন—"আমি জানি এখানকার অনেককিছুর সঙ্গেই ভালবাসার বাঁধনে আটকা পড়েছ তুমি। তবে কথা কী জান, কষ্ট মানুষকে পেতেই হয় মাঝে মাঝে। ওকে ফাঁকি দেওয়া যায় না, ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করাও ভাল নয়। চরিত্র গঠনের অপরিহার্য উপাদানের মধ্যে কষ্টের অভিজ্ঞতাও অন্যতম।"

"কিন্তু আমার চিকিৎসা?"—লাজুক ভাবে প্রশ্ন করল লিও।

"চার বৎসর আগে তুমি যে-অবস্থায় আমার কাছে এসেছিলে, তার তুলনায় এখন তুমি বারো-আনা সুস্থ। বলতে বাধা নেই, তখন তোমায় দেখে আমি ভয় পেয়েই গিয়েছিলাম। ভগবানের দয়ায় এখন ত তুমি মানুষের পর্যায়ে উঠে দাঁড়িয়েছ, তার চিকিৎসা হয়ত না করেও চলতে পারে। প্রকৃতি নিজেই শুধরে নেবে বাকী দোষ ত্রুটিগুলো। তা ছাড়া, দরকার হলে আবার ফিরে আসতেও পারবে ত! ভগবানে বিশ্বাস রেখো, কোন অশান্তির ভিতরে জড়িয়ে পড়তে যেয়োনা।"

BanglaBook.org

শ্লিডার নিজেই তাকে পিটার্সবার্গ পর্যন্ত পৌঁছোবার মত পয়সাকড়ি দিয়ে দিলেন। নিজে কেঁদে এবং গ্রামের সব ছেলেমেয়েগুলিকে কাঁদিয়ে পরের দিনই লিও রওনা হয়ে পড়ল তার দেশে।

দিকে। মেরির কবরের কাছে তাকে ঘিরে ধরে দুই ডজন শিশু ও কিশোরের সে কী আকুলি-বিকুলি সেদিন!

দুইদিন পরে ভোর বেলায় লিও দেখল যে ওয়ার্স-পিটার্সবার্গ রেলগাড়ীর একটা কামরায় সে বসে আছে অন্য দুটি যাত্রীর সঙ্গে। বাইরে দুর্ভেদ্য কুয়াশা। তিন ফুট দূরেও নজর চলে না। শীতে হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে। লিওর গায়ে একটা মোটা ওভারকোট রয়েছে বটে, কিন্তু তাতে পশমের ভাগ সামান্য। হাসপাতালের জামা এটা, পথে পরবার জন্য শ্লিডার দিয়ে দিয়েছেন ওকে। নিজস্ব কোন জামা ওর ছিলই না।

ওর সামনের আসনে বসে আছে বাকী দুই যাত্রী। একজনের বয়স তারই মত বলে মনে হয়, ছাব্বিশ থেকে আটাশের মত। বেশ দোহারা মজবুদ চেহারা, মাথার চুল, মুখের দাড়ি—সবই কালো, তার গায়ে দামী গরম ওভারকোট। লিওকে শীতে আড়ষ্ট দেখে সে মিটিমিটি হেসে বলে উঠল এক সময়—"খুব শীত, না?"

লিও হেসে ফেলল—"তা শীত বই কি! রোদ্দুর অবিশ্যি উঠবেই এক সময়, তখন আর এত শীত করবে না বোধ হয়।"

"বলা যায় কি! রোদ্দুর না-ও উঠতে পারে, উঠলেও, ঠাণ্ডা হাওয়া যদি ছাড়ে, সে-রোদে ফায়দা হবে না কিছু। তা তুমি যাচ্ছ কোথায়?"

"যাচ্ছি পিটার্সবার্গে। আর তুমি?"

"আমিও তাই। জানো, তিনমাস আগে আমি যখন পিটার্সবার্গ থেকে পেকোভ যাই, আমার গায়েও তোমারই মত একটা পাতলা জামা ছিল, আর হাতে ছিল তোমারই মত একটা ছোট্ট কাপড়ের বাণ্ডিল। লাথি মেরে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছিল বুড়ো সেমিওন রোগোজিন।"

"সেমিওন রোগোজিন?"—কামরার তৃতীয় যাত্রীটি চমকে চেঁচিয়ে উঠল একেবারে—"সেমিওন রোগোজিন? বহু বহু লক্ষ রুবলের মালিক সেমিওন রোগোজিন? তিনি কে তোমার? তিনি যে মারা গিয়েছেন গত হপ্তায়। তা জানো না বুঝি?"

BanglaBook.org

"জানি না আবার? জানি বলেই ত দেশে ফিরছি। তা না হলে কি পিসীর বাড়ীর আশ্রয় ছেড়ে এই দারুণ শীতে পিটার্সবার্গের পথে পা দিই আবার? বুড়োটি ছিল আমার বাবা। যত লক্ষ রুবলই তার থেকে থাকুক, আমার তাতে হাত দেবার কোন উপায় ছিল না এতদিন। এইবার দেখে নেব। যত ইচ্ছে গয়না দেব নাস্‌টাসিয়াকে, কে আমায় ঠেকায় দেখি—"

"নাস্‌টাসিয়া ফিলিপোভনার কথা বলছ বুঝি?"—প্রশ্ন করে বসল এই তৃতীয় যাত্রী।

এবার এই সবজান্তা লোকটির দিকে ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখতে বাধ্য হল সেমিওন রোগোজিনের পুত্র পার্ফিওন রোগোজিন। লোকটির বয়স বছর চল্লিশ বা তারও দুই চার বছর উপরে হতে পারে। মুখখানা লালচে, নাকটা ত গাঢ় লাল। চুলগুলোও লালচে। পরণের জামাকাপড় খুবই কমদামী, তা দেখে এইটুকুই শুধু বোঝা যায় যে লোকটা সামরিক কর্মচারী নয়। কেরানী হতে পারে, ঠিকাদার হতে পারে, ইস্কুলমাস্টার বা উকিলও হতে পারে হয়ত। জামাকাপড় দারিদ্র্যব্যঞ্জক, কিন্তু মুখের চেহারা তা নয়। তাইতে লিওর মনে হ'ল লোকটা হয়ত কৃপণ। অন্তত পক্ষে হিসেবী খুব।

বেশ কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে দেখে বিরক্তভাবেই পার্ফিওন রোগোজিন বলল—"তুমি নাসটাসিয়াকেও চেনো না কি? আমারা বাবাকেও চিনতে, একেও চেনো। তোমার আচেনা কি কেউ নেই রাজধানীতে?"

"থাকবে না কেন?"—খুব সপ্রতিভ ভাবেই জবাব দিল লোকটি—"গরিবেরা প্রায় সবাই আমার অচেনা। অবশ্য আত্মীয়রা বাদে। আত্মীয়রা সবাই গরিব। গরিব আমি নিজেও। গরিবানা পরিবেশেই চিরকাল মানুষ। তাই নতুন পরিচয় করবার বেলায় গরিবদের সযত্নে পাশে ঠেলে দিই। চেষ্টা করি বড়লোকদের সঙ্গে আলাপ করবার। আলাপের সুযোগ নাও যদি পাই, খোঁজখবরটা অন্ততঃ রাখি বড়লোকদের। ধনী মানী কৃতী পুরুষ এমন কেউ নেই, যার

BanglaBook.org

নাড়িনক্ষত্রের খবর আমি না রাখি। ঠিক ঐ কথাই বলতে পারি নাম করা রূপসী মহিলাদের বেলাতেও। সমাজে তাঁদের স্থান ত সবার উপরে কিনা—"

হঠাৎ সে অন্য কথায় চলে গেল—"তোমার বাবা বুঝি তাড়িয়ে দিয়েছিল তোমায়? নাসটাসিয়াকে গয়না দিয়েছিলে বলে?"

পার্ফিওন রোগোজিন জবাব দিল অবশ্য এ-প্রশ্নের, তবে প্রশ্ন-কর্তার দিকে তাকিয়ে নয়, লিওর দিকে তাকিয়ে—"বয়সকালে কত সাধ-আহ্লাদই ত থাকে মানুষের। আমারও ছিল, আছেও। এমনিতে ত একটি পয়সা বাবা কখনো প্রাণ ধরে হাতে দেয়নি আমার। সামান্য কিছু কিছু মাঝে মধ্যে হাতিয়ে নিতাম চুরিচামারি করে। তাতে ত আর নাসটাসিয়ার গয়না হয় না। অথচ একখানা গয়না হাতে না নিয়ে তার সঙ্গে আলাপ করতে যাওয়াও ত চলে না। হঠাৎ সুযোগ হয়ে গেল। বাবা একখানা হুণ্ডি দিলে ভাঙাতে।

তৃতীয় ব্যক্তিটি হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল—

কটমট করে তার দিকে অপলক চোখে তাকাল পার্ফিওন—"তুমি ত বেজায় বেয়াড়া লোক হে! নাম কী তোমার? বলি, কী নাম তোমার?"

"লেবেডেফ! লেবেডেফ!"—কিছুমাত্র ভয় পেলো না লোকটা পার্ফিওনের রক্তচক্ষু দেখে—"রেগেছ ত? মারো! মেরে দাও দু'ঘা। মারলে ত আমি বর্তে যাই। মারা মানেই আমাকে নিজের কাছে টেনে নেওয়া। আপন বলে স্বীকার করা। বাপরে বাপ! বাবা মারা যাওয়ার পরে আজ তুমি ভাগের-ভাগ পঁচিশ লক্ষ রুবল হাতে পেতে যাচ্ছ। তোমায় কি আর ছাড়ি আমি? জুতো মারলেও না।"

পরম বিতৃষ্ণায় পার্ভিওন তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে লিওর দিকে তাকাল আবার—"এ-জানোয়ারটার পরিচয় পেলাম। তোমার নাম কী?"

"প্রিন্স লিও নিকোলায়েভিচ মিশকিন"—একটু বিব্রতভাবেই

BanglaBook.org

চার বৎসর লিও রয়েছে শ্লিডারের হাসপাতালে। রুশিয়া থেকে চিঠি পাওয়া তার এই প্রথম। কে আছে তার সেখানে? প্যাভলিশিয়েভ যতদিন বেঁচে ছিলেন, ছয়মাস পরে পরে একখানা চিঠি দিতেন ডাক্তারকে, পাঠাতেন অর্থও। তিনি মারা যাওয়ার পর বন্ধ হয়েছে সে-চিঠি এবং সে-অর্থ। গত দুই বছর ত লিওর সমস্ত খরচা ডাক্তার নিজেই বহন করেছেন।

চিঠি পড়ে লিও ডাক্তারের মুখের দিকে চাইল নীরবে।

ডাক্তার বললেন—"তোমায় ত যেতেই হয়।"

"আপনি যদি বলেন, অবশ্যই যাব।"—বলল লিও মৃদুস্বরে—"কিন্তু কষ্ট হবে বড় এ-জায়গা ছেড়ে যেতে।"

"তা হবে, বাবা!"—স্নেহার্দ্রস্বরে ডাক্তার জবাব দিলেন—"আমি জানি এখানকার অনেককিছুর সঙ্গেই ভালবাসার বাঁধনে আটকা পড়েছ তুমি। তবে কথা কী জান, কষ্ট মানুষকে পেতেই হয় মাঝে মাঝে। ওকে ফাঁকি দেওয়া যায় না, ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করাও ভাল নয়। চরিত্র গঠনের অপরিহার্য উপাদানের মধ্যে কষ্টের অভিজ্ঞতাও অন্যতম।"

"কিন্তু আমার চিকিৎসা?"—লাজুক ভাবে প্রশ্ন করল লিও।

"চার বৎসর আগে তুমি যে-অবস্থায় আমার কাছে এসেছিলে, তার তুলনায় এখন তুমি বারো-আনা সুস্থ। বলতে বাধা নেই, তখন তোমায় দেখে আমি ভয় পেয়েই গিয়েছিলাম। ভগবানের দয়ায় এখন ত তুমি মানুষের পর্যায়ে উঠে দাঁড়িয়েছ, আর চিকিৎসা হয়ত না করেও চলতে পারে। প্রকৃতি নিজেই শুধরে নেবে বাকী দোষ-ত্রুটিগুলো। তা ছাড়া, দরকার হলে আবার ফিরে আসতেও পারবে ত! ভগবানে বিশ্বাস রেখো, কোন অশান্তির ভিতরে জড়িয়ে পড়তে যেয়োনা।"

BanglaBook.org

শ্লিডার নিজেই তাকে পিটার্সবার্গ পর্যন্ত পৌঁছোনার মত পয়সাকড়ি দিয়ে দিলেন। নিজে কেঁদে এবং গ্রামের সব ছেলেমেয়ে-গুলিকে কাঁদিয়ে পরের দিনই লিও রওনা হয়ে পড়ল তার দেশের

দিকে। মেরির কবরের কাছে তাকে ঘিরে ধরে দুই ডজন শিশু ও কিশোরের সে কী আকুলি-বিকুলি সেদিন!

দুইদিন পরে ভোর বেলায় লিও দেখল যে ওয়ার্স-পিটার্সবার্গ রেলগাড়ীর একটা কামরায় সে বসে আছে অন্য দুটি যাত্রীর সঙ্গে। বাইরে দুর্ভেদ্য কুয়াশা। তিন ফুট দূরেও নজর চলে না। শীতে হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে। লিওর গায়ে একটা মোটা ওভারকোট রয়েছে বটে, কিন্তু তাতে পশমের ভাগ সামান্য। হাসপাতালের জামা এটা, পথে পরবার জন্য শ্লিডার দিয়ে দিয়েছেন ওকে। নিজস্ব কোন জামা ওর ছিলই না।

ওর সামনের আসনে বসে আছে বাকী দুই যাত্রী। একজনের বয়স তারই মত বলে মনে হয়, ছাব্বিশ থেকে আটাশের মত। বেশ দোহারা মজবুদ চেহারা, মাথার চুল, মুখের দাড়ি—সবই কালো, তার গায়ে দামী গরম ওভারকোট। লিওকে শীতে আড়ষ্ট দেখে সে মিটিমিটি হেসে বলে উঠল এক সময়—"খুব শীত, না?"

লিও হেসে ফেলল—"তা শীত বই কি! রোদ্দুর অবিশ্যি উঠবেই এক সময়, তখন আর এত শীত করবে না বোধ হয়।"

"বলা যায় কি! রোদ্দুর না-ও উঠতে পারে, উঠলেও, ঠাণ্ডা হাওয়া যদি ছাড়ে, সে-রোদে ফায়দা হবে না কিছু। তা তুমি যাচ্ছ কোথায়?"

"যাচ্ছি পিটার্সবার্গে। আর তুমি?"

"আমিও তাই। জানো, তিনমাস আগে আমি যখন পিটার্সবার্গ থেকে পেকোভ যাই, আমার গায়েও তোমারই মত একটা পাতলা জামা ছিল, আর হাতে ছিল তোমারই মত একটা ছোট্ট কাপড়ের বাণ্ডিল। লাথি মেরে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছিল বুড়ো সেমিওন রোগোজিন।"

"সেমিওন রোগোজিন?"—কামরার তৃতীয় যাত্রীটি চমকে চেঁচিয়ে উঠল একেবারে—"সেমিওন রোগোজিন? বহু বহু লক্ষ রুবলের মালিক সেমিওন রোগোজিন? তিনি কে তোমার? তিনি যে মারা গিয়েছেন গত হপ্তায়। তা জানো না বুঝি?"

BanglaBook.org

"জানি না আবার? জানি বলেই ত দেশে ফিরছি। তা না হলে কি পিসীর বাড়ীর আশ্রয় ছেড়ে এই দারুণ শীতে পিটার্সবার্গের পথে পা দিই আবার? বুড়োটি ছিল আমার বাবা। যত লক্ষ রুবলই তার থেকে থাকুক, আমার তাতে হাত দেবার কোন উপায় ছিল না এতদিন। এইবার দেখে নেব। যত ইচ্ছে গয়না দেব নাস্‌টাসিয়াকে, কে আমায় ঠেকায় দেখি—"

"নাস্‌টাসিয়া ফিলিপোভনার কথা বলছ বুঝি?"—প্রশ্ন করে বসল এই তৃতীয় যাত্রী।

এবার এই সবজান্তা লোকটির দিকে ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখতে বাধ্য হল সেমিওন রোগোজিনের পুত্র পার্ফিওন রোগোজিন। লোকটির বয়স বছর চল্লিশ বা তারও দুই চার বছর উপরে হতে পারে। মুখখানা লালচে, নাকটা ত গাঢ় লাল। চুলগুলোও লালচে। পরণের জামাকাপড় খুবই কমদামী, তা দেখে এইটুকুই শুধু বোঝা যায় যে লোকটা সামরিক কর্মচারী নয়। কেরানী হতে পারে, ঠিকাদার হতে পারে, ইস্কুলমাস্টার বা উকিলও হতে পারে হয়ত। জামাকাপড় দারিদ্র্যব্যঞ্জক, কিন্তু মুখের চেহারা তা নয়। তাইতে লিওর মনে হ'ল লোকটা হয়ত কৃপণ। অন্তত পক্ষে হিসেবী খুব।

বেশ কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে দেখে বিরক্তভাবেই পার্ফিওন রোগোজিন বলল—"তুমি নাসটাসিয়াকেও চেনো না কি? আমারা বাবাকেও চিনতে, একেও চেনো। তোমার আচেনা কি কেউ নেই রাজধানীতে?"

"থাকবে না কেন?"—খুব সপ্রতিভ ভাবেই জবাব দিল লোকটি—"গরিবেরা প্রায় সবাই আমার অচেনা। অবশ্য আত্মীয়রা বাদে। আত্মীয়রা সবাই গরিব। গরিব আমি নিজেও। গরিবানা পরিবেশেই চিরকাল মানুষ। তাই নতুন পরিচয় করবার বেলায় গরিবদের সযত্নে পাশে ঠেলে দিই। চেষ্টা করি বড়লোকদের সঙ্গে আলাপ করবার। আলাপের সুযোগ নাও যদি পাই, খোঁজখবরটা অন্ততঃ রাখি বড়লোকদের। ধনী মানী কৃতী পুরুষ এমন কেউ নেই, যার

BanglaBook.org

নাড়িনক্ষত্রের খবর আমি না রাখি। ঠিক ঐ কথাই বলতে পারি নাম করা রূপসী মহিলাদের বেলাতেও। সমাজে তাঁদের স্থান ত সবার উপরে কিনা—"

হঠাৎ সে অন্য কথায় চলে গেল—"তোমার বাবা বুঝি তাড়িয়ে দিয়েছিল তোমায়? নাসটাসিয়াকে গয়না দিয়েছিলে বলে?"

পার্ফিওন রোগোজিন জবাব দিল অবশ্য এ-প্রশ্নের, তবে প্রশ্ন-কর্তার দিকে তাকিয়ে নয়, লিওর দিকে তাকিয়ে—"বয়সকালে কত সাধ-আহ্লাদই ত থাকে মানুষের। আমারও ছিল, আছেও। এমনিতে ত একটি পয়সা বাবা কখনো প্রাণ ধরে হাতে দেয়নি আমার। সামান্য কিছু কিছু মাঝে মধ্যে হাতিয়ে নিতাম চুরিচামারি করে। তাতে ত আর নাসটাসিয়ার গয়না হয় না। অথচ একখানা গয়না হাতে না নিয়ে তার সঙ্গে আলাপ করতে যাওয়াও ত চলে না। হঠাৎ সুযোগ হয়ে গেল। বাবা একখানা হুণ্ডি দিলে ভাঙাতে।

তৃতীয় ব্যক্তিটি হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল—

কটমট করে তার দিকে অপলক চোখে তাকাল পার্ফিওন—"তুমি ত বেজায় বেয়াড়া লোক হে! নাম কী তোমার? বলি, কী নাম তোমার?"

"লেবেডেফ! লেবেডেফ!"—কিছুমাত্র ভয় পেলো না লোকটা পার্ফিওনের রক্তচক্ষু দেখে—"রেগেছ ত? মারো! মেরে দাও দু'ঘা। মারলে ত আমি বর্তে যাই। মারা মানেই আমাকে নিজের কাছে টেনে নেওয়া। আপন বলে স্বীকার করা। বাপরে বাপ! বাবা মারা যাওয়ার পরে আজ তুমি ভাগের-ভাগ পঁচিশ লক্ষ রুবল হাতে পেতে যাচ্ছ। তোমায় কি আর ছাড়ি আমি? জুতো মারলেও না।"

পরম বিতৃষ্ণায় পার্ভিওন তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে লিওর দিকে তাকাল আবার—"এ-জানোয়ারটার পরিচয় পেলাম। তোমার নাম কী?"

"প্রিন্স লিও নিকোলায়েভিচ মিশকিন"—একটু বিব্রতভাবেই

BanglaBook.org

জবাব দিল লিও—"লেবেডেফ অবশ্য কথাবার্তা বলেন অসংযত। কিন্তু তা বলে তাঁকে জানোয়ার বলাটা ঠিক হয় নি ভাই পার্ফিওন রোগোজিন।"

পার্ফিওন এ মৃদু ভর্ৎসনা হেসেই উড়িয়ে দিত, না তার জবাবে রেগে উঠত লিওর উপরে—তা আর দেখবার সুযোগ হল না লিওর। লেবেডেফ এমন একটা বিস্ময়ের আওয়াজ করে উঠল যে তার দিকেই মনোযোগ দিতে হ'ল তাকে।

"প্রিন্স মিশ্‌কিন?"—বলে উঠেছে লেবেডেফ—"প্রিন্স মিশকিন? বল কী তুমি? প্রিন্স মিশকিন?"

লিও অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল—"কেন? তোমার কি ধারণা যে প্রিন্স মিশকিন নামে কেউ থাকতে পারে না দুনিয়ায়?"

"না, না, তা কেন? ঝটিতি কৈফিয়ৎ কাটল লেবেডেফ—"প্রিন্স মিশকিনরা রুশিয়ার প্রাচীন অভিজাত বংশগুলির অন্যতম। বহু প্রসিদ্ধ লোক জন্মেছেন ঐ বংশে। তবে কিনা, বর্তমানে ও-বংশে কোন প্রিন্স জীবিত আছেন বলে জানা ছিল না আমার।"

তিক্তস্বরে পার্ফিওন রোগোজিন বলে উঠল—"তবে আর কী, তোমারই যখন জানা ছিল না, তখন আর উনি মিশকিন হন কী করে? তুমি ত সবজান্তা কিনা! প্রায় ভগবানেরই সামিল!"

লিওর দিকে তাকিয়ে রোগোজিন বক্তব্য শেষ করল এই বলে—"ওর কথা আমি ধরিনে। কিন্তু তোমার বেশভূষা দেখে তোমাকে, মানে, মনে কিছু কোরো না, প্রিন্স বলে ধারণা করাই শক্ত। এ-অবস্থা কেন তোমার?"

"অবস্থা?"—লিও শিশুর মত কলহাস্যে হেসে উঠল—"কী করে জানব কেমন করে এ-অবস্থা হল আমার? জ্ঞান হয়ে অবধি বাবা-মাকে দেখিনি। শুনেছি তাঁরাও এমন কিছু সচ্ছল জীবন যাপন করে যান নি। মানুষ হয়েছি দূর সম্পর্কের দুই পিসীর কাছে। একজন কথায় কথায় বেত মারতেন। আর একজন কথায় কথায় আদরে সোহাগে ডুবিয়ে দিতেন! তার পরে ধরল ব্যারামে"

BanglaBook.org

"কী ব্যারাম ?"—প্রশ্ন করল রোগোজিন আর লেবেডেফ সমস্বরে।

"অতি সাংঘাতিক ধরনের এক মৃগীজাতীয় রোগ। যখন-তখন তার আক্রমণ হত। আর দুই এক মাসের মত পঙ্গু করে রেখে যেত আমাকে। চিকিৎসার জন্যই গিয়েছিলাম সুইজারল্যাণ্ডে। মানে, আমার নিজের পয়সাকড়ি ছিল না সেখানে যাওয়ার মত। পাঠিয়েছিলেন পিতৃবন্ধু প্যাভলিশিয়েভ।"

"প্যাভলিশিয়েভ ? নিকোলে এ্যান্‌ড্রিয়েভিচ প্যাভলিশিয়েভ ?" —প্রশ্ন এলো লেবেডেফের কাছ থেকে।

"কেন ? চেনো না কি তাঁকেও ?"—টিটকারি দিল রোগোজিন।

"ও-নামের দুজন ভদ্রলোক ছিলেন। একই বংশের। কী-রকম যেন ভাইও পরস্পরের। একজন ক্রিমিয়াতে এখনও আছেন। আর একজন দু'বছর আগে মারা গিয়েছেন। অল্প বয়সেই হঠাৎ মারা গিয়েছেন।"—জবাব দিল সবজান্তা।

"তিনিই! তিনিই!"—সোৎসাহে বলে উঠল লিও—"তিনিই আমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন। কোন সম্পর্কই তাঁর সঙ্গে ছিল না। বাবার ছোট্ট জমিদারি যেটুকু অবশিষ্ট ছিল শেষ পর্যন্ত, তারই লাগোয়া বিরাট এলাকার মালিক ছিলেন প্যাভলিশিয়েভ। শুনেছি সেই সূত্রে খানিকটা বন্ধুত্ব হয়। এবং বাবা মারা যাওয়ার পরে আমার শিক্ষার ভার তিনিই নেন। তারপর আমায় ধরল ব্যারামে—"

"সোনায় সোহাগা!"—বলল লেবেডেফ—"দারিদ্র্যের উপরে ব্যাধি—"

"বের্লিনে ডাক্তার শ্লিডারের সঙ্গে দেখা হয় প্যাভলিশিয়েভের। শ্লিডার মৃগীরোগেরই ডাক্তার শুনে সেইখানেই প্যাভলিশিয়েভ আমার সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করে আসেন। দেশে ফিরেই আমায় পাঠিয়ে দেন শ্লিডারের হাসপাতালে, সুইজারল্যাণ্ডে। ওঃ, তখন সে যে কী অবস্থা আমার! মানুষ না বলে তখন আমায় একটা জড় পদার্থ বলা চলত অনায়াসে। দেখি বা শুনি একরকম, বুঝি অন্যরকম। কথা বলতে চাই একরকম, বলি অন্যরকম। শ্লিডার এই সেদিন

BanglaBook.org

স্বীকার করলেন যে তখন আমায় দেখে তিনি আশাই করতে পারেন নি যে আমায় কোনদিন সারিয়ে তুলতে পারবেন।"

"সারিয়ে তাহলে তুলেছেন ?" বলল রোগোজিন—"তুমি তাহলে এখন সুস্থ ? এ্যাঁ, সুস্থ তাহলে ?"

লিও একটু সন্দিগ্ধভাবেই বলল—"বোধ হয়। মানে, শ্লিডার বলেছেন যে সাবধানে থাকলে, অতিরিক্ত উত্তেজনা এড়িয়ে চললে মৃগীর আক্রমণ আমার উপর আর না-আসারই সম্ভাবনা। আসে যদি, সঙ্গে সঙ্গে আবার তাঁর কাছে চলে যেতে বলেছেন ডাক্তার। বড় ভাল লোক। সত্যিকার ভাল। প্যাভলিশিয়েভ মারা যাওয়ার পরে এই দুই বছর ত আমার বাবদ তাঁকে একটি পয়সাও দেয়নি কেউ। তিনি নিজের খরচাতেই আমার চিকিৎসা চালিয়ে গিয়েছেন, খাইয়েছেন পরিয়েছেন। এমন কি, এই যে আজ আমি দেশে ফিরছি, পথখরচাও তিনিই তুলে দিয়েছেন আমার পকেটে।"

"পথখরচা ত দিয়েছেন," বলল রোগোজিন—"পিটার্সবার্গে পৌঁছোবার পরে তুমি যাবে কোথায়, খাবে কী, তার ব্যবস্থা করেছেন কিছু ? না যদি করে থাকেন ত শোনো, এক কথা বলি। চলে এসো আমার সাথে। ঐ সবজান্তার মুখ থেকেই শুনেছ—আমি এখন পঁচিশ লক্ষ রুবলের মালিক। এই মুহূর্তে আমার হাতে পঁচিশ রুবলও নেই বটে, কিন্তু গাড়ী থেকে পিটার্সবার্গের স্টেশনে নামা-মাত্র দালালেরা ছেঁকে ধরবে আমায়—লক্ষ লক্ষ রুবল ধার গছাবার জন্য। আমি তোমার সব ভার নেব। তুমি চলে এসো আমার সঙ্গে। কথাটা কী জান, তোমায় বেশ পছন্দ হয়েছে আমার।"

"আর আমায় ?"—লেবেডেফ কাঁদো কাঁদো মুখে বলল—"আমায় পছন্দ না করলে আমি ত ছাড়ছি না তোমায় ! এ-অধমকে দয়া করে চরণে রাখতেই হবে, মালিক ! আমি একান্ত অভাবগ্রস্ত মানুষ মালিক। এক গণ্ডা কাচ্চাবাচ্চা, রোগা স্ত্রী, রোজগার বলতে বিশেষ কিছু নেই—"

বিরক্তভাবে তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে লিওকে বলল

BanglaBook.org

রোগোজিন, "কী প্রিন্স ? কথা কইছ না যে ? যাবে কিনা আমার সঙ্গে ?"

লিও হাসিমুখে বলল—"কেন যাব না ? তোমায়ও আমার খুব ভাল লেগেছে। তবে এক্ষুণি যেতে পারছি না সঙ্গে। একবার জেনারেল ইয়েপাঞ্চিনের সঙ্গে দেখা করবার দরকার আছে। ঠিকানাটা দাও, জেনারেলের ওখান থেকে সোজা তোমার বাড়িতে যাব।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

জেনারেল ইয়েপাঞ্চিন মস্তলোক, লিওকে বলে দিয়েছে লেবেডেফ। বড় লোক সবাইকেই সে চেনে, ইয়েপাঞ্চিনকেই বা না চিনবে কেন?

সত্যিই মস্তলোক ইনি, বাড়ি দেখলেই বোঝা যায়। রাজা-রাজড়ার থাকবার মত প্রাসাদ। তাও এই বাড়িটাই একমাত্র বাড়ি নয় জেনারেলের। সারা রুশিয়ায় কত জায়গায় যে কত বাড়ি আছে তাঁর,—শহরের বাড়ি, পল্লীভবন, প্রমোদভবন, পার্বত্য দুর্গ, খামারবাড়ি—তার সঠিক হিসেব সবজান্তা লেবেডেফও দিতে পারেনি।

আগে সমর বিভাগেই ছিলেন, সে-বিভাগ ছেড়েছেনও অনেকদিন। এখন প্রশাসনে কোন একটা বিভাগের হর্তাকর্তা। পদগৌরবে তাঁরও উপরওয়ালা আছেন বই কি দুই একজন, কিন্তু আসল ক্ষমতা-টুকু কব্জা করে বসে আছেন ইয়েপাঞ্চিন।

সংসারও সুখের। স্ত্রী আছেন, আছে তিনটি সুন্দরী মেয়ে। পঁচিশ, বাইশ, কুড়ি। আলেকজান্দ্রা, আডেলেডা, আগলায়া। এদের মধ্যে আগলায়া আবার ডাক-সাইটে সুন্দরী। তিন বোনই সুশিক্ষিতা, মার্জিতা, চৌষট্টি চারুকলায় পটিয়সী। উপরন্তু তিন বোনে ভাব অসাধারণ।

কিন্তু এই মেয়েদের সম্বন্ধে লিওর আগ্রহ নেই কিছু। লেবেডেফের মুখে অনেক কথাই শুনেছে বটে, কোন কথাই বিশেষ দাগ কাটেনি তার মনে। সে ভাবছিল মিসেস ইয়েপাঞ্চিনের কথা। দুই একটা প্রশ্নও তাঁর সম্বন্ধে করেছিল সবজান্তাকে। তা ওঁর সম্বন্ধে সে এমন কিছু খবর দিতে পারে নি। ভদ্রমহিলা প্রিন্সেস বেলকোনস্কির খুব অন্তরঙ্গ লোক, এইটুকুই সে জানে শুধু।

"প্রিন্সেস বেলকোনস্কি আবার কে?" জিজ্ঞাসা করেছিল লিও। লেবেডেফ হেসেই অস্থির—"তুমি যে চার বছর বিদেশে ছিলে, তার আগেও অনেক বছর দেশে থেকেও দেশের খবর কিছু রাখনি, তা বোঝা যায় তোমার এই একটি মাত্র প্রশ্ন থেকেই। বুড়ী বেলকোনস্কি

BanglaBook.org

পিটার্সবার্গ সমাজের ভাগ্যবিধাত্রী। তার অঙ্গুলি হেলনে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ঘটে অভিজাত মহলের ঘরে ঘরে। কারও বিয়ে হতে যাচ্ছে? তার এক কথায় ভেঙে যেতে পারে সে-বিয়ে। আবার কোন দম্পতী বিবাহ বিচ্ছেদের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে? তারই শাসনে তারা ছিন্নগ্রন্থি জোড়া দিয়ে আবার সুড় সুড় করে ফিরে যাবে একসাথে ঘর করবার জন্য।

যাক, প্রিন্সেস বেলকোনস্কিকে নিয়ে মাথাব্যথা নেই লিওর, তার যা কাজ, তা হল মিসেস ইয়েপাঞ্চিনের কাছে। কাজও এমন কিছু নয়, সে যে ফিরে এসেছে রুশদেশে, এই খবরটা তাঁকে জানানো শুধু। কারণ? কারণ শুধু এই যে মিস্কিনবংশই পিতৃবংশ মিসেস ইয়েপাঞ্চিনের। বিয়ের আগে তিনি প্রিন্সেস মিশকিন নামে পরিচয় দিতেন নিজের।

এ-খবর লিও পেয়েছিল প্যাভলিশিয়েভের কাছে। সেই শোনার উপরে নির্ভর করেই সুইজারল্যাণ্ড প্রবাসের কালে একদা একখানা পত্রও সে লিখেছিল মিসেস ইয়েপাঞ্চিনকে। সেই যখন প্যাভিলিশিয়েভ মারা গেলেন। শ্রিডার নিজে তার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করতে যাচ্ছেন দেখে লজ্জা পেয়েছিল সে। জ্ঞাতির মেয়ে হিসাবে মিসেস ইয়েপাঞ্চিন যদি এ-ব্যাপারে কিছুটা সাহায্যও করেন এ-সময়ে, এই আশাতেই সে লিখেছিল চিঠি।

তা সে-চিঠির কোন উত্তর সে পায় নি।

লিওর স্বভাবই এই রকম যে সহজে কারও আচরণে দোষ সে দেখতে পায় না। চিঠির উত্তর না পেয়ে সে আশ্চর্যও হয় নি, রাগও করেনি। নিজের মনকে এই রকম বুঝিয়েছিল যে চিঠিটা নিশ্চয় মারা গিয়েছে, পৌঁছোয়নি মিসেস ইয়েপাঞ্চিনের কাছে। সুইজারল্যাণ্ডের পল্লী থেকে পিটার্সবার্গে আসবে যে-চিঠি, তা হারিয়ে যাওয়ার যে হাজার আশঙ্কা আছে, একথা কে না স্বীকার করবে?

সুতরাং রাগ, অভিমান কিছুই সে করেনি। আর তা করেনি

BanglaBook.org

বলেই দেখা করতে আসার পক্ষে বাধাও সে কিছু দেখতে পায়নি। তাছাড়া দরকারও তার আছে একটু। একটা পরামর্শের দরকার। বৈষয়িক ব্যাপারে সে নিজে একদম অনভিজ্ঞ। অথচ যে-চিঠি পাওয়ার দরুণ শ্লিডার তাকে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিলেন দেশে, সেটা একান্তই বৈষয়িক ব্যাপারের চিঠি। ওটার সম্বন্ধে কিছু উপদেশ সে কেনই বা আশা করতে পারবে না আত্মীয়ার কাছ থেকে? পরামর্শটা দিতে গেলে কোন লোকসান নেই মিসেস ইয়েপাঞ্চিনের অথচ পরামর্শটা পেলে সমূহ উপকার হতে পারে লিওর।

অতএব সে এসেছে। হাতে সেই কাপড়ের পোঁটলা। তাতে থাকার মধ্যে দু'টো শার্ট আর দু'খানা রুমাল।

তার চেহারা দেখে দরোয়ান ভাবল লোকটা ভিখিরী না হয়ে যায় না। কিন্তু ভিখিরীকেও তাড়িয়ে দেবার ক্ষমতা তার নেই। গৃহস্বামী হচ্ছেন প্রশাসনের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। ভিখিরীর প্রতিও তাঁকে ভদ্র ব্যবহার করতে হবে। তা না হলে জনপ্রিয়তা ক্ষুণ্ণ হওয়ার ভয় আছে।

সুতরাং দরোয়ান জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য হল—"কী চাই?"

"জেনারেল ইয়েপাঞ্চিনের সঙ্গে দেখা করব একবার, বিশেষ প্রয়োজন আছে।"—উত্তর দিল লিও। মিসেস ইয়েপাঞ্চিনের কাছে পৌঁছোতে হলে তাকে যে আগে জেনারেলকে প্রসন্ন করতে হবে, এ জ্ঞান তার আছে।

যত বিতৃষ্ণার সঙ্গেই হোক, দরোয়ান লিওকে উপরে নিয়ে জেনারেলের খাস ভৃত্য এনরিকোর হাতে সমর্পণ করল। এনরিকো ভৃত্য হলেও যথেষ্ট মর্যাদার অধিকারী। সে লিওর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করল সযত্নে, তার পরে জানাল—লিওকে অপেক্ষা করতে হবে কিছুক্ষণ, সেক্রেটারি এসে তাকে দেখবেন, দেখবার পরে তিনি যদি অনুমতি দেন, তবেই দেখা হবে জেনারেলের সঙ্গে।

"পাশেই বসবার ঘর রয়েছে, আপনি সেখানে গিয়ে বিশ্রাম করুন"—এই ব'লে সে তার কর্তব্য শেষ করল।

BanglaBook.org

"বেশ তো!" লিও বলল—"অপেক্ষা যদি করতেই হয়, আমি এখানে তোমার সমুখে ব'সেই ক'রব। তোমারও ত' কোন কাজ দেখছি না। রুশদেশ থেকে আমি চার বছর অনুপস্থিত ছিলাম। দেশের হাল-চাল তুমি আমাকে খানিকটা বাতাও না!"

এনরিকো নিজের চেয়ারে ব'সেই আছে। কথা বলবার সময় উঠে দাঁড়ানোর দরকার মনে করে নি। তার সমুখেও রয়েছে একখানা খালি চেয়ার, লিও সেইটাতেই বসে পড়ল ঝপ্ করে।

এনরিকো বিব্রত হয়ে পড়ল। এ ঘরে কোন আগন্তুককে বসানো রীতিবিরুদ্ধ। মালিক জানলে রুষ্ট হবেন। সে বারবার বলতে থাকল—"এখানে কারও বসার কথা নয়। আপনি ও ঘরে যান।" কিন্তু সে কথায় কান দিচ্ছে কে? লিও নড়বার নামও করছে না। উপরন্তু এটা ওটা প্রশ্ন ক'রে যাচ্ছে ক্রমাগত। এনরিকো মুস্কিলে প'ড়ে গেল। নাম শুনেছে প্রিন্স মিশকিন। এখন এটা তার জানা আছে যে গৃহ-স্বামিনী নিজেও মিশকিন বংশের কন্যা। কাজেই সে সাহস করে তাড়াতেও পারছে না অবাঞ্ছিত এই অতিথিটিকে।

অবশেগে লিওর পোঁটলার দিকে তাকিয়ে সে জানতে চাইল—"আপনি কি সোজা স্টেশন থেকেই আসছেন? এখানেই থাকবেন না কি?"

"সোজা স্টেশন থেকেই আসছি বটে, তবে থাকব না এখানে। অন্ততঃ সেরকম মতলব নিয়ে আসিনি আমি। এঁরা যদি থাকতে বলেন, তখন ভেবে দেখব। বলতেও পারেন, আত্মীয়তা যাহোক একটু আছে ত! কিন্তু দেখ, আমি যদি এখানে বসে চুরুট খাই, তোমার আপত্তি নেই ত?"

এনরিকো আঁৎকে উঠল—"সর্বনাশ! অসম্ভব! এখানে চুরুট খেতে দিই যদি, আমার চাকরি যাবে। মালিক পাশের ঘরেই রয়েছেন, জানেন ত? এই যে আপনাকে বসতে দিচ্ছি এখানে, এরই দরুন সেক্রেটারির কাছে বকুনি খেতে হবে আমায়।"

"থাক, থাক,"—লিও বলল—"তোমার চাকরি যাতে যেতে পারে,

BanglaBook.org

এমন কাজ আমি করব কেন ? থাকুক চুরুট, এসো গল্পই করি। সুই-জারল্যাণ্ডে যাওনি ত কখনো ? সুন্দর দেশ। রুশিয়া আমার নিজের দেশ, তাহলেও বলব—সুইজারল্যাণ্ডের কাছে লাগে না। ওদেশের একটা মাত্র জিনিস আমার অপছন্দ। ওখানে অপরাধীর প্রাণদণ্ডও হতে পারে। রুশিয়ায় হয় না তা।"

"প্রাণদণ্ড হয় ?"—এনরিকো এতক্ষণে মন খুলে কথা কইবার আগ্রহ প্রকাশ করল যেন—"ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয় ?"

"না, ফাঁসিতে ঝোলায় না। মাথাটা কেটে ফেলে। গিলোটিন ! গিলোটিন ! মঞ্চের উপর উবুড় করে শুইয়ে দেয় মানুষটাকে। ঠিক তার মাথার উপরে থাকে যন্ত্র একটা। তাই থেকে চওড়া খাঁড়া নেমে আসে প্রচণ্ড বেগে। এক সেকেণ্ডের ভিতরে মাথাটা ধড় থেকে আলাদা হয়ে ছিটকে পড়ে। আমি দেখেছি একদিন। ওঃ ! শুইয়ে দেবার আগে মানুষটার সে কী অবস্থা ! পাদরি অবশ্য সারাক্ষণই সঙ্গে ছিলেন অভাগার। হাতের ক্রুশ মুহুর্মুহু ধরছিলেন ওর ঠোঁটের উপর। আর সে মরিয়া হয়ে চুমো খাচ্ছিল সেই ক্রুশকে। আমি এখনও স্বপ্ন দেখি সেই দৃশ্য মাঝে মাঝে। অভাগা ! অভাগা ! ঐ জিনিসটাই একমাত্র খারাপ জিনিস, যা আমি সুইজারল্যাণ্ডে দেখেছি। যে নরহত্যা করেছে, তাকেও হত্যাই করতে হবে, এমন কথা যীশু বলে যান নি।"

এমন গভীর সমবেদনার সঙ্গে গিলোটিনের বর্ণনা দিচ্ছিল লিও যে এনরিকো ভুলেই গেল তার সম্বন্ধে নিজের বিতৃষ্ণার কথা। আরও কতক্ষণ যে ওদের এই আলাপ চলত, তা কে জানে ! কিন্তু তাতে হঠাৎ ছেদ পড়ে গেল। সেক্রেটারি হঠাৎ এসে পড়লেন।

ছিমছাম লম্বাটে একটি লোক। সুন্দর চেহারা, থুৎনিতে ছোট্ট ইম্পিরিয়াল দাড়ি, বয়স লিওরই মত। সে এসে ঘরে ঢুকল একটা ফাইল হাতে করে, আর তড়াক করে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠল এনরিকো—

"এই ইনি, দেখা করতে চান জেনারেলের সঙ্গে। একশোবার

BanglaBook.org

বলেছি বসবার ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করতে, কোন মতেই গেলেন না। নাম বলেছেন প্রিন্স লিও মিশকিন।"

সেক্রেটারি গেনিয়া ইভলগিনের মুখে ফুটে উঠল গভীর বিস্ময়। ঐ মিশকিন নামেরই দরুন। খুব মনোযোগের সঙ্গে লিওর আর তার বাণ্ডিলটার দিকে কয়েকবার সে তাকাল। তারপর এগিয়ে এসে মিষ্ট স্বরে বললে—"আপনি প্রিন্স মিশকিন?"

"আপনার পক্ষে তা বিশ্বাস করা শক্ত বোধ হয়।"—হাসিমুখেই জবাব দিল লিও—"তবে বিশ্বাস করেই হোক আর না-করেই হোক, দয়া করে একবার জেনারেল ইয়েপাঞ্চিনের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিন আমার। নিজের পরিচয় তাঁকে দেওয়াও যেমন কর্তব্য দাঁড়িয়েছে আমার, তেমনি আবার বিশেষ একটা পরামর্শের প্রয়োজনও আছে তাঁর সঙ্গে। দেখা করিয়ে দিলে ক্ষতি ত কিছু নেই! তাঁর বা আপনার?"

একটুখানি হেসে লিও একথাও বলল,—"তাঁর কোন ক্ষতিই হবে না। কারণ আমি কথা দিচ্ছি তাঁর কাছে একটা রুবলও সাহায্য চাইব না আমি।"

এমন সুরে শেষ কথাটুকু বলল লিও যে গেনিয়া ইভলগিনের মত পোড়-খাওয়া মানুষও লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে ছুটল কর্তার কাছে খবর দেওয়ার জন্য। ফিরে এল সে মিনিট খানিকের মধ্যেই, আর লিওকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল জেনারেলের কাছে।

জেনারেল ইয়েপাঞ্চিন যে জেনারেল ছিলেন কোন সময়, আজ আর তাঁর চেহারা দেখে তা মালুম করবার উপায় নেই। অন্য পাঁচজন ক্ষমতাশালী সরকারী বিভাগীয় কর্তার চেহারা যেমন হয়, ঠিক তেমনিই দাঁড়িয়েছে তাঁর আকৃতি। দোহারা মজবুদ চেহারা, বয়স পঞ্চাশ পেরুনোর দরুন কানের কাছে আধাআধি সাদা চুল, দামী অথচ সাদাসিধে অসামরিক পোষাকের উপরে দুই একটা সাদা রিবন, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, কুঞ্চিত অধর, এক কথায় সরকারের ও

BanglaBook.org

সমাজের স্তম্ভস্বরূপ একটা উঁচু-পর্যায়ের মানুষের যে-রকমটি হওয়া দরকার, ঠিক সেই রকমটি।

সৌজন্যের ত্রুটি? হওয়ার উপর নেই এরকম লোকের। তবে সে-সৌজন্য সব ক্ষেত্রে একরকম হবে, একথা কেউ ভাবতে পারে না। ব্যক্তিবিশেষে জেনারেল দ্বার পর্যন্ত নিজে এগিয়ে যাবেন হাত বাড়িয়ে এবং মুখে মধুর হাসি ফুটিয়ে, আগন্তুকের অভ্যর্থনা করবার জন্য। আবার অন্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে হয়ত চেয়ার থেকে অর্ধোত্থিত হয়ে ডানহাতের দুটো আঙুল অতিথির দিকে বাড়িয়ে দেবেন তাকে করমর্দনের সৌভাগ্যদান করবার জন্য। বলা বাহুল্য, এই শেষোক্ত শ্রেণীর সৌজন্যলাভেই ধন্য হল লিও।

"শুনছি আপনি নাকি প্রিন্স মিশকিন!" এই হল তাঁর স্বাগত সম্ভাষণ।

"আজ্ঞে হাঁ। মিসেস ইয়েপাঞ্চিনও মিশকিন বংশেরই মুখোজ্জ্বল-কারিণী দুহিতা। এটা জানা আছে বলেই সুইজারল্যাণ্ড থেকে বছর দুই আগে একখানি পত্র তাঁকে লিখেছিলাম। তার উত্তর পাইনি তখন। চিঠিটা আদৌ তাঁর হস্তগত হয়েছিল কি না, আমার সন্দেহ আছে খুব।"

লিওর হাতের ঐ অপয়া পোটলা! ওর দিকে তাকিয়েই জেনারেল জিজ্ঞাসা করলেন—"সেই সুইজারল্যাণ্ড থেকেই আজ আসছেন বুঝি? সোজা এখানে।"

লিও মাথা নাড়তেই মুচকি হেসে জেনারেল জিজ্ঞাসা করলেন, "এখানেই থাকবার কথা ভেবেছেন বোধ হয়? আত্মীয় যখন?"

"আত্মীয়তা আছে, তা ঠিক। সেটা স্বীকার করা হোক বা না হোক। কিন্তু আত্মীয়ের বাড়িতে জোর করে ঢুকে উৎপাত করব, এমন শিক্ষা আমি পাই নি।"

লিওর কথার সুরে এতখানি আত্মমর্যাদার ঝংকার ফুটে উঠবে, তা তার বেশভূষা দেখে জেনারেল আশা করেন নি নিশ্চয়। চট করে ওর সম্বন্ধে ধারণাটা পালটে ফেললেন খানিকটা, আর নিজে

BanglaBook.org

যে খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছেন, সে ভাবটা ঢাকবার জন্য লিওর ঐ "শিক্ষা" কথাটাই আঁকড়ে ধরেছেন, ডুবন্ত মানুষের খড় আঁকড়ে ধরার মত।

"শিক্ষার কথা যখন তুললেন,—কিন্তু বসুন, বসুন আগে, তারপর অন্য কথা।"—লিওকে এতক্ষণ যে তিনি আসন গ্রহণ করতেও বলেন নি, এটা যেন এইমাত্র খেয়াল হ'ল।

লিও একখানা চেয়ারে বসল, পোটলা তার নীচে রেখে, আর জেনারেল পূর্বকথার অনুবৃত্তি করে বলে চললেন—"শিক্ষা আপনি কতদূর কী পেয়েছেন, দয়া করে বলেন যদি, তাহ'লে চেষ্টা করে দেখতে পারি আপনাকে বসিয়ে দেবার মত কোন চাকরি কোথাও পাওয়া যায় কি না। অবশ্য যদি চাকরি করার মত দরকার বা ইচ্ছা আপনার থাকে।"

লিও হাসিমুখে বলল—"দরকারও আছে, অনিচ্ছাও নেই। কারণ আমার পার্থিব সম্পদ এই পোটলাটির বাইরে আর কিছুই নেই। তবে শিক্ষা আমার বিশেষ যে কিছু হয়েছে, তা নয়। পড়েছি অনেক, তা ঠিক। অনেক অনেক বিষয়েই পড়েছি। তবে ধারাবাহিক বা নিয়মিত শিক্ষালাভের সুযোগ আমার ঘটেনি, বদ্ধমূল মৃগীরোগের জন্য। যা হোক, একটা বিদ্যে আমার আছে, আমার হস্তাক্ষর সত্যিই ভাল। নানা ধাঁচের লেখা আমি লিখতে পারি, বেশ চমৎকার করেই পারি। তাতে যদি উপার্জনের কোন সুযোগ ঘটে, আমি ত ধন্য হয়ে যাই।"

"নানা ধাঁচের লেখা? দেখি, লিখুন ত দুই চার রকম"—

গেনিয়া পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। জেনারেলের নির্দেশে লিওকে সে কোণের দিকে একটা ছোট টেবিলের কাছে নিয়ে গেল, আর কাগজ কলম কালি এনে রাখল সেই টেবিলের উপরে।

তারপরে সে ফিরে গিয়ে দাঁড়াল জেনারেলের কাছে। হাতের ফাইল থেকে একখানা তসবির বার করে রেখে দিল জেনারেলের টেবিলের উপরে।

BanglaBook.org

জেনারেল অবাক হয়ে বলে উঠলেন—"একী ? এ তুমি কোথায় পেলে ইভল্‌গিন ?"

"কেন, আমি ত গিয়েছিলাম সেখানে ! সে দিলে আমায় !" —বলল গেনিয়া।

কোণের টেবিলে যে একজন বাইরের লোক বসে কাগজের বুকে হরেক রকম হস্তাক্ষরের নমুনা আঁকছে, জেনারেল আর তাঁর সেক্রেটারি দু'জনেই যেন সে-হুঁস হারিয়ে ফেলেছেন। সেই বাইরের লোকটি কিন্তু শুনে যাচ্ছে সব। হাত তার ঠিকই নিজের কাজ করে যাচ্ছে, তা বলে কানও নিষ্ক্রিয় নেই।

কথোপকথনটা হচ্চে এই রকম—

জেনারেল বলছেন—"তাহলে পাকাপাকি কথাই হয়ে গেল, কী বল ?"

সেক্রেটারি উত্তর দিল—"আমার দিক থেকে আপনি, ওর দিক থেকে টস্‌কি মশাই যখন মন স্থির করে ফেলেছেন, তখন আমার পক্ষে ত আপত্তির কথাই উঠতে পারে না ! ওরও হয়ত মনের কথা তাই।"

"আপত্তি ওঠা না-ওঠার ব্যাপার ত এটা নয় রে বাপু ! হৃদয়ের ব্যাপার, দুইপক্ষ থেকে আগ্রহ থাকবে, আকুলতা থাকবে—এইটিই প্রত্যাশা করে সবাই। তোমার ভিতরে আমি কিন্তু তার দারুণ অভাব দেখতে পাচ্ছি। বলতে পারি না, তোমার এই উপরোধে ঢেঁকি গেলার ভাবটা কতখানি পছন্দ করেছে নাস্টাসিয়া।"

নাস্‌টাসিয়া ?

কোণের টেবিলে লিখন-রত লিওনিশকিনের কান খাড়া হয়ে উঠল।

গেনিয়া ইভল্‌গিন এদিকে বিরক্ত হয়ে উঠেছে জেনারেলের জেরায়। সে বেশ-একটু গোমড়া মুখেই জবাব দিল—"ভাবটা আমার ঢেঁকি-গেলা ছাড়া অন্য কী রকমের হতে পারে বলে মনে করেন আপনি ? গরিবের পক্ষে পঁচাত্তর হাজার রুবল কম প্রলোভন

BanglaBook.org

নয়। টস্‌কি সেই পঁচাত্তর হাজারের টোপই ফেলেছেন যখন, আমার পক্ষে সে-টোপ না গিলে উপায় কী? ওটা না থাকলে কে আর সাধ করে একটা—একটা ইয়েকে বিয়ে করতে চাইত, বলুন?"

জেনারেল বোধ হয় রেগেই গেলেন। কীভাবে এই বেয়াড়া ছোকরাটার কথার মুখের মত জবাব দেওয়া যায়, মনে মনে হাতড়াচ্ছেন বোধ হয় তাই। সেই সুযোগে গেনিয়া আরও খানিকটা ঝেড়ে দিল মনের ঝাল—"আপনিই ভেবে দেখুন না জেনারেল, আমি যদি আপনার সেক্রেটারি না হয়ে আত্মীয় হতাম, আপনি কি এ-বিবাহের ঘটকালি করতে পারতেন? আরও ভেবে দেখুন, এই যে বিয়েটা আপনি ঘটিয়ে তুলতে যাচ্ছেন, ঘ'টে যাওয়ার পরে কি আমার এই স্ত্রীকে আপনার স্ত্রীকন্যার সাথে এক টেবিলে খাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করতে পারবেন আপনি?"

জেনারেল আগুন হয়ে উঠলেন এইবার—তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন—"বাপু, বিয়ে করবে তুমি, আমার স্ত্রীকন্যার কথা এর মধ্যে আসে কেন?"

"আসে এইজন্য যে আমার বাড়ীতেও আমার মা-বোন রয়েছেন। তাঁদের কাছে ঐ ইয়ে মেয়েটাকে নিয়ে হাজির করতে হবে যখন তাঁদেরই ঘরের বৌ ব'লে, তখন পরিস্থিতিটা কী দাঁড়াবে, তা মনশ্চক্ষে দিব্যি দেখতে পাচ্ছি আমি। আর তা দেখতে পাচ্ছি বলেই মুখ আমার গোমড়া হয়ে যাচ্ছে আপনা থেকেই।"

"তাহলে বাপু, তুমি পঁচাত্তর হাজারের লোভটা ছেড়েই দাও না!"—ফোঁস করে উঠলেন জেনারেল।

"ঐ ত! ঐ ত! মনস্তত্ত্বটা ভালই বোঝেন আপনি। সে-লোভ ছাড়া যে আমার মত চাল-চুলোহীন লোকের পক্ষে কঠিন, তা বিলক্ষণ জানেন আপনারা, আপনি আর আপনার বন্ধু টস্‌কি। না, অর্থটা চাই-ই আমার। ঘোর অশান্তি হবে আমার সংসারে, মুখ দেখাতে পারব না আমি সমাজে, সব জেনে শুনেও অর্থটা আমি

BanglaBook.org

নেব। এবং সেই অর্থের খাতিরে এই ইয়েটাকেও। নেব, কিন্তু গোমড়া মুখেই নেব। তার জন্য আমাকে তিরস্কার করতে আসবেন না আপনি।”

জেনারেল আবার একটা জবর ধমক দিতে যাচ্ছিলেন হয়ত গেনিয়াকে, হঠাৎ তাঁর নজর পড়ে গেল কোণের টেবিলের দিকে। লিও লেখা সাঙ্গ ক'রে মুখ নীচু ক'রে হাত তুলে বসে আছে। শুনছে যে প্রভুভৃত্যের বিতর্ক, তাতে সন্দেহ করার কারণ দেখতে পেলেন না জেনারেল একটুও। ফলে গেনিয়ার উপরে যে-ক্রোধ দাউ দাউ ক'রে জ্বলছিল তাঁর অন্তরে, তা হঠাৎ শিখা মেলে বেরিয়ে পড়ল লিওকে ঝলসে দেওয়ার জন্য। “কী গো প্রিন্স? কত আর লিখবে? দেখি, তোমার কের্দানিটা দেখি একবার। কী ফুল ফুটিয়েছ কাগজে, নিয়ে এস দেখি!”

লিও আস্তে আস্তে উঠে এসে জেনারেলের সমুখে কাগজগুলো রাখল। আর সেদিকে চোখ পড়া মাত্র জেনারেল লোকটাই বদলে গেলেন একেবারে। সব রাগ জল হয়ে গেল তাঁর। তিনি উৎফুল্ল ভাবে নেড়ে চেড়ে দেখতে লাগলেন লেখাগুলি। সত্যি সত্যি ফুলই যে ফুটে রয়েছে কাগজে কাগজে! এই অপদার্থ প্রিন্সটা যে সত্যিই একটা কলাবিদ্যাবিশারদ! নানা যুগের নানা ধাঁচের লেখা যেন মুক্তার মত সে সাজিয়ে রেখেছে কাগজের বুকে। এরকম হস্তাক্ষর জেনারেল দেখেন নি—

“দেখ, দেখ হে গেনিয়া!”—হেঁকে উঠলেন তিনি—“হস্তাক্ষর কাকে বলে, দেখ একবার। এরই দৌলতে প্রিন্সকে আমরা অনায়াসে একটা চাকরিতে ঢুকিয়ে নিতে পারব, কী বল? বেশী মাইনে না হোক, মাসে ত্রিশটা রুবল হেসে খেলে”—

“কী বল প্রিন্স?”—হঠাৎ লিওর দিকে তাকালেন জেনারেল, তার মনের ভাবটা বুঝবার জন্য, আর তাকিয়েই হেসে ফেললেন। লিও অভিভূতের মত অপলক চোখে তাকিয়ে আছে ছবিখানার দিকে।

তাঁর হাসি শুনে তাঁর দিকে চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ করল লিও।

BanglaBook.org

জেনারেল অবাক। তাঁর মনে হল সে-দৃষ্টি ব্যথায় করুণ, সমবেদনায় বিধুর। মোহের মাদকতা? কামনার আগুন? না, সে-সবের তিলমাত্র আভাস নেই সে-দৃষ্টিতে।

লিও চোখ তুলে তাকিয়েই বলে উঠল—প্রশ্নের সুরে নয়, যেন আত্মগত মন্তব্যের মতই—"এই তা হলে নাস্‌টাসিয়া ফিলিপোভনা?"

জেনারেল, গেনিয়া দুইজনেই চমৎকৃত। সুইজারল্যাণ্ড থেকে এসে সোজা স্টেশন থেকে যে-লোক এই বাড়ীতে উঠেছে, তার পক্ষে নাস্‌টাসিয়ার সম্বন্ধে কোন-কিছু জানা কেমন করে সম্ভব হতে পারে? জেনারেল মুখ ফুটে জিজ্ঞাসাই করে ফেললেন—"এই তাহলে নাস্‌টাসিয়া ফিলিপোভনা—একথার মানে কী প্রিন্স? তুমি কী জানো তার সম্বন্ধে?"

"তেমন কিছুই জানি না। ট্রেনে আসতে আসতে একটা লোকের কাছে শুনলাম—রোগোজিন নাম তার—বস্তুতঃ এখান থেকে বেরিয়ে সেই রোগোজিনের বাড়িতেই আমার যাওয়ার কথা—সেই রোগোজিন নাকি বাপের তবিল ভেঙ্গে গয়না কিনে দিয়েছিল নাস্‌টাসিয়াকে। গল্প শুনে আমার ভাল ধারণা হয় নি মেয়েটি সম্বন্ধে। কিন্তু কী ভুলই করেছিলাম! এ যে কাদা-মাখা পদ্মফুল! আহাহা!"

গেনিয়া বিচলিত। জেনারেল হতবুদ্ধি। পদ্মফুল? কাদা-মাখা ফুল পদ্মই হোক আর পারিজাতই হোক, কোন্ কাজে লাগে তা? তার উদ্দেশে অত সহানুভূতি বর্ষণ করার মানে হয় নাকি কিছু? প্রিন্সটা পাগল না কি?

কিন্তু হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল—উপরওয়ালার বাড়িতে একবার এক্ষুণি তাঁর যাওয়ার দরকার রয়েছে। হাতের কাজ চটপট মিটিয়ে ফেলে তাঁকে বেরুতে হবে এক্ষুণি। নাস্‌টাসিয়ার সম্বন্ধে আলোচনা নির্মমভাবে বন্ধ করে দিয়ে তিনি বাস্তবের কথায় নেমে এলেন এক-মুহূর্তে—"প্রিন্স! ঐ রোগোজিনের বাড়ি তোমার যেতে হবে না। তুমি যখন আমার আত্মীয়, তখন তোমার জন্য যা ব্যবস্থা করা দরকার, আমিই তা করব। গেনিয়া! তোমার বাড়ীতে ঘর খালি আছে,

BanglaBook.org

আমি জানি। একটা ঘর প্রিন্সকে ভাড়া দাও তুমি। থাকবে, খাবে তোমাদের সঙ্গেই। খরচা? আমি ত প্রিন্সকে চাকরিই দিচ্ছি। মাস গেলে তোমার পাওনা মিটিয়ে দিতে ওর কষ্ট হবে না। কী বল? এ-বন্দোবস্ত তোমার পছন্দ হচ্ছে?"

"ধন্যবাদ। অপছন্দের কী আছে?" বলল লিও—"রোগোজিন তার বাড়ীতে যেতে বলেছিল। নিরাশ্রয় হ'লে কাজেই যেতে হত। কিন্তু লোকটাকে আমার উচ্ছৃঙ্খল মনে হয়েছে, আমার মত লোককে কাছে পেয়ে সে হয়ত বিব্রতই বোধ করবে। তার চেয়ে, আপনি যখন ইভল্‌গিন মশাইয়ের বাড়ীতে থাকতে বলছেন, আমার ত আনন্দই হবার কথা তাতে।"

"তাহলে ঐ কথাই পাকা, বুঝলে গেনিয়া! আমি বেরুচ্ছি—" বললেন জেনারেল—"তুমি প্রিন্সকে আমার স্ত্রীর কাছে নিয়ে যাও। আসলে তাঁরই ত আত্মীয় প্রিন্সটি। লাঞ্চের সময় হল, বেচারী স্টেশন থেকে সোজা এখানে এসেছে, কিছু খেতে দিতে বলবে ওকে। আর শোনো প্রিন্স, তোমার পকেট হয়ত শূন্য, এই সামান্য পঁচিশটা রুবল রেখে দাও হাতখরচার জন্য। পরে আমায় শুধে দিও। আমি আর দেরি করতে পারছি না।"

পঁচিশ রুবলের একখানা নোট প্রিন্সের হাতে তুলে দিয়ে জেনারেল বেরিয়ে গেলেন একটা ব্যাগ হাতে করে। বাইরে এন্‌রিকোর উচ্চকণ্ঠ শোনা গেল—"শ্লেজ! শ্লেজ! হুজুরের জন্য শ্লেজ!"

গেনিয়া প্রথমে তসবিরখানা ফাইলে বেঁধে ফেলল, তার পরে লিওকে নিয়ে ঢুকে পড়ল ভিতর মহলে। প্রিন্সকে নিজের বাড়ীতে ভাড়াটে হিসেবে পেয়ে সে খুসী। কারণ ঘর তার বাড়িতে খালি আছে, এবং প্রিন্সের কাছ থেকে ভাড়া যে আদায় হবেই, সে-বিষয়ে সন্দেহ কিছু নেই, স্বয়ং জেনারেলই তার জামিন বলতে গেলে।

হ্যাঁ, সেদিক দিয়ে প্রিন্সের সম্বন্ধে সে খুসী। কিন্তু অন্য দিক দিয়ে অখুসীও খুব। সেটা হল নাস্‌টাসিয়ার দিক। নাস্‌টাসিয়ার

BanglaBook.org

কথা ও জানে, নাস্‌টাসিয়াকে ও বলেছে পদ্মফুল। কাদা? জল ঢাললেই ত কাদা ধুয়ে যেতে পারে। পঁচাত্তর হাজার রুবল যৌতুক আছে ঐ কাদার উল্‌টো দিকের পাল্লায়। সেই লোভেই হয়ত এই ভিখিরী প্রিন্স গেনিয়ার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে পড়তে পারে।

নাস্‌টাসিয়াকে বিয়ে করার ব্যাপারে বেশ-একটু দোয়ামনা ভাব এ-যাবৎ গেনিয়ার ছিল। হঠাৎ মনটা দারুণ ভাবে ঝুঁকে পড়ল বিয়েটা নির্ঝঞ্ঝাটে চুকিয়ে ফেলবার জন্য। পঁচাত্তর হাজার রুবল হেলাফেলার বস্তু নয়। গেনিয়া যদি তৎপর না হয়, এই প্রিন্সই হবে। ওদিকে আবার কোন্ এক রোগোজিনের কথাও ত শোনা গেল। গেরো!

ইয়েপাঞ্চিন-গৃহিণী মোটামুটি সহৃদয়ভাবেই গ্রহণ করলেন লিওকে। তাঁর পিতৃবংশের এই যুবকের ভিতর এমন কিছু অবশ্য ছিল না, যা নিয়ে পুলকে উচ্ছ্বসিত হওয়া চলে। তবু বোধহয় এইটুকু ভাবতেই ভাল লাগছিল তাঁর যে মিশকিনদের বংশধারা হয়ত এক্ষুণি বিলুপ্ত হয়ে যেতে বসে নি।

সুইজারল্যাণ্ড থেকে চিঠিখানা তাঁর হস্তগত হয়েছিল কিনা, সে-কথা লিও তাঁকে জিজ্ঞাসাও করে নি, তিনিও সেকথা উত্থাপন করলেন না।

মেয়েদের সঙ্গে লিওর পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পরে তাকে নিয়ে তিনি খাওয়ার ঘরে ঢুকে পড়লেন। লাঞ্চ তৈরী। লিও বেশ ক্ষুধার্তই হয়েছিল। খেতে খেতে চঞ্চলা ইয়েপাঞ্চিন কুমারীরা নানা রসালো প্রসঙ্গের অবতারণা করছে, লিওকেও মাজিয়ে দেখবার চেষ্টা করছে নানাভাবে। বড় মেয়ে আলেকজান্দ্রা এক সময় জিজ্ঞাসা করল—"প্রিন্স, তুমি হাত গুণতে জানো?"

লিও সরলভাবে উত্তর দিল—"না, তা জানি না। তবে মানুষের মুখ দেখে এক এক সময় তার সম্বন্ধে অনেক কিছু আন্দাজ করতে পারি।"

BanglaBook.org

"পারো ?"—আলেকজান্দ্রা উৎসাহের সঙ্গে ব'লে উঠল—"আমাদের এই ছোট বোন আগলায়ার সম্বন্ধে বলতে পার কিছু ? ওর কথাই আগে তুলছি, কারণ ওরই ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাদের চিন্তা সকলের চেয়ে বেশি। দেখছ ত ওর রূপ ?"

লিও স্বীকার করল—অসাধারণ রূপসীই বটে আগলায়া। উচ্ছ্বাসের মুখে বলেও ফেলল যে প্রায় নাস্‌টাসিয়া ফিলিপোভনার মতই রূপসী। তবে একথা ঠিক যে দু'জনের সৌন্দর্য দুই রকমের।

নাস্‌টাসিয়া ফিলিপোভনা ? মিসেস ইয়েপাঞ্চিন উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন—"তাকে তুমি দেখলে কোথায় ?"

"তাকে দেখি নি। তবে তার একখানা ছবি এইমাত্র জেনারেলের ঘরে দেখছিলাম। ছবিটা মিস্টার ইভল্‌গিন দেখাচ্ছিলেন জেনারেলকে।"

"বটে না কি ? ছবিখানা আমি দেখব যে !"—

মিসেস ইয়েপাঞ্চিন যখন লিওকে নিয়ে লাঞ্চের ঘরে ঢুকলেন, গেনিয়া তখন নিজের কাজে চলে গেল। জেনারেলের ব্যক্তিগত সেক্রেটারি সে। কাজেই তাঁর বৈষয়িক ব্যাপারগুলির ব্যবস্থাপনা তাকেই করতে হয়। অনেক লেখাপড়া, অনেক ঘোরাঘুরি, তদ্বির তদারক। নিজের আফিসে গিয়ে বসবার আগে সে লিওকে ব'লে গিয়েছে—"আমি কাজ সেরে বাড়ি ফিরব যখন, তোমায় সঙ্গে নিয়ে যাব। তা না হলে তুমি পথ চিনেই যেতে পারবে না হয়ত। শহরের কিছুই ত চেনো না তুমি !"

সুতরাং গেনিয়া যে তার অফিস-ঘরেই আছে, তা জানে লিও।

"যদি বলেন, আমি ছবি চেয়ে আনতে পারি ইভল্‌গিনের কাছ থেকে—" মিসেস ইয়েপাঞ্চিনকে বলল সে।

"যদি কষ্ট মনে না কর, যাও একবারটি। আমার নাম করে চাইলেই দেবে।"—লিওর উপরেই মিসেস বরাত দিলেন ছবি আনবার।

অতি-সামান্য ব্যাপার কী করে হঠাৎই অতি সাংঘাতিক হয়ে

BanglaBook.org

উঠতে পারে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এইবার পেতে হল লিওকে। মিসেস ইয়েপাঞ্চিন দেখতে চাইছেন নাস্‌টাসিয়ার ছবিটা—এই কথা গেনিয়াকে বলবা-মাত্র সে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল লিওর উপরে—"তিনি ছবির কথা জানলেন কী করে? নির্বোধ! এসেই অনর্থ বাধিয়ে বসলে একটা? ওদের কাছে একথা না বললেই চলছিল না তোমার?"

লিও তাকে কোনমতেই শান্ত করতে পারে না। কোন রকমেই বোঝাতে পারে না যে নেহাৎ কথা প্রসঙ্গেই ছবির ব্যাপারটা সে বলে ফেলেছিল, একান্ত নির্দোষভাবে সরল অন্তঃকরণে। "কোন দুরভিসন্ধি নিয়ে আমি বলি নি, বিশ্বাস কর একথা। ছবির কথা ওঁরা জানলে তুমি রেগে যাবে, তা আমি বুঝবই বা কী করে?"

মিসেস ইয়েপাঞ্চিন ছবি চেয়েছেন, না দিয়ে উপায় নেই। দিতে অবশ্য বাধ্য হল গেনিয়া, কিন্তু এর দরুন সে রেগে রইল লিওর উপরে। চরম ক্রুদ্ধ। তার বদ্ধমূল ধারণা যে গেনিয়াকে জব্দ করার জন্যই সে মহিলাদের কাছে তুলেছে ছবির কথা।

ছবি হাতে নিয়ে লিও ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। এমন সময় তিক্ত কণ্ঠে সে ডেকে ফেরালো তাকে—"শোনো হে শোনো! ক্ষতি আমার যা করেছ, তা ত করেইছ। এখন একটু উপকারই না হয় কর! একটা চিঠি দিচ্ছি দুই লাইন। অন্যের অজান্তে কোন সুযোগে সেটা মিস্ আগলায়ার হাতে দেবার চেষ্টা করো। করবে?"

এ-ধরনের কাজে জড়িয়ে পড়া লিওর মত মানুষের অপছন্দ হতে বাধ্য। কিন্তু গেনিয়া অকারণেই তার উপরে মর্মান্তিক রেগে গিয়েছে। তার উপরে তার এই অনুরোধটা অগ্রাহ্য করলে সে কি একেবারেই ক্ষেপে যাবে না? মানুষকে শত্রু বানিয়ে লাভ কী?

"দাও চিঠি।"—একান্ত অনিচ্ছাতেই লিও বলল অবশেষে।

ড্রয়িংরুম পার হয়েই ত যেতে হয় খাওয়ার ঘরে। গেনিয়ারই বরাতজোর বলতে হবে, সেই ড্রয়িংরুমেই লিওর দেখা হয়ে গেল আগলায়ার সঙ্গে, হাতের সেলাইটা সে এখানেই ফেলে গিয়েছিল,

BanglaBook.org

নিতে এসেছে তাই। খাওয়াপর্ব সে অবশ্য চুকিয়ে ফেলেছে, কিন্তু মিসেস ইয়েপাঞ্চিনের এখনও তা আধাআধি বাকী, আর লিওরও। বলতে গেলে লিও গত চার পাঁচ দিনই অনাহারী, আজ আত্মীয়ের টেবিলে ভূরি ভোজ সমুখে পেয়ে পেটটা ভরে খেয়ে নিতে তার লজ্জা নেই।

যা হোক, আগলায়া সামনেই। লিও চিঠিখানা তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে বলল—"দেখুন, আমি একদম আনতে চাইনি। কিন্তু ঐ গেনিয়া ইভলগিনের একান্ত অনুরোধে বাধ্য হয়েই আনতে হল আমায়। এই চিঠিখানা গোপনে আপনার হাতে দিতে বলেছিল সে।"

আগলায়া একবার কটমট করে তাকাল লিওর দিকে, তারপর তার হাত থেকে চিঠিটা সেইভাবে তুলে নিল, যেভাবে লোকে মরা বিছেকে তুলে নেয় আঁস্তাকুড়ে ফেলে দেবার জন্য। নিতে নিতে জিজ্ঞাসা করল—"আপনি এ চিঠি পড়েছেন?"

লিওর মুখটা কালো হয়ে গেল—"অন্যের চিঠি আমি পড়ব, এমন হীন আমাকে ভাবছেন কেন? কোন ভদ্রলোক তা পড়ে না।"

আগলায়ার মুখে হাসি ফুটে উঠল। "কিছু মনে করবেন না।"—বলে সে সেলাই হাতে নিয়ে ড্রয়িংরুমের দিকে পা বাড়াল, চিঠি পড়বার জন্য তার তিলমাত্র ব্যস্ততা দেখতে পেল না লিও।

খাবার ঘরে সে ফিরে যেতেই তার হাতে ছবির উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সবাই। মিসেস ইয়েপাঞ্চিনের মুখে প্রস্ফুট ঘৃণা, তাঁর তিন মেয়ের মুখে ঘৃণার সঙ্গে মেশানো অনেকখানি কৌতূহল এবং খানিকটা হয়ত ঈর্ষাও। যতই অপছন্দ করুক নাস্টাসিয়া ফিলিপোভনাকে, তার সৌন্দর্য যে অতুলনীয় সেটা ত চোখে দেখবার পরে আর অস্বীকার করা চলে না! অন্য দুজনের কথা ছেড়েই দেওয়া যাক, আগলায়া যে আগলায়া, নিজে যে অমন পরমাসুন্দরী, সেও মুখ বাঁকাতে বাধ্য হ'ল।

BanglaBook.org

"হঠাৎ গেনিয়াকে ছবি দিতে গেল কেন সে?" যেন নিজের মনেই কথা কইছেন মিসেস ইয়েপাঞ্চিন।

লিও বলল—"আমি ঐ ঘরেই লিখছিলাম ত! জেনারেলের সঙ্গে ইভলগিনের কথাবার্তা কানে এসেছে একটু। যদি শুনতে চান ত বলতে পারি, কারণ কেউ আমাকে নিষেধ করেনি বলতে।"

"বল, বল, শুনি।"—সোৎসাহে বলে উঠলেন মিসেস।

"কথাটা যা শুনলাম, আজ নাস্‌টাসিয়ার বাড়ীতে সান্ধ্যভোজ আছে। সেই ভোজে জেনারেল উপস্থিত থাকবেন, গেনিয়া ত থাকবেই। গেনিয়ার সঙ্গে নাস্‌টাসিয়ার একটা বিবাহের প্রস্তাব বুঝি হয়ে আছে আগে থেকেই। সেই প্রস্তাবে পাত্রী সম্মত কিনা, সেটা সে জানিয়ে দেবে ঐ ভোজের টেবিলেই। তা ভোজের প্রাক্কালে এই ছবি উপহার দেওয়াতে ত মনে হয় সম্মতিই সে দিতে প্রস্তুত হয়ে আছে।"

বিরক্ত হয়ে ছবিটা হাত থেকে ধপ করে ফেলে দিলেন কর্ত্রী। "যেমন বাপ তেমন ব্যাটা। জেনারেল ইভলগিন একাই উচ্ছন্নে যাননি, তাঁর সঙ্গে গোটা সংসারটা উচ্ছন্ন গিয়েছে। জানো প্রিন্স, ঐ জেনারেল ছিলেন আমাদের এই জেনারেলেরই সহকর্মী। বেশ কাজের লোক, অনেক উন্নতির আশা ছিল, এমন সময় মাঝবয়স পেরিয়ে এমন সর্বনাশা ঝোঁক পড়ল মদের উপরে, লোকটা তলিয়ে গেল আমাদের চোখের সামনে। যুদ্ধবিভাগ ওকে অবসর দিয়ে দিল, অন্য কাজকর্ম জুটল না, মাতালকে দিয়ে কার কোন্ কাজ হতে পারে? না খেয়ে সবাই মরে যায় দেখে আমরাই বড় ছেলেটাকে সেক্রেটারি করে নিলাম। তা—ঐ দেখ, এঁটো পাতের ধোঁয়া কি আর স্বর্গে যায়? গেনিয়া ক্ষেপে উঠেছে নাস্‌টাসিয়াকে বিয়ে করে রাতারাতি বড় লোক হওয়ার জন্য। ওর অভিভাবক টস্‌কি পঁচাত্তর হাজার রুবল যৌতুক দিচ্ছেন নাস্‌টাসিয়ার বিয়েতে।"

লিওর মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। গেনিয়া নাস্‌টাসিয়াকে বিয়ে করার জন্য উঠেপড়ে লেগে থাকে যদি, সে-ব্যাপারটা বোঝা যায়।

BanglaBook.org

গরিব যে, অর্থলোভে সে এমন মেয়েকে বিবাহ করতেও পারে সমাজে যার তেমন স্থান নেই। কিন্তু কথা এই, নাস্‌টাসিয়াকে যে বিয়ে করবে, সে আগলায়াকে গোপন চিঠি লেখে কী অধিকারে এবং কী আশায় ?

লিও আড়চোখে তাকাল আগলায়ার দিকে। তার মুখ একেবারে ভাবলেশহীন। বড় মেয়ে আলেকজান্দ্রার বয়স পঁচিশ, মায়ের সঙ্গে অনেক সময় সমানে সমানে কথা বলার সাহস সে রাখে। সে বলল—"অর্থকেই যদি গেনিয়া পরমার্থ মনে করে থাকে ত তাকে দোষ দিতে পার কেমন করে ? অর্থ বিনা কিছুই যে হয় না তা ত সে দেখছে। নাস্‌টাসিয়ার ইতিহাস দু'দিনেই লোকে ভুলে যাবে। যেটা এর পরে সমাজের চোখে জাজ্বল্যমান হয়ে থাকবে সেটা হল গেনিয়ার অর্থ আর মিসেস গেনিয়ার রূপ।"

হঠাৎ লিও বলে বসল—"গেনিয়ার অর্থ হ'ল কিসে? আমি অনেক বইয়েই পড়েছি—অর্থলোভে বিয়ে করলে মানুষ অনেক সময়ই ঠকে যায়। বিয়ের পরে দেখে যে চাবিকাঠি স্ত্রীর হাতেই রয়ে গিয়েছে।"

মিসেস ইয়েপাঞ্চিন হেসেই আকুল—"গেনিয়া আমায় চুপি চুপি বলে গিয়েছিল—তুমি না কি নিরেট বোকা। মানে আর কি, সাংসারিক বুদ্ধি তেমন রাখো না তুমি। কিন্তু কথাটি যা বললে—ঝানু বিষয়ী লোকের মত। এমনধারা শিক্ষাও কেতাব থেকে পাওয়া যায় না কি ? দিও ত প্রিন্স, আমার ঐ বোকা মেয়েগুলোকে ঐরকম বইয়ের একটা তালিকা দিও ত !"

মেজো মেয়ে আডেলেডা বলল—"লাঞ্চের টেবিল আগলে আর কতক্ষণ বসে থাকব আমরা ?"

লিও ভাবল—এটা তারই উদ্দেশে বলা। বিদায় নেবার জন্য ইসারা। সে উঠে পড়ে মিসেসকে অভিবাদন জানাল—"আপনার সদয় ব্যবহার আর এই উপাদেয় লাঞ্চের জন্য অনেক ধন্যবাদ। মিস্টার ইভলগিনের বাড়ীতে আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। জেনারেলই

BanglaBook.org

দয়া করে সে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। ইভলগিনের সঙ্গে তাঁর বাড়িতে যাব আমি।"

"আমার পিতৃবংশের ছেলে তুমি। দেখে খুব আহ্লাদ হল।"—বললেন মিসেস ইয়েপাঞ্চিন, সত্যিকার দরদের সুরে—"ইভলগিনদের বাড়িতেই থাকছ যখন, আর জেনারেল তোমায় চাকরি দেবেন বলেছেন যখন, আমাদের সংস্রবেই তা হলে রইলে তুমি। যখন ইচ্ছে চলে আসবে। আত্মীয় বলে জানবে আমাদের।" ছবিখানা তুলে নিয়ে, তরুণী মহিলাদেরও একে একে অভিবাদন জানাচ্ছে লিও, এমন সময়ে মিসেস আবার বললেন—"ইভলগিনদের বাড়িতে থাকা, একটু সাবধানে থেকো হে! ও বাড়ির এক একজন এক এক অবতার। জেনারেল ইভলগিন মাতাল, তা ত বলেইছি। গেনিয়া যে কী, তা নিজেই দেখছ, দেখবেও। গেনিয়ার বোনটাও—" বলতে বলতে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

লিও লক্ষ্য করেছে—আগলায়া আর নেই ঘরের ভিতর। মনে মনে সে হাসল, ড্রয়িং-রুমেই তার দেখা পাবে সে, এবং তার কাছ থেকে পাবে গেনিয়ার জন্য একটা চিঠি।

"নাঃ, এ জিনিসটা আমার পক্ষে ভাল হচ্ছে না, এইসব চিঠি-চালাচালির ভিতরে জড়িত থাকা—" ড্রয়িং-রুমের দিকে পা বাড়াতে বাড়াতে নিজের মনেই বলছে লিও।

অনুমান ঠিকই তার। আগলায়া দাঁড়িয়ে আছে ড্রয়িং-রুমে।

তাকে দেখেই হাতে দিল একখানা চিঠি।

লিও জিজ্ঞাসা করল—"মিস্টার ইভলগিনের চিঠির উত্তর?"

"উত্তর নয়, সেই চিঠিখানাই।"—উত্তর এল বিরক্তির সুরে।

"সেই চিঠিখানাই?"—লিও যৎপরোনাস্তি অবাক্, বিব্রত।

আগলায়া কথা বলে না দেখে সে আবার বলল—"ইভলগিন যেন প্রত্যাশা করছিল একটা উত্তর পাবে।"

"নিজের চিঠি ফেরৎ পেলেই সে বুঝবে যে আমার তরফের উত্তর কী। কিন্তু একটা কথা বলি—চিঠিখানা আপনি পড়ুন। আমাদের

BanglaBook.org

মধ্যে ব্যাপারখানা ঠিক কী প্রকৃতির, সেটা আপনার জানা থাকা ভাল। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, এর ভিতরে এসে পড়েছেন যখন, চোখ কান খোলা রাখুন। পড়ুন চিঠি। আমি জানি আপনি পড়েন নি আগে, এখনও পড়বেন না আমি অনুরোধ না করলে—সে অনুরোধ আমি করছি। পড়ুন—"

লিও এ অনুরোধ উপেক্ষা করার কোন উপায় দেখতে পেল না, আগলায়ার সমুখে দাঁড়িয়েই পড়ে ফেলল চিঠিটুকু। ছোট্ট কয়েক লাইনের চিঠি, একটুকরো বাজে কাগজের উপরে সাত তাড়াতাড়িতে লেখা—

"এ সংকটে একমাত্র তুমিই বাঁচাতে পার আমায়। কোন প্রতিশ্রুতি আমি চাই না, একটু আশা যদি দাও, এ বিবাহের সম্বন্ধ আমি এক্ষুনি ভেঙ্গে দেব, এক্ষুনি। বাঁচাবে আমায়? —গেনিয়া।"

চিঠির উপরে চোখ বুলিয়ে নিয়ে আগলায়ার দিকে আবার তাকানো মাত্র লিও দেখতে পেল, তার দু'চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে। তারপরই আগলায়া বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। সেকি লিওর মনের ভুল? ঐ আগুন দেখাটা?

গেনিয়া ফাইলপত্র গুছিয়ে বাড়ি যাওয়ার জন্য তৈরী হয়ে আছে। লিওকে দেখে ক্রুদ্ধভাবেই বলে উঠল—"এমন খাওয়াও বাবা দেখিনি। লাঞ্চে যে সময় গেল, তাতে তিনবার ডিনার খাওয়া যায়। যাকগে, চিঠি দিয়েছিলে? উত্তর আছে কিছু?"

বিনা বাক্যব্যয়ে চিঠিখানা এগিয়ে দিল লিও, লাফিয়ে উঠে ছোঁ মেরে নিল তা গেনিয়া। তারপর চিঠি খুলতেই বিবর্ণ মুখে সে বসে পড়ল আবার—"দিতে পারনি? আমার আগেই জানা উচিত ছিল যে তোমার মত অপদার্থের দ্বারা কোন কাজ উদ্ধার হতে পারে না।"

অন্য কেউ হলে এই কথাতেই ঝগড়া বেধে যেত, সন্দেহ নেই। কিন্তু লিও অন্য কারও মত নয়। নিজেকে কিছুমাত্র বিচলিত হতে না দিয়ে সে বলল—"চিঠি দিতে পেরেছিলাম বইকি। তুমি আমার

BanglaBook.org

হাতে ওটা দেওয়ার দুই মিনিটের মধ্যেই দিতে পেরেছিলাম। ফেরৎ পেলাম এই মাত্র। উত্তর নেই।"

এইবার নাস্‌টাসিয়ার ছবিখানা টেবিলে নামিয়ে রাখল লিও। সেদিকে কিন্তু ফিরেও তাকাল না গেনিয়া। লিওর দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলল—"তুমি চিঠি পড়েছ নিশ্চয় ?"

"পড়েছি। দেওয়ার আগে পড়িনি। ফেরৎ পাওয়ার পরে পড়েছি, তাও মিস আগলায়ারই অনুরোধে। তা নইলে পরের চিঠি আমি বয়ে নিয়েও যাই না, পরের চিঠি আমি পড়িও না।"

"তুমি একটি ডাহা মিথ্যুক।"—বলেই গেনিয়া পূর্বকথায় ফিরে গেল—"উত্তর না দিক, মুখেও কি বলে দেয়নি কিছু ?"

"না।"—ছোট্ট করে জবাব দিল লিও।

গেনিয়া হঠাৎ কিছু উত্তর দিতে পারছে না দেখে এই সুযোগে লিও বলল—বিন্দুমাত্র রাগ প্রকাশ না করে, অত্যন্ত সংযত ভাবেই বলল—"শোনো ইভল্‌গিন, তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় কয়েক ঘণ্টার মাত্র। এরই মধ্যে, বিনা কারণে তুমি বারবার অপমান করেছ আমায়। মিথ্যুক পর্যন্ত বলেছ। আমি ঝগড়া করি না কারও সঙ্গে, কিন্তু অপমানও সহ্য করি না কারও কাছ থেকে। অতএব ভাবছি, পরিচয় আর ঘনিষ্ঠ করে দরকার নেই। তোমার আমার মধ্যে সম্প্রীতির সম্পর্ক কোনদিন গড়ে উঠবে বলে ভাবতেই পারছি না। আমি আর যাব না তোমার বাড়িতে।"

গেনিয়ার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। এই লোকটার যে আবার আত্মসম্মানবোধও আছে, একথা কেন যেন তার মনেও হয়নি একবারও। এর নিরীহ চালচলন, বিনীত কথাবার্তা শুনে তার ধারণা হয়েছিল যে লোকটা ঠিক একটা কাদার মত, যেমন ইচ্ছা একে পায়ে চটকানো যেতে পারে। এখন সেই কাদার ভিতর থেকে ফোঁস করে একটা বিষধরকে ফণা তুলতে দেখে সে হকচকিয়ে গেল রীতিমত।

তার বাড়িতে যাবে না প্রিন্স ? কী মুস্কিল! জেনারেল

BanglaBook.org

ইয়েপাঞ্চিন তাহলে বলবেন কী? নিছক গেনিয়ার পকেটে অর্থাগম হবে বলেই যে জেনারেল প্রিন্সকে তার কাঁধে চাপিয়ে দিতে চেয়েছেন, তা না-ও হতে পারে। হয়ত প্রিন্সকে হাতের কাছে রাখবার দরকার বুঝেছেন বলেই তিনি করেছেন এই বন্দোবস্ত। এখন সেই বন্দোবস্ত যদি ভেস্তে যায় গেনিয়ারই অভদ্রতার দরুন, তাহলে জেনারেলের রেগে যাওয়ার বাধা কী তার উপরে?

ওরে সর্বনাশ! জেনারেলকে রাগিয়ে দেওয়ার কথা চিন্তাও করতে পারে.না গেনিয়া। একে ত তিনি অন্নদাতা। তার উপরে, যেদিক দিয়েই যাক গেনিয়া, তার ভবিষ্যৎ একান্তই নির্ভরশীল জেনারেলের উপরে। আগলায়াকে বিয়ে করতে চায় যদি, তাহলে দেখ, জেনারেল সেই আগলায়ার বাবা। আবার নাস্‌টাসিয়াকে বিয়ে করতেই যদি সে বাধ্য হয়, দেখ সে-বিয়েরও ঘটক এই জেনারেল। যৌতুকটা আসবে টস্‌কির পকেট থেকে, টস্‌কি ইয়েপাঞ্চিনেরই বন্ধু, গেনিয়াকে তিনি চেনেনই না বলতে গেলে।

চট্‌ করে এই সংকট থেকে উদ্ধার পাওয়ার একটা ফন্দি ঠাউরে ফেলল গেনিয়া। খুব অনুতপ্ত ভাবে প্রিন্সের হাত ধরে বলল—"আহা! এও কি একটা কথা হল বন্ধু? তোমায় নিজের সংসারের ভিতর পাব, এ ত আমার সৌভাগ্য একটা। বলতে গেলে তোমার মত একজন সহৃদয় লোকই আমার দরকার ছিল এই মুহূর্তে। আমি ক্ষমা চাইছি তোমার কাছে।"

লিওর সব রাগ এক কথাতেই জল হয়ে গেল।

দুইজনে এক সঙ্গে চলেছে গেনিয়ার বাড়ির দিকে। যেতে যেতে নিজের পরিবারের লোকজনের সম্বন্ধে দুই এক কথা বলে রাখছে গেনিয়া। মা আছেন, তিনিই সংসারের কর্ত্রী। ছোট বোন আছে, ছোট ভাই আছে।

আর আছেন বাবা। অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল ইভল্‌গিন। গেনিয়া চুপি চুপি বলল—"খবর্দার, বাবাকে কখনো ধার দিও না। আলাপ হওয়া মাত্রই বুড়ো ধার চাইবে, দেখে নিও।"

BanglaBook.org

বাড়ি নয়, একটা ফ্ল্যাট। ছোটতে-বড়োতে মিলে খানসাতেক ঘর। মাঝখান দিয়ে লম্বা বারান্দা, তারই একপাশে পরপর চারখানা ঘর। প্রথম তিনখানি নির্দিষ্ট রয়েছে ভাড়াটেদের জন্য। এক নম্বর ঘরে থাকে ফার্ডিশেংকো নামে বছর ত্রিশেকের এক যুবক। দ্বিতীয়টাতে ঠাঁই হ'ল লিওর। তৃতীয় এখন খালিই রয়েছে। চতুর্থে বাস করেন গেনিয়ার বাবা জেনারেল ইভলগিন আর ছোট ভাই কোলিয়া।

বারান্দার অন্য দিকটাতে প্রথম ঘরটি হ'ল একাধারে গেনিয়ার বৈঠকখানা ও ডাইনিং-রুম। দ্বিতীয়টা গেনিয়ার শয়নকক্ষ, তৃতীয়টা গেনিয়ার মা ও বোনের। বোনটি মোটামুটি সুন্দরী, ভেরিয়া তার নাম। বিয়ের কথাবার্তা স্থির হয়েই আছে তার। পাত্র টিটসিন প্রায়ই আসে এ বাড়িতে। অবস্থাপন্ন লোক, ব্যবসা হ'ল মহাজনী, অর্থাৎ চড়া সুদে টাকা ধার দেওয়া। বয়স এরও বছর ত্রিশ।

একে একে লিওর সঙ্গে আলাপ হ'ল প্রত্যেকের। আশ্চর্য! প্রত্যেকেই লিওকে সতর্ক করে দিচ্ছে—বুড়ো জেনারেলকে যেন সে বিশেষ প্রশ্রয় না দেয়, টাকা ধার ত নয়ই। জেনারেল নিজে এসেও দেখা করে গেলেন। বহুভাষী বৃদ্ধ, প্রায় সদাই টলছেন, অপরিমিত সুরাপানের দরুন প্রায় সর্বদাই কথাবার্তা জড়িত, অস্পষ্ট। নিজে যে এক সময়ে যুদ্ধবিভাগের অত্যন্ত সম্মানিত অফিসার ছিলেন, প্রত্যেক কথার ভেতর দিয়ে তারই সুস্পষ্ট উল্লেখ। লিওর অন্তর ব্যথিত হয়ে উঠল এই সর্বজনের অশ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ লোকটির অবস্থা দেখে। একে ধার দিতে প্রত্যেকে পই পই করে নিষেধ করলে কী হবে, লিওর মনে হ'ল বুড়ো জেনারেল চাইলে সে তাকে বিমুখ করতে পারবে না। যদি এবং যতক্ষণ তার পকেটে একটা রুবলও থাকে।

ডিনারে খেতে বসেছে সবাই যখন, দরোজায় কড়া ন'ড়ে উঠল। কে এল এ সময়ে? কোলিয়া উঠে গেল। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হাঁপাতে হাঁপাতে এসে পড়ল। নিজেও সে ভয়ানক উত্তেজিত। তার মুখে আগন্তুকের নাম শুনে ডিনার-টেবিলে সমবেত প্রত্যেক লোকটাই হয়ে উঠল বিচলিত, অস্থির।

BanglaBook.org

আগন্তুকের নাম সে বলেছে—নাস্‌টাসিয়া ফিলিপোভনা।

লিও এসেই টের পেয়েছে, গেনিয়ার বিবাহ-প্রস্তাবকে কেন্দ্র ক'রে এ-বাড়িতে অশান্তির অন্ত নেই। জেনারেলের কথা আলাদা, তাকে কেউ কোন কথা জিজ্ঞাসা করে না, এমন কি জানানোও দরকার মনে করে না। কিন্তু অন্য সবাই, মিসেস ইভলগিন এবং ভেরিয়া একেবারে রেগে আগুন হয়ে আছেন এ ব্যাপারে। দারিদ্র্য এসেছে সংসারে, তা কেউ অস্বীকার করে না। তা ব'লে হীনতা আসবে কেন? দরিদ্রের পক্ষে কি সম্মানিত জীবন যাপন করা সম্ভব নয়?

গেনিয়াকে নিরস্ত করার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করেছেন ওঁরা, ব্যর্থ হয়েছেন তাতে। বাধ্য হয়ে ওঁরা স্থির করে বসে আছেন, গেনিয়ার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ ক'রে স্বতন্ত্র হয়ে যাবেন ওঁরা। বাড়িটা ভাড়া নিয়েছেন মিসেস ইভলগিন। কাজেই তাঁরা থাকবেন এই বাড়িতেই। আরও একটা কামরা ভাড়া দিয়ে দেবেন। যেভাবে হোক, অনাহারে অর্ধাহারে যদি দিন কাটাতে হয়, তাও কাটাবেন, কিন্তু পতিতার সঙ্গে একসাথে সংসার করবেন না কোনমতে।

গেনিয়াও নিজের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম স্থির ক'রে ফেলেছে। সে করবেই বিবাহ। আলাদা হয়ে যাবে। গড়ে তুলবে নিজের জীবন। মা-বাবা, ভাই-বোন মানুষের কোন্ দরকারে আসে? আলাদা একদিন সবাই হয়। গেনিয়াও হবে। তবে প্রচণ্ড একটা কলহের ভিতর দিয়ে আলাদা হ'তে হ'চ্ছে, এইটাই আফশোষ।

তবু নাস্‌টাসিয়ার এই কাণ্ডটার সমর্থন সে করতে পারছে না। এখানে তার এমন অপ্রত্যাশিতভাবে হানা না দিলেই কি চলত না? এতে যে অকারণ খানিকটা অশান্তির সৃষ্টি হবে, এটা তার বোঝা উচিত ছিল।

আজ রাত্রে নাস্‌টাসিয়ার বাড়িতেই ত বাগ্‌দানের কথা রয়েছে।

সুতরাং বাগ্‌দানটা হয়ে যাওয়ার পরে গেনিয়ার আত্মীয়দের সঙ্গে পরিচয় করতে এলেই ভাল করত নাস্‌টাসিয়া। আগে যদি সে একবারও বলত গেনিয়াকে যে তার বাড়িতে পদার্পণের ইচ্ছা তার

BanglaBook.org

আছে, গেনিয়া যেমন ক'রে হোক, সেটা বন্ধ করত। হয়ত চতুরা নাস্‌টাসিয়া সেটা বুঝেছিল ব'লেই গেনিয়াকে জানায়নি। আচমকা তাকে বিপদে ফেলে দিয়ে মজা দেখতে চেয়েছে।

বেশ, মজা একা গেনিয়া দেখবে না, দেখবে সবাই।

ঘরে এসে ঢুকল নাস্‌টাসিয়া। আবির্ভাব হ'ল যেন এক জ্যোতির্ময়ীর।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

ছবিটা অবশ্য আগেই দেখা আছে লিওর।

দেখা আছে, তবু এ চোখ-ধাঁধানো জ্যোতির জন্য প্রস্তুত ছিল না সে। এ যেন এক মুহূর্তে স্বর্গের দ্বার খুলে গেল তার সম্মুখে।

এ কী? এ কী? এ কী? এত রূপ কি মানবীতে সম্ভবে? ওর ইতিহাস খানিক খানিক শোনা আছে লিওর। যা শোনা আছে, তার সঙ্গে এ বাস্তবের মিল সে এখন কোথাও খুঁজে পায় না। এ যে সদ্য সাগর-থেকে উত্থিতা আফ্রোদিতে! নির্মল, নিষ্কলুষ, বিধাতার পূত আশীর্বাদের মূর্তিময়ী ধারা!

কেমন ক'রে বিশ্বাস করা যায় যে এই মহিমময়ী দেবকন্যা আকণ্ঠ পঙ্কে নিমজ্জিতা? না, না, লিও যত দেখে, ততই ধারণা তার বদ্ধমূল হয়ে যায় অন্তরে যে কোথাও একটা ভুল আছে নিদারুণ। হয় ওকে ভুল বুঝেছে সারা পৃথিবীর মানুষ, নয় ত ও নিজেই ভুল বুঝেছে বিশ্বসংসারকে। সেই ভুল-বোঝাবুঝি থেকে উত্থিত হয়েছে করাল কালকূট। হিন্দুপুরাণোক্ত সমুদ্রমন্থনোদ্ভূত বিশ্বধ্বংসী হলাহলের মত। ঐ যে সেই বিষের জ্বালা পরিস্ফুট হয়ে রয়েছে অভাগিনীর নয়নকোণে, নাসাপুটের স্ফুরণে, অধরের হাসতে-গিয়ে-কেঁদে-ফেলার মত রহস্যময় ভঙ্গিমায়!

লিও এক কোণে বসে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে নাস্‌টাসিয়াকে। অন্য সবাই কিন্তু প্রতি মুহূর্তে দগ্ধে মরছে অগ্নিপরীক্ষার দুঃসহ জ্বালায়। অন্য সবাই, তা বলে নাস্‌টাসিয়া নিজে নয়। সে দিব্য সপ্রতিভভাবে ঘুরছে ফিরছে, মিষ্টালাপ করছে। সকলের আগে মিসেস ইভলগিনের সঙ্গে, তারপরে ভেরিয়ার, তারপরে বালক কোলিয়ার সাথেও। তারপর ভাড়াটে ফার্ডিশেংকোর পালা। সে ত নাস্‌টাসিয়াকে দেখে সামনাসামনি দাঁত বার ক'রে ফেলল আনন্দের আতিশয্যে। কিন্তু পরের মুহূর্তেই, নাস্‌টাসিয়া সরে যেতেই ভেরিয়ার দিকে তাকিয়ে ভেংচি কাটল নিষ্ঠুর পরিহাসে।

BanglaBook.org

এইবার লিওর সমুখে এসে দাঁড়িয়েছে নাস্‌টাসিয়া। হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। লিও কিন্তু সে হাতে করস্পর্শ করার কথা ভুলেই গেল। ব্যথায় আতুর চোখের নিষ্পলক দৃষ্টি দিয়ে মুখের পানে তাকিয়েই রইল ওর। সেই বিশ্বজগৎ-ভোলা নিরীক্ষণের ভিতর কী যে অপরিসীম অনুকম্পা, কী যে অবর্ণনীয় পরমশ্রদ্ধা ওতপ্রোত হয়ে মিশে আছে, সব কলুষকলঙ্ক মুছে দিয়ে নাস্‌টাসিয়ার অপাপবিদ্ধ অন্তরাত্মাটিকে বেরিয়ে আসবার জন্য সে যে কী আকুল আমন্ত্রণ জানাচ্ছে মৌনভাষায়, তা কি বুঝল নাস্‌টাসিয়া? ক্ষণকাল পূর্ণদৃষ্টিতে লিওর পানে তাকিয়ে থেকে তার দৃষ্টির গোপন অর্থ বুঝবার জন্যই সে কি চেষ্টা করল একবার?

কী জানি কেন, নাস্‌টাসিয়ার আরক্ত পেলব অধরপুট দু'খানি থরথর করে কেঁপে উঠল এক মুহূর্তের জন্য। তার পরই সে আত্ম-সংবরণ করে তাড়াতাড়ি সরে গেল লিওর সমুখ থেকে। জেনারেল ইভলগিন এসে দাঁড়িয়েছেন সম্ভাব্য পুত্রবধূকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাবার জন্য।

"স্বাগত ভদ্রে, এক বৃদ্ধ সৈনিকের আন্তরিক শুভেচ্ছা তোমাকে অভিনন্দিত করছে তোমার নিজের এবং আমাদের সকলের জীবনের এই পরম সন্ধিক্ষণে। কত যে আমি পুলকিত তোমাকে অপ্রত্যাশিত-ভাবে আমাদের মধ্যে পেয়ে—"

জেনারেলের কথা শেষ হতে পেল না। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র কোলিয়া, বুঝি তার মায়েরই ইঙ্গিতে পিছন থেকে এসে তাঁর হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল—"বাবা, এদিকে একবারটি এসো ত। একটা জরুরী দরকার আছে—"

নাস্‌টাসিয়া এগিয়ে গেল মিসেস ইভলগিনের দিকে, একেবারে নতজানু হয়ে বসে পড়ল তাঁর সমুখে, পরম শ্রদ্ধায়। একান্ত প্রসাদভিক্ষুর মত তাঁর হাতখানি টেনে নিয়ে সেই ভাবে তাতে মুদ্রিত করল এক শিথিল চুম্বন, যে ভাবে পাপী তাপীরা চুম্বন করে পবিত্র ক্রুশের উপরে।

BanglaBook.org

কী বলবেন মিসেস ইভলগিন ? এই দেবকন্যা তাঁর কাছে এই যে দৈন্য প্রকাশ করেছে, এর মানে কী ? এর আন্তরিকতা সত্যি সত্যি কতখনি ? আর আন্তরিকতা যত গভীর, যত অকৃত্রিমই হোক, তাকে মূলধন ক'রে এর অতীতকে ভুলে যাওয়ার অধিকার মিসেস ইভলগিনেরই বা কতটুকু ?

মিসেসকে কোন কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে অতি মৃদুস্বরে নাস্‌টাসিয়া বলছে—"দেখুন মা, আপনার পুত্র আমাকে বিবাহ করতে চান। এতে আপনার মত কী ? মত নেই, এরকম সন্দেহ করবার কারণ আমি পেয়েছি। সেই সন্দেহ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত কিনা, সেইটি জানবার জন্যই আমার এখানে আসা।"

এ-রকম একটা পরিস্থিতি যে ঘটতে পারে, ঘটিয়ে তুলতে পারে নাস্‌টাসিয়ার মত একটা মেয়ে, তা স্বপ্নেও কোনদিন ভাবতে পারেননি বেচারী মিসেস ইভলগিন। তিনি কি বলবেন, ঠাহর পাচ্ছেন না। একবার ভেরিয়ার দিকে, একবার গেনিয়ার দিকে অসহায়ভাবে চাইছেন। বিতৃষ্ণা যে তাঁর মন থেকে কেটে গিয়েছে একেবারে, তা নয়। কিন্তু এমন একটা অপরূপ সুন্দরী মেয়ে এমন মিষ্টি সুরে মা ব'লে কাছে ঘনিয়ে এলে, তাকে রূঢ় বাক্যে প্রত্যাখ্যান করাও ত ভীষণ কথা।

কী উত্তর দেবেন তিনি ?

কিন্তু উত্তর তাঁকে হ'ল না দিতে। এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটে গেল। সদর দরোজায় আচমকা উঠল একটা অট্টরোল। বহু লোক একসাথে চ্যাঁচাচ্ছে, দরোজায় ধাক্কা দিচ্ছে জোরে জোরে, তুলকালাম কাণ্ড একটা।

কী ? কী ? প্রথমে দৌড়ে গেল কোলিয়া। জানালা খুলে বাইরের অবস্থাটা দেখে এল। ফিরে এল ভীষণ ভয় পেয়ে—"ডাকাত না হোক, গুণ্ডা নিশ্চয়। পাঁচ ছয়টা লোক। খুলে না দিলে দরোজা ভেঙ্গেই ঢুকবে হয়ত।"

লিও বলল—"লোকগুলি মাতাল হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু

BanglaBook.org

ওদের ভিতরে আসতে দিলে দোষ কী? আমরাও ত এতগুলি মানুষ রয়েছি, গিলে খেতে ত আর পারবে না! শোনাই যাক না, কী ওরা চায়।"

নাস্‌টাসিয়ার চোখে চাপা বিদ্রূপের ঝিলিক দেখে গেনিয়া লম্বা লম্বা পা ফেলে গিয়ে হড়াস্‌ ক'রে দরোজা খুলে ফেলল। অমনি বাঁধ-ভাঙা বন্যার জলের মত হুড়মুড় ক'রে ভিতরে ঢুকে পড়ল আধ ডজন লোক। প্রকৃতিস্থ যে তারা কেউ নয়, এ একপলক তাদের দিকে দেখেই বুঝে নিল সবাই।

লিও চিনল, তাদের সকলের আগে আগে যে লোকটি আসছে, সে সেই রোগোজিন, তার ভ্রমণ-সহচর।

"কী চাও তোমরা? কী চাও?"—তর্জন ক'রে উঠল গেনিয়া।

প্রশ্ন করা হ'ল রোগোজিনকে, কিন্তু উত্তর দিল অন্য একজন। সে এগিয়ে আসতেই লিও চমৎকৃত হয়ে গেল একেবারে। এও তার পরিচিত, ট্রেনের কামরার তৃতীয় সহযাত্রী লেবেডেফ, যে দিব্যি গেলে বলেছিল যে পঁচিশ লক্ষ রুবল-এর মালিক রোগোজিনকে সে জীবন থাকতে ছাড়বে না কোনদিন। লোকটা কথা ঠিক রেখেছে।

লেবেডেফ বলল—"এখানকার কারও কাছে আমরা কিছুই চাই না। এখানে এসে যে নিঃসম্পর্কীয় লোকেদের বিরক্তির কারণ হতে হয়েছে, সেজন্য আমরা যারপরনাই দুঃখিত। আমাদের যা কাজ, তা হ'ল মহিমান্বিতা শ্রীমতী নাস্‌টাসিয়া ফিলিপোভনার কাছে। গিয়েছিলামও আমরা তাঁরই বাড়িতে। সেখানে শোনা গেল শ্রীমতী বাড়িতে নেই, এখানে এসেছেন। এখান থেকে আবার কোথায় যান, কখন ফেরেন, অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকার মানুষ নন আমার এই মালিক, পঁচিশ লক্ষ রুবল-এর উত্তরাধিকারী শ্রীযুক্ত পার্ফিয়ন রোগোজিন। তাই তিনি এখানেই ছুটে এলেন, তাই তাঁর সঙ্গে আমরাও এলাম। একা একা ওঁকে ত আমরা যেতে দিতে পারিনে!"

এগিয়ে এল নাস্‌টাসিয়া ফিলিপোভনা। বেশী নয়, গুনে গুনে ত্রিপাদভূমি। সম্রাজ্ঞীর মত মর্যাদাময় পদক্ষেপে। আয়ত নেত্রে

BanglaBook.org

রক্তরাগ ফুটিয়ে জিজ্ঞাসা করল—"আমার কাছেই বা রোগোজিন মহাশয়ের কী প্রয়োজন? নামটা ওঁর মনে পড়ছে যেন। মাস তিনেক আগে এক বৃদ্ধ এসে আমার ঘরের মেজেতে লুটোপুটি করে কেঁদেছিলেন, মনে পড়ে। আমি তাঁর মুখের উপরে ছুঁড়ে মেরেছিলাম কী একটা তুচ্ছ গয়না—কী যেন ব্যাপারটা, আর কিছু মনে করতে পারছি না। তবে বৃদ্ধটির নাম রোগোজিনই। তা তিনি যদি রোগোজিন হন, ইনি তা হলে কে?"

লেবেডেফ কাচুমাচু হয়ে জবাব দিল—"তাঁরই পুত্র। হয়েছিল কী জানেন—"

এগিয়ে এল টিটসিন—"হয়েছিল যা, তা আমি বলছি। সেই রোগোজিন ছিলেন এই রোগোজিনের বাবা। সেই রোগোজিনের হুণ্ডি ভাঙ্গিয়ে এই রোগোজিন একখানা গয়না কিনেছিলেন, এবং এক বন্ধুকে দিয়ে সেটা উপহার পাঠিয়েছিলেন নাস্‌টাসিয়াকে।

নাস্‌টাসিয়াকে দেখা গেল ধীরে ধীরে মাথা নাড়তে, কী যেন মনে পড়তে চাইছে তার।

টিটসিন বলে যাচ্ছে—"খবর সেই রোগোজিনের কানে এল যখন, সে তখন এই রোগোজিনকে একবস্ত্রে বার করে দিল বাড়ি থেকে—"

"লাথি মেরে।"—যোগ করল এই রোগোজিন। এতক্ষণে সে বাক্‌শক্তি ফিরে পেয়েছে।

যা বলবার সে নিজেই বলবে।

"যা হওয়ার তা হয়ে গিয়েছে। বাবা নেই। আমি এখন ভাগের ভাগ পৈতৃক সম্পত্তির মালিক—পঁচিশ লক্ষ। সব তোমার। তুমি যদি বল, সব তোমার। কানাঘুষো শুনছি, গেনিয়া ইভলগিন তোমায় পঁচাত্তর হাজার রুবল দেবে—"

"আরে না, না পার্ফিয়ন, তুমি গোড়ায় গলদ করেছ। গেনিয়া দেবে কেন, গেনিয়া বরং পাবে পঁচাত্তর হাজার রুবল।"—টিটসিন রোগোজিনের মুখের কথা কেড়ে নিল এবার—"অর্থাৎ কিনা, অর্থটা

BanglaBook.org

দেবেন টস্‌কি। পাবেন নাস্‌টাসিয়া, যদি নাকি গেনিয়াকে তিনি বিয়ে করেন—"

রোগোজিন হুংকার দিয়ে উঠল—"এমন কিপ্‌টে ঐ টস্‌কি? পুরো লাখ পর্যন্ত চড়তে বুক ফেটে গেল? শোনো নাস্‌টাসিয়া, তুমি আমায় বিয়ে কর, আমি তোমায় লক্ষ রুবল দেব—"

নাস্‌টাসিয়া ঠোঁট উল্‌টে বলল—"কবে? টস্‌কির কাছে পঁচাত্তর হাজার তা আমি আজ সন্ধ্যাতেই পেতে পারি। ভবিষ্যতের লক্ষের চেয়ে নগদ পঁচাত্তর হাজারের দাম কি বেশী নয়?"

রোগোজিন আবার হুংকার ছাড়ল—"ভবিষ্যৎ কেন হবে? জলজ্যান্ত বর্তমান। আজ সন্ধ্যা? বহুৎ খুব! আমিও আজ সন্ধ্যাতেই দেব। নির্ঘাৎ দেব। তোমার বাড়িতে এসে সন্ধ্যাবেলায় লক্ষ রুবল ধ'রে দেব তোমায়। তাহলে আমায় বিয়ে করবে ত?"

নাস্‌টাসিয়া একবার গেনিয়ার দিকে অপাঙ্গে তাকাল, তারপর বিলোল কটাক্ষ হেনে রোগোজিনকে বলল—"কেন করব না? পঁচাত্তর হাজারের চেয়ে পুরো এক লাখের টান যে অনেক বেশী, কে তা না জানে?"

লেবেডেফ পিছন থেকে ফিসফিস করে কানে কানে বলল রোগোজিনকে—"একটা দিন সময় হাতে রাখলে ভাল হত না? সন্ধ্যের ত মাত্র ঘণ্টা দুই বাকী, এর মধ্যে লাখ রুবল যোগাড় হবে কেমন করে? তোমার সম্পত্তি যতই থাকুক, হাত ত খালি! কে দেবে লক্ষ রুবল?"

রোগোজিন তৃতীয় হুংকার ছাড়ল—"কে দেবে, বলছিস হতভাগা? কে না দেবে? পঁচিশ লক্ষের মালিককে লাখ রুবল দেবে না, সুদখোর মহাজনদের ভিতর এমন নচ্ছার কে আছে পিটার্সবার্গে? ঐ ত একটা সুদখোর সামনেই দাঁড়িয়ে। এই টিটসিন! দিবি না! তুই পারবি না সন্ধ্যের মধ্যে লাখ রুবল আমায় এনে দিতে? চড়া সুদ! যে-কোন সুদ! এক লাখের জন্য দরকার হলে আরও এক লাখ সুদ! যাক প্রাণ, থাক মান! কী হবে পঁচিশ লাখ দিয়ে

BanglaBook.org

যদি বিপদের সময় তা কাজে না লাগে? কী বলিস্? পারবি না টিটসিন? না, অন্য লোক ধরতে হবে? ইহুদী মহাজনেরা টের পেলে এক্ষুনি এসে ছেঁকে ধরবে আমায়। এ বলবে আমি দেব। ও বলবে আমি দেব। তা তুই খ্রীষ্টান আছিস, পারিস যদি, মুনাফাটা তোর ভোগেই লাগুক—"

"আমিই দেব। আমিই পারব যোগাড় করতে। সন্ধ্যের মধ্যেই। একার আমার অত পয়সা নেই অবশ্যি। কিন্তু যোগাড় করব। সন্ধ্যের ভিতরই পেয়ে যাবে তুমি।"—বলল টিটসিন।

এদিকে মিসেস ইভলগিন—। বহুক্ষণ ধরেই তিনি ফুঁসছিলেন হাঁড়িতে-পোরা সাপিনীর মত। এইবার তিনি ফণা তুললেন—"গেনিয়া! এই নির্লজ্জা মেয়েটা আমার বাড়িতে বসে এই রকম বেলেল্লাপনা করবে, আর তুমি কিছুই বলতে পারবে না তাকে?"

গেনিয়া যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠল। এতক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে সে নাস্টাসিয়ার লীলাখেলা নিরীক্ষণ করছিল। ঘৃণায় অন্তর ভরে যাচ্ছিল তার। কিন্তু নাস্টাসিয়ার কোন আচরণের প্রতিবাদ করার সাহস তার কোথায়? নাস্টাসিয়ার পাণিগ্রহণ করে টস্কির পঁচাত্তর হাজার রুবল ঘরে তুলবার আশা যে এখনও সে বিসর্জন দিতে পারে নি!

কিন্তু রোগোজিন আর দাঁড়াচ্ছে না। সে নাস্টাসিয়াকে উদ্দেশ্য ক'রে মিনতিভরা সুরে বলল—"কথা আমিও ঠিক রাখব, তুমিও রেখো। সন্ধ্যায় তোমার বাড়িতে দেখা হবে আমার।"

তার দলবল এতক্ষণ যে যেখানে পেরেছে, বসে আরাম করেছে। এইবার তাদের ডেকে নিয়ে সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বেরিয়ে গেল তাদের পিঠ-পিঠ, গেনিয়ার ভগ্নী ভগ্নীপতি টিটসিনও। লাখ রুবল-এর সুদ লাখ রুবল। এ টোপ সে না-গিলে পারে না।

এতক্ষণে কথা বেরুলো তাদের মুখ থেকে, যারা এতক্ষণ ছিল নীরব হয়ে। গেনিয়া ত নাস্টাসিয়াকে কিছু বলতে সাহস পাবে না, সে একবার ছোট বোনকে, একবার ছোট ভাইকে যা মুখে আসে, তাই

BanglaBook.org

বলে গালিগালাজ শুরু করল। ভেরিয়া ক্রুদ্ধ হয়ে অন্য ঘরে চলে গেল, কোলিয়া মায়ের আড়ালে দাঁড়িয়ে মুখ টিপে টিপে হাসছে।

লিও এগিয়ে এল তাকে শান্ত করতে—"বন্ধু, ধৈর্য হারিয়ে লাভ কী?"

আর যাবে কোথায়? মনে যে ক্ষোভ এতক্ষণ টগবগ করে ফুটছিল, তা সশব্দে সব শালীনতার বাঁধ ভেঙে ফেলে প্রচণ্ড বেগে বেরিয়ে এল, আগ্নেয়গিরির লাভাস্রোতের মত। "আমার ঘরোয়া ব্যাপারে নাক গলাবার অধিকার তোমায় কে দিয়েছে?"—এই বলে ছুটে এসে লিওর গালে সে কষিয়ে দিল এক বিরাশী শিক্কা ওজনের চড়।

সর্বনাশ! এ যে বর্বরতার আদিমতম পরিচয়! ঘর-সুদ্ধ লোক বিবর্ণ হয়ে গেল। এর পরিণাম ত ডুয়েল! খুনোখুনি!

লিওর মুখ মরা মানুষের মুখের মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল একেবারে। তারপর দু'চোখে আগুন জ্বলে উঠল তার। কোলিয়া ছুটে এসে তার দু'হাত চেপে ধরল—"প্রিন্স! প্রিন্স!" বলে। নাস্টাসিয়া লিওর দিকে তাকিয়ে আছে—কী-যেন একটা প্রত্যাশা নিয়ে।

লিও যে আত্মসংবরণের কী নিদারুণ চেষ্টা করছে—তা খানিকটা টের পেল কোলিয়া, কারণ সে বুকের কাছে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে ওর। সে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে—বুকের ভিতর লিওর হৃৎপিণ্ডটা আছাড়ি-বিছাড়ি করছে বেলাভূমির উপরে সমুদ্র তরঙ্গের মত। মিসেস ইভলগিন তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে বললেন—"গেনিয়া! তুই একটা পশু।" জেনারেল ইভলগিন বললেন এক আজব কথা—"গেনিয়া যে সৈনিকের সন্তান! রক্তের গুণ যাবে কোথায়?"

লিও দাঁড়িয়েছিল দেওয়ালের ধারে, ধীরে ধীরে সে সেই দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল। তার মুখ থেকে একটা মাত্র কথা শোনা গেল—"সারা জীবন এর জন্য তোমায় অনুতাপ করতে হবে গেনিয়া।"

BanglaBook.org

নাস্‌টাসিয়া ? তার মনের ভাবটা যে কী, গেনিয়া তা বুঝতে পারছে না। কিন্তু আত্মসংবরণের চেষ্টা সেও যে করছে, তাতে সন্দেহ নেই গেনিয়ার। একবার তার মনে হল ও বুঝি হাততালি দিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠবে, পর মুহূর্তেই মনে হল ও এইবার বাঘিনীর মত রক্তচক্ষুতে এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে তারই উপরে। কিন্তু নাঃ, কোনটাই ও করল না শেষ পর্যন্ত।

মিসেস্ ইভলগিনের দিকে এগিয়ে গিয়ে সে বলল—"আমি এসেছিলাম একটা প্রশ্ন করতে। এ যা ঘটে গেল, তাতে এই মুহূর্তে সে প্রশ্নের উত্তর আপনার কাছে আশা করাই অন্যায় হবে। থাকুক তা এখনকার মত। আমি আপনাদের সকলকে আমার গৃহে নিমন্ত্রণ করে যাচ্ছি আজ সান্ধ্যভোজ উপলক্ষে। যদি দয়া করে আসেন, তখন শুনব সে-উত্তর।"

এই বলে দরোজার দিকে পা বাড়াতেই সে লক্ষ্য করল—লিও আর দেয়ালের ধারে দাঁড়িয়ে নেই, কোলিয়া তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছে নিজের ঘরে। গেনিয়ার দিকে দৃক্‌পাত মাত্র না করে নাস্‌টাসিয়া বিদায় হয়ে গেল বাড়ি থেকে।

লিওর ঘরে একে একে দেখা দিচ্ছেন ফার্ডিশেংকো, জেনারেল ইভলগিন, ডেরিয়া। সবাই ধরে নিয়েছে—ডুয়েলের আহ্বান পাঠিয়ে দেওয়া ছাড়া লিওর আর করণীয় নেই কিছু।

ফার্ডিশেংকো জিজ্ঞাসা করল—"তোমার পক্ষে সাহায্যকারী কে হবে ? শহরে তেমন পরিচিত কেউ আছে ?"

"না, তা নেই। কিন্তু থাকলেই বা কী হত ? ডুয়েল আমি লড়ব না।"

"সে কী ? এরকম পরিস্থিতিতে ?"

"হাঁ, আমি জানি যে এ-রকম পরিস্থিতিতে প্রাণ নেওয়া বা প্রাণ দেওয়াই দেশাচার। বইয়ে পড়েছি তাই। কিন্তু সে সব বইয়ের উপরে আমি স্থান দিই বাইবেলকে। তাতে যীশু বলেছেন—"ক্ষমাই মহত্তের লক্ষণ। যদি কেউ তোমার একগালে চপেটাঘাত করে,

BanglaBook.org

তার দিকে অন্য গালটি ফিরিয়ে দাও। আমি পুস্কিন গগোলের চাইতে বেশী মানি যীশুকে।"

ফার্ডিশেংকো বিকট একটা মুখভঙ্গী ক'রে বলল—"তুমি সুজারম্যাণ্ডের পাহাড়ে থেকে এদেশে না এলেই ভাল করতে। এখানে লোকে তোমায় চিড়িয়াখানায় খাঁচাবন্ধ না করে।"

আশ্চর্য! ফার্ডিশেংকোও বেরুলো লিওর ঘর থেকে, পর্দা ঠেলে ভিতরে এসে ঢুকল গেনিয়া। চলে যাওয়ার সময় নাস্টাসিয়া তার দিকে তাকিয়ে পর্যন্ত দেখেনি, এতেই ভয় পেয়ে গিয়েছে লোকটা। অবশ্যই তার অভব্য আচরণে রুষ্ট হয়ে থাকবে নাস্টাসিয়া। আজকের সান্ধ্যভোজের প্রাক্কালে নাস্টাসিয়ার রোষ? তার অর্থ ত সর্বনাশ! পঁচাত্তর হাজার রুবল পকেটস্থ করার উপায় কিছুমাত্র যদি থাকে, তবে তা হল নাস্টাসিয়ার সদিচ্ছা অর্জন। লক্ষ রুবল প্রলোভন দেখিয়েও গাঁওয়ার রোগোজিন নাস্টাসিয়াকে আকর্ষণ করতে পারবে না,—এ-বিশ্বাস গেনিয়ার আছে, যদি না গেনিয়া নিজের দোষে ওর সদিচ্ছা হারিয়ে বসে ইতিমধ্যে।

অনেক ভেবে গেনিয়া তাই চলে এল লিওর কাছে, আর এসেই তার হাত ধরে বলল—"প্রিন্স, তুমি সরল, উদার মানুষ। আমি যদি আন্তরিক ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করি তোমার কাছে, তুমি কি পারবে না আমায় ক্ষমা করতে?"

লিও উলটে তার হাতখানা চেপে ধরল আবেগের সঙ্গে—"সে কি? ক্ষমা ত আমি আগেই করেছি! না করে পারব কেন? প্রভু যীশু ত সেই আজ্ঞাই করেছেন আমাকে! তোমার কাছে আমার শুধু এইমাত্র প্রার্থনা—তুমি ভালবাসো আমায়।"

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। কোলিয়া এসে দেখল—লিও একা রয়েছে তার ঘরে। চুপচাপ ব'সে নেই, জামা গায়ে দিয়ে বেরুবার জন্য তৈরী হচ্ছে। "কোথাও যাবে বুঝি?"—সে জিজ্ঞাসা করল লিওকে।

"যাব। নাস্টাসিয়া ফিলিপোভনার বাড়িতে যাব।"—বলল লিও।

BanglaBook.org

"নাস্‌টাসিয়ার ? সে কী ? সে কি নিমন্ত্রণ করেছে তোমায় ?"

"না, তা করে নি। না যদি করে থাকে, তাতে হয়েছে কী ? আমি ত তার টেবিলে ব'সে ভোজ খেতে যাচ্ছি না। আমি যাচ্ছি কর্তব্যের খাতিরে।"

"কর্তব্য ? কী কর্তব্য তোমার ? আমার অবশ্য জিজ্ঞাসা করার অধিকার নেই—"

"কেন নেই ? আমার ত গোপন করার নেই কিছু। সরলভাবে যে কেউ যে কোন প্রশ্ন করুক, আমি সরলভাবেই তার উত্তর দেব। শোনো, কর্তব্য আমার আছে নাস্‌টাসিয়ার প্রতি। অন্য কেউ তার অন্তরের খবর রাখে কিনা, জানিনে আমি। কিন্তু আমি যেন এক পলক দেখতে পেয়েছি তার মনের অবস্থা। বেচারীর মনে বড় জ্বালা, হৃদয় তার রক্তাক্ত। আশৈশব যে-লাঞ্ছনা আর যে-গ্লানি সে সয়ে আসছে টস্‌কির বাড়ীতে, তা যেন আর সইতে পারছে না বেচারী। এ-সময়ে বন্ধুজনের উচিত—তাকে সতর্ক করা, সাহস দেওয়া। আমি সেই কর্তব্যই করতে যাচ্ছি।"

"তুমি তার বন্ধু হ'লে কেমন ক'রে ?" অবাক হয়েপ্রশ্ন করে কোলিয়া।

"হলাম না কেমন ক'রে ? সবাই আমরা ভগবানের সন্তান, যীশু অবতীর্ণ হয়েছিলেন আমাদের সকলেরই পরিত্রাণের জন্য। সব মানুষেরই ভাই আমি, সব নারীই ভগ্নী আমার।"

এই বলে লিও ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, কোলিয়া অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে বলল—"প্রিন্স, খবরটা দিচ্ছি একান্ত অনিচ্ছাতেই। বাবা তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চান। বসে আছেন মোড়ের হোটেলে। খুব জরুরী কথা নাকি তাঁর আছে তোমার সঙ্গে।"

"তাই না কি ? তা বেশ ত, আমি ত ঐ পথেই যাব, ঢুঁ মেরে একবার দেখা ক'রে যাব তাঁর সঙ্গে—" বলেই পা বাড়াল লিও।

"শোনো, শোনো, তিনি হয়ত তোমার কাছে ধার চাইবেন—"

লিও সেকথা শুনেও শুনল না। কেন যে লোকে অত ভয় পা

BanglaBook.org

জেনারেলকে, তা সে বুঝতে পারছে না। ধার চাইবেন বুড়ো ভদ্রলোক? তা তাঁর যদি অভাব থাকে, তিনি চাইবেন ছাড়া করবেন কী? যার আছে সে দেবে। যার নেই সে দেবে না। এতে ভয় পাওয়ার আছে কী?

কোলিয়ার ভবিষ্যদ্বাণী একদম অভ্রান্ত। হোটেলে দেখা হতেই জেনারেল ইভলগিন লিওকে আদর ক'রে বসালেন সেখানে। যখন সেখান থেকে লিও বেরুলো, তখন সে নিঃস্ব।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

রাত্রি যখন আটটা, লিও হনহন ক'রে হেঁটে চলেছে পিটার্সবার্গের বরফে-ঢাকা রাস্তা বেয়ে। গাড়ী ভাড়া করবার পয়সা তার নেই। জেনারেল ইয়েপাঞ্চিন পঁচিশ রুবল-এর যে-নোটখানা তাকে দিয়েছিলেন, তা বর্তমানে উঠেছে গিয়ে জেনারেল ইভলগিনের পকেটে।

ধার দেবার সময় অত-শত ভাবে নি লিও। কিন্তু এখন, গাড়ী ভাড়া করতে না পারায় লিও বেশ একটু বিপন্ন। নাস্‌টাসিয়ার বাড়ী যে কোথায়, তাই ত সে জানে না। তার উপরে ঠিকানা যোগাড় করতে পারলেও এই রাত্রে সে যে একা সেখানে গিয়ে পৌঁছোতে পারবে, এমন আশা সে করে না, কারণ রাজধানীর পথঘাট সবাই ত তার অচেনা। অথচ না গেলেও ত নয় তার। কী যে একটা দুর্বার আকর্ষণ সে অনুভব করছে সেখানে যাওয়ার জন্য! নাস্‌টাসিয়ার আত্মা যেন কেঁদে কেঁদে বলছে লিওর আত্মাকে—"এসো তুমি, এসো এসো। আমায় আলো দেখাও আঁধার পথে।"

গাড়ী নিতে পারলে কোচম্যানই তাকে নিয়ে যেত। কিন্তু এখন তাকে নিয়ে যায় কে?

অথচ যেতে তাকে হবেই। সময়ও নেই আর, যেতে হলে এক্ষুণি। কোথায়? কত দূরে তার বাড়ী? কোন্ পথে যাবে সে?

"এ কী? তুমি এখানে?"—হঠাৎ কোলিয়াকে একটা বাড়ী থেকে বেরুতে দেখে অবাক হয়ে গেল লিও। কোলিয়া বলল—"এই বাড়ীর বড় ছেলে ইপোলিট আমার বন্ধু। সে খুব অসুস্থ, যক্ষ্মা হয়েছে তার। তাকে দেখতে আমি প্রায়ই আসি এখানে। তা তুমি এখানে কেন?"

লিও সবই খুলে বলল। কোলিয়া দুঃখে লজ্জায় অধোবদন। "আমি ত তোমাকে আগেই বলেছিলাম যে বাবাকে ধার দিও না। তা চল, আমি তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি নাস্‌টাসিয়ার বাড়ীতে।"

BanglaBook.org

তাই রাত আটটার সময় তুষারপাতের ভিতর দিয়ে লিও পায়ে হেঁটে চলেছে নিমন্ত্রণ বাড়ীতে। যদিও সেখানে নিমন্ত্রণ তার হয় নি।

কোলিয়া দূর থেকে বাড়ীটা লিওকে দেখিয়ে বিদায় নিয়েছে। লিও সিঁড়ি দিয়ে উঠল। ভয়ডর সংকোচ কিছু তার নেই। প্রত্যাশিত অতিথির মতই সপ্রতিভ ভাবে সে গিয়ে দরোয়ানের সামনে দাঁড়াল যখন, তখন সে লোকটা সসম্মানেই জিজ্ঞাসা করল—"কী নাম বলব?"

ক্ষণ পরেই লিও অবাক হয়ে দেখল—ড্রয়িংরুম ছেড়ে রাজেন্দ্রাণীর মত মহিমময়ী নাস্‌টাসিয়া ফিলিপোভনা নিজে উঠে এসেছে তাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য। "আমি যে গেনিয়ার ব্যবহারে তখন কী রকম বিচলিত হয়েছিলাম, এইতেই তা বুঝতে পারবেন প্রিন্স, যে আপনাকে নিমন্ত্রণ করতেই আমি ভুলে গিয়েছি। আপনি যে সে-ত্রুটিকে ত্রুটি ব'লে নেন নি, এতে আর একবার প্রকাশ পেল আপনার মহত্ত্ব।"

"মহত্ত্ব বলে এটাকে মোটেই ভাববেন না।"—সরল ভাবেই জবাব দিল লিও—"আসতে ইচ্ছে হ'ল, চ'লে এলাম। যদি দেখি আমি অবাঞ্ছিত, চ'লে যেতেও দ্বিধা করব না।"

নাস্‌টাসিয়া হেসে লিওকে সঙ্গে আসতে অনুরোধ করল, তাকে নিয়ে প্রবেশ করল ড্রয়িংরুমে। ঘরখানা মস্ত, ফুলে ফুলে আজ আচ্ছন্ন হয়ে আছে নিমন্ত্রিতদের আপ্যায়নের জন্য। আর আলো? দিনের আলোর মতই সমুজ্জ্বল, কিন্তু দিবালোকে এত রং-বেরংয়ের খেলা কোথায়? সবে মিলিয়ে ড্রয়িংরুমটা যেন ইন্দ্রপুরীর একটা টুকরোর মত দেখাচ্ছে।

ঘরে ঢুকেই লিও বুঝতে পেরেছে যে তার আগমনের দরুনই একটা জরুরী আলোচনা অর্ধপথে হঠাৎ থেমে গিয়েছে এখানে। গেনিয়া, টস্‌কি, জেনারেল ইয়েপাঞ্চিন—সকলের মুখেই একটা অসহিষ্ণু অসন্তোষের আভাস। লিও অনুমান ক'রে নিল—আলোচনাটি অবশ্যই নাস্‌টাসিয়ার বিবাহ সম্পর্কে হচ্ছিল।

BanglaBook.org

সে-অনুমান যে কতখানি সত্য, তা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রমাণ হয়ে গেল নাস্‌টাসিয়ার নিজেরই কথায়। সে বলছে—"বড় সময়েই এসে পড়েছেন প্রিন্স! একটা নিরপেক্ষ লোকের পরামর্শ আমার একান্ত দরকার এই মুহূর্তে। এবং দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি—এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন, তাঁরা অন্যদিক দিয়ে সবাই আমার শুভার্থী হলেও উপস্থিত এই ব্যাপারটাতে প্রত্যেকেই নিজের নিজের স্বার্থকে প্রাধান্য দিচ্ছেন, আমার স্বার্থের দিকে লক্ষ্য না রেখে।"

"না, না, না, এ খুব অন্যায় বলছ তুমি নাস্‌টাসিয়া! আমাদের আবার স্বার্থ কী? তোমার ভালোর জন্যই আমরা চাইছি যে গেনিয়ার সঙ্গে তোমার বিবাহ হোক।" সকলের মুখপাত্র হিসাবে জেনারেল ইয়েপাঞ্চিনই বললেন কথাটা।

"বলব নাকি তাহ'লে আপনাদের প্রত্যেকের অন্তরের কথা?" —নাস্‌টাসিয়া হেসে উঠল কলকলিয়ে—"টস্‌কি মহাশয় আমাকে মানুষ করছেন শৈশব থেকে, অনেক অর্থ ব্যয় করেছেন আমার জন্য। এখন তিনি আমাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে হালকা হ'তে চান একটু। আমাকে বিদায় করতে না পারলে তিনি নিজে বিয়ে-থা ক'রে স্থিতু হন কী ক'রে? বয়স এদিকে পঞ্চাশ পেরুলো, এর পরে ত মিস্ ইয়েপাঞ্চিনের পাণিপ্রার্থী হওয়া মানাবে না।"

"কী বলছ নাস্‌টাসিয়া? ক্ষেপে গেলে নাকি?"—খুব রুষ্টস্বরেই কথা কইলেন টস্‌কি। এভাবে এই দজ্জাল মেয়েটা হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গতে পারে, তা তাঁর ধারণা ছিল না।

"ঠিকই বলছি। ক্ষেপি নি আমি মোটেই।"—লিওর দিকে তাকিয়ে আগের কথারই অনুবৃত্তি ক'রে বলল নাস্‌টাসিয়া—"আমাকে ঝেড়ে ফেলা এতই জরুরী হয়ে পড়েছে যে গেনিয়াকে পঁচাত্তর হাজার রুবল ঘুষ দিয়ে—"

গেনিয়া ব'লে উঠল—"নাস্‌টাসিয়া! এ সব কী কথা? ঘুষের কথা কোথা থেকে আসে? ওটা টস্‌কি মহোদয় যৌতুক দেবেন তোমাকে। আমার ওতে অধিকার কিছু থাকবে না।"

BanglaBook.org

"তাই নাকি ?"—গভীর ব্যঙ্গের সুরে নাস্‌টাসিয়া জবাব দিল—"উকিল বাড়ীতে কী রকম লেখাপড়া হয়েছে, আমি তা জানি না, মনে কর নাকি ?"

তার পরই সে লিওর দিকে মুখ ফিরিয়ে প্রায় অনুনয়ের সুরেই বলল—"বলুন প্রিন্স, এ-সময় আমার কর্তব্য কী ? টস্‌কি চান আমায় বিদায় ক'রে দিয়ে নিজের বিয়ের সুযোগ ক'রে নিতে, জেনারেল চান—নিজের বড় মেয়েটিকে যাতে টস্‌কির কাঁধে চাপাতে পারেন, তারই পথ পরিষ্কার করতে, আর গেনিয়া চান—দরিদ্রের উচ্চাশা থাকলে যা হয় আর কি, পঁচাত্তর হাজার রুবল পকেটে পূরে ব্যবসার মূলধন সংস্থান করতে। এ-অবস্থায় আপনি আমায় সৎ পরামর্শ দিন—গেনিয়াকে বিবাহ ক'রে এই তিনটি ভদ্রলোককে বাধিত করা আমার উচিত কি না।"

এক মুহূর্তও চিন্তা না ক'রে স্পষ্ট জবাব দিল লিও—"উচিত নয়।"

টস্‌কি, ইয়েপাঞ্চিন, গেনিয়া তিনজনেরই মুখ থেকে বেরুলো একটা ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ। যার মানে দাঁড়ায় এই যে লিওর পক্ষে এ রকম কথা বলা একটা অতিমাত্র স্পর্ধিত অনধিকার চর্চা ছাড়া আর কিছু নয়।

"কেন ? উচিত নয় কেন ?"—প্রশ্ন করলেন ইয়েপাঞ্চিন।

"উচিত নয় নানা কারণে"—জবাব দিল লিও—"তার মধ্যে প্রধান কারণ হ'ল এই যে গেনিয়া বিবাহ করতে চাইছে নাস্‌টাসিয়ার অর্থকে, নাস্‌টাসিয়াকে নয়। এরকম বিবাহ ভগবানের আশীর্বাদে ধন্য হয় না ব'লে বিশ্বাস আমার।"

নাস্‌টাসিয়া নাটকীয় ভঙ্গীতে হাত নেড়ে বলল—"তাহলে আর কী গেনিয়া, হ'ল না তোমার বিয়ে করা। আমি যখন সালিশ মেনেছি প্রিন্সকে, ওঁর কথা আমি শুনতে বাধ্য। সমস্যার সমাধান হয়ে গেল যখন, এইবার খাওয়া-দাওয়াটা শুরু হোক। আশা-ভঙ্গের দরুন আহারে আপনাদের অরুচি হবে ব'লে মনে করি নে, কারণ সবাই আপনারা দার্শনিক লোক।"

BanglaBook.org

ধৈর্যচ্যুতি হল এইবার টস্‌কির—"তাহলে তুমি বিয়ে করবে কাকে? গেনিয়াকে না হোক, একজনকে ত করাই চাই! প্রিন্স মিশকিনকেই কর না হয়! ওঁর বিচার বুদ্ধির উপর অত যখন প্রগাঢ় আস্থা তোমার—উনিও নিশ্চয়ই সুখী হবেন তোমার পাণিগ্রহণ করতে পেলে!"

নাস্‌টাসিয়ার খঞ্জন নয়ন দুটি কৌতুকে নৃত্য করছে, সে বাঁকা হাসি হেসে বলে উঠল—"সত্যি নাকি প্রিন্স? টস্‌কি যা বলেছেন, তা সত্যি না কি? আপনি আমায় বিবাহ করতে পেলে কি সুখী হবেন?"

"সে ত আপনার উপরেই নির্ভর করে। আপনার যদি মনে হয় আমাকে নিয়ে সুখী হবেন আপনি, আমি এখনই প্রস্তুত। নিজে সুখী হওয়ার একমাত্র পথই ত অন্যকে সুখী করা!"

লোকটা কি ব্যঙ্গ করছে সবাইকে? "অন্যকে সুখী করতে পারলেই নিজের সুখ? কে বললে এমন কথা?"—তিক্তস্বরে বলে উঠলেন ইয়েপাঞ্চিন।

"কে আবার বলবে? বলেছেন আমার যীশু!"—অত্যন্ত সরল ভাবে জবাব দিল লিও, যেন জিভের ডগাতে তৈরীই ছিল এই পরম বাণী।

সবাই চমৎকৃত এবং স্তব্ধ। এ-লোকটা হয়ত সাধু, আর নয়ত ধাপ্পাবাজ। কেমন ক'রে স্বরূপ নির্ণয় করা যায় এর?

সে-চেষ্টার ভার নেবার জন্য এগিয়ে এল গেনিয়া—"সুখী হওয়ার জন্য অর্থ দরকার। তুমি ত নিঃস্ব।"

মাথা নেড়ে স্বীকার করল লিও—"আমি নিঃস্ব, একথা ঠিক। নিঃস্বকে নিয়ে সুখী হ'তে পারবেন কিনা, সে-চিন্তা নাস্‌টাসিয়া ফিলিপোভনার। তবে বর্তমান মুহূর্তে নিঃস্ব হ'লেও হয়ত অদূর ভবিষ্যতেই আমি কিছু অর্থ পেতে পারি।"

"আকাশ থেকে পড়বে বুঝি?"—গেনিয়ার চোখে মুখে অবিশ্বাস।

"ঠিক তাই"—বলল লিও—"আকাশ থেকেই পড়তে পারে,

BanglaBook.org

যেমন পড়েছে এই চিঠিখানা"—এই বলে কোটের ভিতরদিকের পকেটে হাত দিয়ে একখানা সীল-ভাঙ্গা মোটা খাম সে টেনে বা'র করল। তারপর জেনারেল ইয়েপাঞ্চিনের দিকে তাকিয়ে বলল—"এই চিঠি সম্বন্ধে পরামর্শ নেবার প্রয়োজনেই আমি আজ সকালে পিটার্স্‌বার্গ স্টেশন থেকে সোজা আপনার বাড়ীতে গিয়েছিলাম। অন্য নানা প্রসঙ্গ উঠে পড়ার দরুন আমার আসল কথাটা আর তুলতে পারলাম না আপনার কাছে। এ-শহরে কাউকেই চিনি না, আপনার নাম জানা ছিল এবং একটা সুবাদও আছে আত্মীয়তার, এই জন্যে আপনারই কাছে গিয়েছিলাম, অন্য কোথাও না গিয়ে।"

চিঠিখানা ইয়েপাঞ্চিন হাত বাড়িয়ে নিলেন বেশ আগ্রহের সঙ্গেই—"এই চিঠি সুইজারল্যাণ্ডে পৌঁছোনোর সঙ্গে সঙ্গেই ডাক্তার শ্নিডার আমাকে পাঠিয়ে দিলেন এখানে। নইলে, আমার চিকিৎসা শেষ হয় নি এখনও, আরও কিছুদিন তিনি রাখতেন আমাকে।"

এদিকে জেনারেল খুলে ফেলেছেন চিঠি—"আরে, স্যালান্‌জিনের চিঠি যে! ওহে টস্‌কি! স্যালান্‌জিন লিখেছে—"

টস্‌কি উদ্‌গ্রীব—"স্যালান্‌জিন? মস্কোর সলিসিটর? বল কী?"

চিঠি সংক্ষিপ্ত। এক নিশ্বাসে প'ড়ে নিয়ে পূর্ণ দৃষ্টিতে লিওর পানে তাকালেন জেনারেল—"অভিনন্দন! অভিনন্দন! তুমি জোর করে আমায়-চিঠিখানা দেখালে না কেন সকালবেলায়? অন্য প্রসঙ্গ? এর তুলনায় কোন্ প্রসঙ্গের কতটুকু মূল্য থাকতে পারে? ওহে টস্‌কি, স্যালান্‌জিন লিখছে—কোন্ এক দূর আত্মীয়ের মৃত্যুর ফলে, তাঁরই উইলসূত্রে প্রিন্স লিও মিশ্‌কিন কয়েক মিলিয়ন রুবল-এর উত্তরাধিকার লাভ করেছেন। মস্কোতে তাঁর আফিসে গেলেই—"

এই ব'লে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি লিওর করমর্দন করলেন আন্তরিক শুভেচ্ছার সঙ্গেই। একশ্রেণীর ধনীর স্বভাবই এই যে অন্য ধনীকে দেখলেই তাকে আপন ব'লে কাছে টেনে নিতে ইচ্ছে হয়। তা হোক না সে ধনী যৎপরোনাস্তি অসজ্জন। আর লিওর ত এ-যাবৎ যেটুকু পরিচয় পাওয়া গিয়েছে, তাতে সজ্জন বলেই মনে হয় তাকে।

BanglaBook.org

টস্‌কি কথা কইলেন নাস্‌টাসিয়াকে লক্ষ্য করে—"তাহলে ত মিটেই গেল। নিঃস্ব আর যখন থাকছেন না প্রিন্স মিশকিন, তাঁকে নিয়ে সুখী তুমি ত অনায়াসেই হ'তে পার!"

নাস্‌টাসিয়া কী উত্তর দিত, তা আর কেউ জানবে না কোনদিন। কারণ সেই মুহূর্তে নীচে শোনা গেল বহুকণ্ঠের এক সমুচ্চ অট্টরোল, যেমনটা আর একবার শোনা গিয়েছিল কয়েক ঘণ্টা আগে, গেনিয়ার বাড়ীর নীচে। এবারও তেমনি দরোজায় ধাক্কাধাক্কি। কেউ গান গাইছে, কেউ বক্তৃতা ছুটিয়েছে, কেউ অর্থহীন চীৎকারই ক'রে যাচ্ছে শুধু ষাঁড়ের মত। টস্‌কি আর ইয়েপাঞ্চিন বিচলিত, ক্ষুব্ধ, রুষ্ট।

নাস্‌টাসিয়া বলল—"ঐ এল রোগোজিন আর তার লক্ষ রুবল।"

নাস্‌টাসিয়ার ইঙ্গিতে দরোয়ান দরোজা খুলে দিল।

ইয়েপাঞ্চিন বিরক্তভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—"হট্টগোল যা করছে, তাতে সন্দেহ করার অবকাশ নেই যে ওরা ঠিক ভদ্রলোক নয়, ওদের আসতে বলা মানে কি আমাদের উঠে যেতে বলা নয়?"

"কেন তা হবে?"—জবাব দিল নাস্‌টাসিয়া—"ওরা চ্যাঁচামেচি করে, সেটা ওদের স্বভাব। কিন্তু কোন অসভ্যতা ওরা করবে না। আমি জামিন আছি সে জন্য। রোগোজিন কথা দিয়েছিল সে সন্ধ্যার মধ্যে লক্ষ রুবল এনে হাজির করবে। অবশ্যই যোগাড় করেছে সেটা। এখন আমি কী ব'লে তাকে ফিরিয়ে দিই?"

"লক্ষ রুবল এনে দিলে তুমি তার সঙ্গে যাবে নাকি?"—ইয়েপাঞ্চিনের জিজ্ঞাসা।

"কেন যাব না? আপনারা ত আমার দাম ধার্য করেছিলেন আরও কম, পঁচাত্তর হাজার রুবল মাত্র।"

"তা ব'লে গেনিয়া আর রোগোজিন ত আর সমান নয়! একজন ভদ্রলোক, অন্যটি—কী বলব—মানে,ভদ্র নয়।"

"ভদ্র কাকে বলে, আর অভদ্র কাকে বলে, সেইটি তা হ'লে আগে স্থির হোক। যে লোক অর্থের জন্য হীন কাজ করতে পারে, তাকে বোধ হয় ভদ্রলোক বলা চলে না?"

BanglaBook.org

"তা—তা—" জেনারেল কী ভাবে কথা শেষ করবেন, ভেবে পান না।

"আপনি মুখ ফুটে বলতে পারছেন না, তার কারণ অর্থলোভে হীন কাজ আপনারা সবাই কখনো-না-কখনো করেছেন, অথবা করতে রাজী আছেন। আপনি, মাননীয় টস্‌কি, আমার পাণিপ্রার্থী এই গেনিয়া, সবাই। গেনিয়া বিশেষতঃ—"

হুড়মুড় ক'রে ঘরে ঢুকে পড়ল রোগোজিন, লেবেডেফ, ফার্ডিশেংকো, টিটসিন, এবং আরও অনেকে। সকলের আগে ঢুকেছে রোগোজিন বটে, কিন্তু সকলের আগে কথা কইল লেবেডেফ—"মহীয়সী নাস্‌টাসিয়া, এই যে তোমার লক্ষ রুবল। যোগাড় করেছে রোগোজিন।"

"জীতা রহো"।—বলল নাস্‌টাসিয়া—"কিন্তু ওকথা পরে হচ্ছে আগে একটা প্রশ্নের উত্তর দাও দেখি তোমরা। গেনিয়াকে সব চেয়ে ভালভাবে কে জানো তোমাদের মধ্যে? প্রশ্নটা তাকেই করব আমি।"

"আমি, আমি"—বুকে জোরে জোরে চাপড় মেরে ফার্ডিশেংকো বলল—"আমি জানি সব চেয়ে ভাল রকম। এক বাড়ীতে রয়েছি, এক সাথে উঠছি বসছি—"

"বেশ, তা হলে তুমিই জবাব দাও আমার প্রশ্নের। এই যে তোমার আমার উভয়েরই বন্ধু গেনিয়া ইভলগিন, অর্থলোভে পড়লে হীন কাজ ও করতে পারে না?"

"পারে না আবার? তিনটে রুবলের লোভে ও কানে হেঁটে ভ্যাসিলিয়েভস্কি দ্বীপ পর্যন্ত যেতে পারে"—বলল ফার্ডিশেংকো।

"ঠিক আছে"—বলল নাস্‌টাসিয়া—"ফার্ডিশেংকো, একটা কাজ কর বন্ধু! আগুনটা ঢিমিয়ে আসছে, উসকে দাও ত একটু!"

তারপর রোগোজিনকে বলল—"এই যে তুমি লক্ষ রুবল এনেছ, এটা আমার ত?"

লেবেডেফ একটা কাগজে-মোড়া পুলিন্দা এগিয়ে দিল

BanglaBook.org

নাস্‌টাসিয়ার হাতে। সে সেটা গ্রহণও করল হাত পেতে। তারপর রোগোজিনকে আবারও বলল—"আমায় বিয়ে করার যৌতুক হিসাবে এটা তুমি আমায় দিচ্ছ ত? এটা তা হ'লে আমার ত?"

ঢোঁক গিলে রোগোজিন বলল—"নিশ্চয়—"

"ঠিক আছে। শোনো গেনিয়া, আমার পাণিগ্রহণ ক'রে তুমি পঁচাত্তর হাজার রুবল পাওয়ার আশা করেছিলে। সেই আশার বশবর্তী হয়ে আগলায়া ইয়েপাঞ্চিনের মত মেয়েকেও তুমি আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে ফস্‌কে যেতে দিয়েছ। অথচ দেখছই ত, ঐ পঁচাত্তর হাজার, ও আমি নিচ্ছি না। টস্‌কি অনেক খরচ করেছেন আমার জন্য। এখন উনি নিজে বিয়ে করতে যাচ্ছেন, এ-সময়ে আরও পঁচাত্তর হাজার লোকসান ওঁর করাতে চাই না আমি। তা ব'লে তোমার এতখানি আশাভঙ্গ, এও আবার ভাল লাগছে না আমার। তাই একটা উপায় ঠাউরেছি আমি। টস্‌কির লোকসানও যাতে না হয়, তোমার আশাভঙ্গও যাতে না হয়, তারই উপায় একটা। এই লক্ষ রুবল তুমি নাও।"

ঘরসুদ্ধ লোক বজ্রাহতের মত নিস্পন্দ।

কেবল লিও চেঁচিয়ে উঠল—"নাস্‌টাসিয়া! নাস্‌টাসিয়া! নিজের সর্বনাশ ক'রো না। অন্যের উপর অভিমান ক'রে নিজের সর্বনাশ ক'রো না। রোগোজিনের মত মানুষ তোমায় সুখী করতে পারবে না।"

"তুমি পারবে?"—নাস্‌টাসিয়ার কথায় অভিমান নয়, ফুটে উঠল নৈরাশ্য।

"আমি? আমার সাধ্য কী যে তোমায় সুখী করব? তবে আমি তোমায় আস্থা রাখতে শেখাব যীশুর করুণার উপরে। তাঁর করুণায় তুমি নিশ্চয় সুখী হবে।"

এক মুহূর্তের জন্য কি চোখের কোণ দু'টো চিকচিক ক'রে উঠল নাস্‌টাসিয়ার?

কিন্তু সে-দুর্বলতা সে পরের মুহূর্তেই ঝেড়ে ফেলে দিল অন্তর

BanglaBook.org

থেকে। জোরে জোরে হেসে উঠল, নিজেকেই যেন বিদ্রূপের কশাঘাতে জর্জরিত ক'রে। তারপর লিওকে সম্বোধন ক'রে বলল—"তুমি ভুলে যাচ্ছ প্রিন্স। এটা সত্যযুগ নয়। এ যুগে যীশু আর করুণা করেন না পাপীর উপরে। তোমার কাছে গিয়ে তোমার সর্বনাশ আমি করব না। আমার ভাগ্যে যা হবার, তা হোক।"

তারপরই সে গোনয়ার দিকে ফিরে বলল—"এই লক্ষ রুবল তোমায় দিলাম। ঐ আগুনের কুণ্ডে ফেলে দিচ্ছি পুলিন্দাটা। কষ্ট করে ওর ভিতর থেকে তুলে নিতে হবে তোমায়। ভয় কী? বড় জোর, হাতখানা পুড়ে যাবে খানিকটা। তাতে হয়েছে কী? মলম লাগালে দু'দিনেই পোড়া-ঘা সেরে যাবে। বড় জোর, একটা দাগ থাকবে হাতে। তাতেই বা হয়েছে কা? লক্ষ রুবল ত পকেটে এসে গেল। যে তিন রুবলের জন্য ভ্যাসিলিয়েভস্কি দ্বীপ পর্যন্ত যেতে পারে কানে হেঁটে, একখানা হাত সামান্য একটু পোড়া'তে সে কি ভয় পাবে?"

কথা শেষ করার আগেই নাস্‌টাসিয়া নোটের পুলিন্দাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে সেই আগুনের ভিতরে। রোগোজিন নীরব, তার বন্ধুরা, এমন কি টিটসিনও, একবার সমস্বরে হাহাকার ক'রে উঠে তার পরই নীরব হয়ে গেল, যেন চোখের সমুখে একটা হত্যাকাণ্ড দেখছে তারা। এমন কি টস্‌কি ইয়েপাঞ্চিনও দৃষ্টি ফেরাতে পারছেন না অগ্নিকুণ্ড থেকে।

একমাত্র লোক, যার চোখ ঐ লক্ষ রুবলের অপমৃত্যুর দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না, সে হ'ল লিও। তার একাগ্র দৃষ্টি নাস্‌টাসিয়ার দিকে নিবদ্ধ। সে-দৃষ্টি সববেদনায় পূর্ণ। একটু বিষণ্ণ করুণ। শত চিকিৎসাতেও রুগ্ন শিশুকে নিরাময় ক'রে তুলতে অক্ষম হ'লে তার মৃত্যুর মুহূর্তে অভাগিনী মায়ের চোখে বুঝি এমনি বিষণ্ণ করুণ আর্তি ফুটে ওঠে। এ দৃষ্টি যেন জমাট-বাঁধা অশ্রু একরাশি। দীর্ণ হৃদয়ের মূর্ত হাহাকার।

নাস্‌টাসিয়া সে-দৃষ্টির সমুখে মাথা নত করল, মুখ ফিরিয়ে তাকাল গেনিয়ার পানে। সেদিকেও এক মর্মান্তিক দৃশ্য। সেখানে অর্থের

BanglaBook.org

উদগ্র লালসার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলেছে ভদ্রসন্তানের সহজাত শালীনতা-বুদ্ধির। সে-বুদ্ধি দীর্ঘ যুগের পেষণে পীড়নে যতই শীর্ণ ক্ষীণ হয়ে থাকুক, আজ এই চরম মুহূর্তে চিঁ চিঁ ক'রে কানে কানে বলছে গেনিয়ার—"না, না, অত নীচে তুমি পারো না নেমে যেতে, কখনোই পারো না। তোমার মায়ের কথা ভাবো, ঐ নোটের পুলিন্দা তুলতে গিয়ে যদি তুমি হাত পোড়াও, সে-হাত দিয়ে আর তোমার মর্যাদাময়ী মায়ের পদস্পর্শ করার অধিকার তোমার থাকবে না।" দৃষ্টি গেনিয়ারও ঐ অগ্নিকুণ্ডের দিকেই বটে, কিন্তু সে-দৃষ্টি উদভ্রান্ত। দেহ তার ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে কেঁপে উঠছে, এই বুঝি নানা বিরুদ্ধ আবেগের তাড়নায় মূর্ছাই যায় হতভাগ্য।

নাস্‌টাসিয়া আবারও চেঁচিয়ে উঠল—"করছ কী গেনিয়া? একটুখানি হীনতা স্বীকার করলে লক্ষটা রুবল এসে যায়, তাতেও দ্বিধা তোমার? ভেবে দেখ, তোমার মত একটা উৎসাহী যুবক ঐ লক্ষ রুবল বনিয়াদ ক'রে কত-বড় বিরাট ঐশ্বর্য গ'ড়ে তুলতে পারে কয়েক বৎসরের মধ্যে! তখন, সেই কয়েক বৎসর পরে, রুশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনীর অতীত জীবনের এই মুহূর্তের হীনতা স্বীকার কেই বা মনে ক'রে রাখবে, আর মনে রাখলেও কেই বা সাহস ক'রে তা নিয়ে গঞ্জনা দিতে যাবে তাকে? তবু তুমি চুপ ক'রে আছ? কাগজের মোড়কটা প্রায় পুড়ে গিয়েছে, এইবারে আসল নোটগুলো জ্ব'লে উঠবে যে!

হঠাৎ ছুটে এল লেবেডেফ। একেবারে গড়াগড়ি দিতে লাগল নাস্‌টাসিয়ার পায়ের কাছে, হাপুস নয়নে কেঁদে ককিয়ে বলতে লাগল—"মহীয়সী নাস্‌টাসিয়া, একবার মুখ ফুটে বল তুমি, পুলিন্দাটা আমি আগুন থেকে তুলি। হাত পুড়ে ছাই হয়ে যাক আমার, আমি ভ্রূক্ষেপও করব না, বেশী না, দশ হাজার রুবল ও থেকে তুমি দিও আমায়। আমার চাল নেই চুলো নেই, স্ত্রীটা বিনা চিকিৎসায় মরতে বসেছে, এক গণ্ডা কাচ্চা-বাচ্চা না-খেয়ে না-খেয়ে শুকিয়ে হাড্ডিসার, আমি অভাগা বেকার বাউণ্ডুলে, আমায় তুমি দশটা হাজার

BanglaBook.org

রুবল দিয়ে দাও ও থেকে। বাকীটা রেখে দাও, তোমার অনেক কাজে লাগবে। না-লাগে, রোগোজিনকেই ফিরিয়ে দিও, না হয়, আরও অনেক লোক আছে যাদের অর্থের অভাব গেনিয়ার চাইতে শতগুণ মর্মান্তিক! একবার মুখ ফুটে বল, আমি বা'র করি ওটা। গেল, গেল, নোটগুলোই জ্বলছে যে!"

"ফার্ডিশেংকো, আগুনটা এমন ঢিমে কেন? উস্‌কে দাও! উসকে দাও!" হাঁকল নাস্‌টাসিয়া।

ফার্ডিশেংকোও ককিয়ে উঠল—"আমি পারব না! আমি পারব না! আগুন উসকে দিয়ে লক্ষ রুবল জ্বালিয়ে দেওয়া নরহত্যার চেয়েও তা মহাপাপ!"

"গেনিয়া! হল কী তোমার? পুড়ে যায় যে! এখনও যদি না তুলে নাও, সারা জীবন অনুতাপ করবে তুমি—" ঝংকার দিয়ে উঠল নাসটাসিয়া।

আর তার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে দড়াম ক'রে আছাড় খেয়ে পড়ল গেনিয়া ইভলগিন। তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল সেই অভূতপূর্ব উত্তেজনার মুহূর্তে একটি মাত্র লোক, সে লিও মিশ্‌কিন।

গেনিয়ার ধরাশায়ী দেহটার দিকে তাকিয়ে নাস্‌টাসিয়া এবার একটা চিমটে টেনে নিল, আর তাই দিয়ে নিজেই আগুন থেকে টেনে বার করল নোটের পুলিন্দা। সেটা জেনারেল ইভলগিনের সমুখে রেখে দিয়ে উদাস কণ্ঠে বলল—"গেনিয়াকে ওটা দিয়েছি, ওটা গেনিয়াকেই দেবেন। দুই এক হাজারের নোট পুড়ে গিয়ে থাকতে পারে, বাকীটা অক্ষতই আছে। ওর ভিতরে এতটুকু মনুষ্যত্বও বেঁচে আছে এখনও, তা আমি ভাবি নি কিন্তু।"

তারপরই সে ভোল পালটে ফেলল একেবারে। হাস্যে লাস্যে সারা মজলিশে বিদ্যুতের তরঙ্গ তুলে ছুটে গেল রোগোজিনের দিকে—"চলো হে, রোগোজিন, লক্ষ রুবল দামে কিনেছো আমায়, চল কোথায় নিয়ে যাবে।"

BanglaBook.org

"ইয়েকেটারিনফ! ইয়েকেটারিনফ! সেখানে বাড়ী আছে একটা রোগোজিনের—" বলে উঠল লেবেডেফ। সামান্য দশ হাজার রুবলও যে সে বার করতে পারে নি নাস্টাসিয়ার কাছ থেকে, সে-শোক সে জোর করে ঝেড়ে ফেলল মন থেকে। গতস্য শোচনা নাস্তি। ভবিষ্যৎ এখনো সমুখে আছে ত! রোগোজিনকে আঁকড়ে থাকতে পারলে ভবিষ্যতে আরও সুযোগ আসবে হয়ত।

লিওর দিকে তাকিয়ে নাস্টাসিয়া বলল বিদায়বেলায়—"নমস্কার প্রিন্স! ভাগ্য ভাল আমার, নরকে নেমে যাওয়ার আগে সত্যিকার মানুষ দেখে গেলাম একজন। আগে দেখি নি আর।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

শীত চলে গিয়েছে। দারুণ গরমে এখন পিটার্সবার্গের চেহারাই আলাদা। রাস্তায় ধূলো উড়ছে। স্লেজ চলাচল বন্ধ। বড়লোক বা শৌখিন লোক কেউ আর শহরে নেই। সব পালিয়েছে পল্লী অঞ্চলে বা হ্রদের ধারে।

এমনি দিনে প্রিন্স লিও মিশকিন ফিরে এলেন পিটার্সবার্গে। মস্কো এবং সন্নিহিত অন্য অন্য অঞ্চলে প্রায় ছয় মাস কাটাবার পরে।

নাস্‌টাসিয়ার বাড়ীতে সেই অবিস্মরণীয় সন্ধ্যা। লিও এখনও যেন জাজ্বল্যমান দেখতে পায় মনশ্চক্ষে, সেই ট্রাজেডিতে-প্রহসনে ওতপ্রোতভাবে মেশানো আশ্চর্য নাটকের পুনরভিনয়। মেঝেতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে গেনিয়া, রোগোজিন আর তার সাঙ্গোপাঙ্গদের বিহ্বল দৃষ্টির সমুখে নাস্‌টাসিয়া চিমটে দিয়ে আগুন থেকে টেনে বার করছে লক্ষ রুবলের পুলিন্দা একটা—

সত্যিই অবিস্মরণীয়। যদিও তার পরে তার দেখা হয়েছে নাস্‌টাসিয়ার সঙ্গে, বেশ ঘনিষ্ঠভাবেই হয়েছে, তবু নাস্‌টাসিয়ার সেদিনকার চেহারা তার মনে জাগ্রত রয়েছে, পাথরে উৎকীর্ণ হরফের মত অক্ষয় হয়ে। পরে সে দেখেছে নাস্‌টাসিয়ার অন্য মূর্তি, তাকে অভিভূত করেছে সে-মূর্তি সাময়িক ভাবে, কিন্তু তার স্মৃতি থেকে তা মুছেও গিয়েছে জলের লিখনের মত।

সে সব কথা কিন্তু থাকুক এখন।

সেই সন্ধ্যায় সে সালান্‌জিনের চিঠি দেখিয়েছিল জেনারেল ইয়েপাঞ্চিনকে। তার ফলে পরদিনই একশো রুবল লিওর হাতে দিয়ে জেনারেল তাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন মস্কোতে, সালান্‌জিনের আফিসে গিয়ে দেখা করবার জন্য।

বাজে চিঠি লেখা সালান্‌জিনের অভ্যাস নয়, লিওকেও তিনি তা লেখেননি। আত্মীয়ের উইল এবং লিওর দাবি যে অকাট্য, তার

BanglaBook.org

প্রমাণ তিনি অচিরেই দিলেন। তবে মিলিয়ন বা তার কাছাকাছি কোন অঙ্কের অঢেল অর্থ লিও পেলো না। পেলো সাকুল্যে লাখ দুই রুবলের মত।

কিন্তু সে পরের কথা। লিও তখনও পায়নি উইলের অর্থ, তবু সালান্‌জিনের কাছ থেকে আগাম কিছু আদায় করে জেনারেলের একশো পঁচিশ রুবল তাঁকে পাঠিয়ে দিয়েছে মস্কো থেকে। লিও পিটার্সবার্গে যেদিন পৌছোলো, সেদিন জেনারেল পঁচিশ রুবল দিয়েছিলেন ওকে, আর তার পরের দিন দিয়েছিলেন একশো। সবই শোধ করেছে লিও, যত শীঘ্র সম্ভব। বিবেচক ছেলে! এই রকম ছেলেই জেনারেলের পছন্দ।

সেকথা থাকুক। গরম পড়েছে দারুণ। এ-গরমে বড়লোক কেউ শহরে থাকে না। ইয়েপাঞ্চিনেরাও নেই। তাঁরা চলে গিয়েছেন তাঁদের প্যাবলুওস্কের বাগান বাড়ীতে। পল্লী অঞ্চল, নদী আছে, পাহাড় বেশী দূরে নয়, পার্ক আছে, মাঠ আছে, রাস্তা পরিচ্ছন্ন। সবচেয়ে বড় কথা, ট্রেনে চাপলে পিটার্সবার্গ থেকে মাত্র দুই ঘণ্টার পথ, দরকার বুঝলে জেনারেল রোজও একবার করে রাজধানীতে যাতায়াত করতে পারবেন।

তাঁরা প্যাবলুওস্ক রওনা হয়ে যাওয়ার পরের দিনই লিও ফিরে এল পিটার্সবার্গে। উঠল লিটেনি অ্যাভন্যুর এক হোটেলে, কয়েক ঘণ্টা বিশ্রামের পরই বেরিয়ে পড়ল শহরতলির দিকে। খুঁজে খুঁজে লেবেডেফকে আবিষ্কার করল এক কাঠের বাড়ীতে। ঠিকানাটা মস্কোতেই সে সংগ্রহ করেছিল ওর কাছে।

শহরতলি ধুলোময়লামাছিবর্জিত নয় অবশ্য, কিন্তু বাড়ীটা মন্দ নয়, সামনে একটুখানি বাগানও আছে। লেবেডেফ ত তাকে দেখে বিগলিত একেবারে—"মহিমান্বিত প্রিন্স, আমি এ-সৌভাগ্যের আশাই করতে পারিনি! আমার মত দীনহীনের কুঁড়েতে—"

একে একে পরিচয় করিয়ে দিল ছেলেমেয়েদের সঙ্গে—"এই কুড়ি বছরের মেয়েটি, ভেরা এর নাম, ভারী চমৎকার মেয়ে। এই

BanglaBook.org

হল আমার প্রথম সন্তান। আর ওর কোলে ঐ যে ছয়মাসের শিশুটি, ও হল আমার শেষ সন্তান। স্ত্রী মারা গিয়েছে, সতীলক্ষ্মী ছিল মশাই, তা আমি এমনি হতভাগা, রোগের চিকিৎসাও করতে পারিনি তার। এই মাস তিনেক মাত্র আগে সে ছেড়ে গেল আমাদের।"

চারিদিকে চোখ বুলিয়ে লিও কিন্তু ততখানি দৈন্যের কোন পরিচয়ই পেল না। ঘরদ্বার ঝকঝক করছে, আসবাবপত্র পুরোনোও নয়, অপ্রচুরও নয়। বাগানে কয়েকটা মুরগী চরছে, তাদের চেহারাও নধর। নাঃ, নিজেকে যতটা গরিব বলে জাহির করতে চায় লেবেডেফ, আসলে ততটা সে নয়। ওটা ওর ব্যবসাদারি বুলি, ধনী মুরুব্বিদের দয়া উদ্রেক করার উপায় মাত্র।

"আমি তোমার কাছে এলাম, রোগোজিনের খবর পাব, এই আশায়"—বলল লিও—"তিন মাস আগে তোমরা সব মস্কো থেকে উধাও হয়ে গেলে, তারপর থেকে তার আর পাত্তা নেই। আমিও মাঝে মস্কো ছিলাম না, বহু জায়গায় যেতে হয়েছিল ঐ উইলটার সম্পর্কে। অনেক আত্মীয়ের নাম পেলাম ঐ দলিলে, যাদের অস্তিত্বের কথাই জানা ছিল না আমার। তা দেখা-সাক্ষাৎ করাটা কর্তব্য মনে হল—"

"দেখা করা এবং যার যা প্রয়োজন, কিছু কিছু খয়রাত করা, কেমন?" লেবেডেফের চোখের কোণে ঈর্ষার কুটিল হাসি—"আমি ত আপনাকে জানি।"

"যা হোক, মস্কোতে ফিরে রোগোজিনের আর চিহ্ন দেখলাম না কিছু"—বলছে লিও—"সে কি শেষ পর্যন্ত বিয়ে করেছে নাস্টাসিয়াকে? দুইবার ত দিন স্থির হল, আর নির্দিষ্ট দিনের ঠিক আগেই পালাল নাস্টাসিয়া। তৃতীয়বার যদি না পালিয়ে থাকে, হ্যাঁ, জানো না কি কিছু? বিয়েটা কি হয়েছে শেষ পর্যন্ত?"

"নাঃ, হয়নি প্রিন্স! আমার কী ধারণা—যদি জিজ্ঞাসা করেন আপনি, আমি বলব মহিলাটি যতই সুন্দরী হোন, মাথায় ওঁর ছিট

BanglaBook.org

আছে। কোন প্রকৃতিস্থ মানুষ অমন আচরণ করে না। সে যা হোক, ওরা এসেছিল পিটার্সবার্গে, আবার বেরিয়ে পড়েছে। আমায় না-জানিয়েই পালিয়েছে। রোগোজিনের মায়ের বাড়ীতে খোঁজ নিয়েছিলাম দিন তিনেক আগে, ওরা নেই সেখানে। শহরে থাকলে ঐ বাড়ীতেই থাকত। থাকে তাই বরাবর। কী জানেন, বাড়ীটা প্রকাণ্ড, দু'টো আলাদা আলাদা মহল দুই ছেলেকে ছেড়ে দিয়েও বুড়ী রোগোজিন-গিন্নী তৃতীয় একটা মহল নিজের জন্য রাখতে পেরেছে।"

"তা তুমি তিন দিন আগে খোঁজ নিয়েছিলে ত? তারপরে এসেও থাকতে পারে ত?"—জিজ্ঞাসা করল লিও।

"তা ত পারেই! ওদের ত মাথার ঠিক নেই! তা আপনি একবার যাবেন না কি সে-বাড়ীতে? আমার সময় নেই, থাকলে সঙ্গে যেতাম আপনার। সময় নেই এই কারণে যে আমরা প্যাবলুওস্ক যাচ্ছি। ভারী চমৎকার জায়গা, আমার বাচ্চাগুলোর—দেখছেন ত? কী রকম রোগা ওরা—"

লিও আগেও দেখেছে। এবার আরও পর্যবেক্ষণ করে দেখল—ছেলেমেয়েরা রোগা মোটেই নয়, অনিন্দ্য স্বাস্থ্য তাদের, বিশেষতঃ যৌবনাগমে ভেরার তনুশ্রী ত দাঁড়িয়ে দেখবার মত। যা হোক, লেবেডেফ বলছে ওরা রোগা। ভুল ভাঙ্গিয়ে দেওয়ার দায় লিওর নয়।

"প্যাবলুওস্কে তোমরা থাকবে কোথায়?"—এইটিই লিওর মনে হল একমাত্র দরকারী কথা।

"ওঃ, সেখানে আমার একটা—" কী যেন বলতে গিয়ে ঢোঁক গিলল লেবেডেফ, তারপর ভেরার দিকে তাকিয়ে বলল—"এত বড় মেয়ে হলি, ব'লে না দিলে কি কোন কাজই করতে নেই নিজের বুদ্ধিতে? মাননীয় অতিথি এসেছেন, একটু কফির চেষ্টা দেখবি নে?"

ভেরা চলে গেল।

আর তখনই লেবেডেফ দিল লিওর প্রশ্নের উত্তর—"আপনি জানতে চাইছিলেন কোথায় থাকব আমি প্যাবলুওস্কে। সেটা কী

BanglaBook.org

জানেন, আমার এক আত্মীয়ের বাড়ী আছে একটা, সেখানেই গিয়ে থাকব আমরা। বাড়ীটা একদম খালি এখন।"

"বাঃ, চমৎকার যোগাযোগ হয়েছে ত!"—লিও সত্যিই খুশী হল, যদিও বাড়ীটা যে লেবেডেফের নিজেরই, আত্মীয়টির যে সত্যিকার কোন অস্তিত্বই নেই ধরাধামে, এমন সন্দেহ মনের কোণে উঁকিঝুঁকি মারছিলই তার।

লেবেডেফ কিন্তু কথার জের মিটতে দিচ্ছে না। "হ্যাঁ, ভগবান সুযোগ করে দিয়েছেন যখন, ছেলেমেয়েগুলো দিনকতক বেড়িয়ে আসুক। তবে গোটা বাড়ীটা ত আর আমার দরকার হবে না, বাড়ীটা ছোট নয় প্রিন্স, আমার নিজের জন্য খান চার পাঁচ ঘরও রাখি যদি, তবু আরও তিনখানা ঘর পড়ে থাকবে। একেবারে আলাদা মহল। ভাড়াটে একজন আসতেও চাইছে, কিন্তু কথা তাকে দিইনি এখনও, অজানা অচেনা লোককে পরের বাড়ীতে ঢুকতে দিতে মন চাইছে না।"

লিও জেনে শুনেই টোপ গিলল—"আমি ত অজানা অচেনা নই তোমার, আমায় দিয়ে দাও ঐ তিনখানা ঘর। ভাড়া যা চাইবে, পাবে।"

"আপনি? আপনি নেবেন?" লেবেডেফ যেন আকাশের চাঁদ মুঠোর মধ্যে পেয়ে গেল—"তাহলে আর কথা কী? ঝাড়ু মেরে হাঁকিয়ে দেব অন্য লোককে। ভেরা! ভেরা!—"

কফির ট্রে নিয়ে ভেরা আসছে দেখে দূর থেকেই চেঁচিয়ে উঠল লেবেডেফ—"আমাদের কত বড় বরাতজোর দেখেছিস, প্রিন্সও আমাদের বাড়ীতেই থাকবেন। ওঁর খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাটা তুই করতে পারবি নে? দেবতা রে দেবতা! ওঁর সেবা করলে পুণ্যি হবে তোর।"

হেসে একবার লিওর পানে চাইল ভেরা, তারপরই মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। ওদিকে কচি বোনটা কাঁদছে বুঝি, সে আর দাঁড়াল না, কফির পেয়ালা সাজিয়ে দিয়ে সে সরে পড়ল ঘর থেকে।

BanglaBook.org

লেবেডেফই ঢালল কফি, দুধ-চিনি মিশিয়ে বড় একখানা কেক সমেত এগিয়ে দিল লিওর দিকে, তারপর নিজেও একপেয়ালা ঢেলে নিয়ে বৈঠকী আলাপ শুরু করল—"প্যাবলুওস্ক জায়গাটি আরামের, খুবই চমৎকার জায়গা প্রিন্স, শান্ত, নির্ঝঞ্ঝাট, হইচই বলে কিছু নেই। দূরে দূরে এক একটা বাড়ী, মন যদি না চায়—কারও সাথেই মিশবার দরকার নেই। সবই একতলা বাংলো ধরনের ঘর, বাড়ী দেখে বুঝবার জো নেই—কোন্ বাড়ীর বাসিন্দা ইয়েপাঞ্চিনদের মত কোটিপতি, কোন্ বাড়ীর বাসিন্দাই বা এই লেবেডেফের মত কাঙ্গাল ভিখিরী।"

"হঠাৎ ইয়েপাঞ্চিনদের কথা তুলছ কেন হে?"—সন্দিগ্ধ স্বরে প্রশ্ন করল লিও।

"মনে পড়ে গেল! মনে পড়ে গেল! তাঁরাও গিয়েছেন কিনা! এই সবে কয়েকদিন আগেই গেলেন! মজা দেখুন! ওঁদের বাড়ী আর আমার বাড়ী—আমার মানে আমার আত্মীয়ের অবশ্য—খুব কাছাকাছি মশাই, মাঝে একখানা মাঠ মাত্র। তবে দেখা করতে না চান, মাঠ পেরুবেন না। দরকার কী? হাওয়া খাওয়ার জন্য পার্ক রয়েছে, তাতে ব্যাণ্ড বাজে সন্ধ্যেবেলা—"

ইয়েপাঞ্চিনেরাও আছে ওখানে?

ভালই হল। পিটার্সবার্গে এসে জেনারেল ইয়েপাঞ্চিনের কাছ থেকেই যা-কিছু উপকার সে পেয়েছে এ-যাবৎ। প্যাবলুওস্কে পৌঁছে প্রথমেই গিয়ে কৃতজ্ঞতা জানাবে লিও তাঁরই কাছে। ধন্যবাদ জানাবে মিসেস ইয়েপাঞ্চিনকেও, এবং তাঁর মেয়েদেরও। ইয়েপাঞ্চিনেরা এখানে নেই, রোগোজিন-নাস্টাসিয়াও আছে বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না, কাজেই লিওর আর পিটার্সবার্গে থাকবার আকর্ষণ কী? তা ছাড়া, গরমটা তার অস্বস্তির হেতুও হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুইজারল্যাণ্ডের পাহাড়ে পর পর চার বছর কাটাবার পরে হঠাৎ এবার এই পিটার্সবার্গের গ্রীষ্মকে সে বরদাস্ত করতে পারছে না ঠিক। লেবেডেফরা পরশু প্যাবলুওস্ক যাচ্ছে যখন সেও সেই সঙ্গেই যাবে।

BanglaBook.org

যথাসময়ে পৌঁছে গেল লিও। লেবেডেফ বাড়িয়ে বলেনি কিছু। ছোট্ট আধাশহর জায়গাটি, খোলামেলা বাড়ীটি। সব কিছুই দারুণ ভাল লেগে গেল লিওর। এ-স্থান সে হঠাৎ ছাড়ছে না। নিজের বলতে ত কোথাও কেউ নেই। বসুধৈব কুটুম্বকম্ সুতরাং। প্যাবলুওস্কের সঙ্গেই নাড়ীর বাঁধন বেঁধে ফেলতে অসুবিধা কী!

ভেরা খুব যত্নে রেখেছে লিওকে। মেয়েটি আসলে লক্ষ্মী। হাসিমুখে সকলেরই জন্য খাটে, হাড়ভাঙ্গা খাটুনিতেও ব্যাজার নেই। লিও তাকে দেখে, আর ভাবে। লেবেডেফের মত ধূর্তশিরোমণির এমন মেয়ে? ভাবে আর তুলনা করে। ইতিপূর্বে দু'টি মেয়ে দাগ কেটেছে তার অন্তরে। নাস্টাসিয়া আর আগলায়া। একজনের জন্য সুগভীর অনুকম্পা আর একজনের জন্য অপরিসীম শ্রদ্ধা। এই তার মনোভাব। কিন্তু ভেরা? এই সরলাকে অনায়াসে বোনের মত ভালবাসা যায়। সে সর্বাংশে তার যোগ্যা।

ইয়েপাঞ্চিনদের বাড়ী ঐ দেখা যায়। মাঠখানার ওধারে। পার্কে যদি দেখা হয়ে না যায় ইতিমধ্যে, কালই লিও ও-বাড়ীতে গিয়ে দেখা-সাক্ষাৎ করে আসবে। অপরিচিত নয়। অনাত্মীয়ও নয়। কোন অনুগ্রহের প্রার্থীও আজ আর নয় সে।

বাড়ীতে সবাই ছিলেন সকাল বেলায়। তবে জেনারেল এক্ষুণি বেরিয়ে পড়বেন ট্রেন ধরবার জন্য। প্রায় রোজই তাঁকে যেতে হচ্ছে রাজধানীতে। সেখানে কাজের অন্ত নেই। সরকারী বেসরকারী, গোপন প্রকাশ্য। নানা নদী যেমন একই সাগরে গিয়ে অঙ্গ ঢালে, এই জেনারেলেরও শতধারায় প্রবাহিত কর্মশক্তি মিশেছে গিয়ে একই লক্ষ্যে। সে-লক্ষ্য হল উপার্জন, আরও উপার্জন। রথচাইল্ডের চাইতেও অনেক বেশী উপার্জন। রুশিয়ার অন্যতম কুবের বলে স্বীকৃতি অর্জন। সে-সাধনার পথে তুচ্ছতম বিঘ্নকেও তিনি বরদাস্ত করতে অরাজী।

লিও এবার এসে দু'খানি নতুন মুখ দেখল এ-সংসারে। একজন প্রিন্স সু। অসম্ভব ধনী। অসাধারণ বুদ্ধিমান। অভিজাত

BanglaBook.org

সমাজে অপরিসীম সমাদর তাঁর। তিনি মস্কোর লোক নন, পিটার্সবার্গেরও না। মফঃস্বলে নানা স্থানে নাকি ছড়ানো তাঁর অনেক অনেক জমিদারী। পালা করে এক এক জায়গায় এক এক বার যেতে গেলেও সারা বৎসরে সব জায়গা ঘোরা হয় না। সেই-জন্যই শহরে বাস করা তাঁর ভাগ্যে ঘটে না। এবার শহরে এসে যে রয়েছেন কিছুদিন, সে একটা দারুণ প্রয়োজনে।

প্রয়োজনটা অবশ্য আর কিছু নয়, বিবাহের জন্য একটি সুপাত্রী অন্বেষণ। সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে হবে, সুন্দরী এবং সুশিক্ষিতা হবে, তারও উপরে হবে স্নেহশীলা হৃদয়বতী। অনেক ড্রয়িংরুমে ভেসে বেড়াবার পরে ইয়েপাঞ্চিন পরিবারে এসে নোঙ্গর ফেলেছেন। এবং আশ্চর্য এই, সবচেয়ে সুন্দরী আগলায়ার দিকে না ঝুঁকে পছন্দ করেছেন আডেলেডাকে। জেনারেল এবং তাঁর পত্নী সাহ্লাদে লুফে নিয়েছেন বিবাহ প্রস্তাব। তবে বিবাহের দিন এখনো স্থির হয়নি।

দিন যে স্থির হয়নি—তারও কারণ আছে বই কি! গুরুতর কারণই আছে। সেটাও বিবাহ সম্পর্কিত। প্রিন্স স্থ'র লেজুড় হিসাবে দ্বিতীয় একটি যুবকও পাকাপোক্ত ভাবে শামিল হয়ে গিয়েছেন ইয়েপাঞ্চিন পরিবারে। অকৃত্রিম বন্ধু প্রিন্সের, যদিও বয়সে তাঁর চেয়ে বছর তিন-চার কম। নাম র‍্যাডমস্কি।

অভিজাত বংশের সন্তান। নিজের অর্থ ত যথেষ্ট পরিমাণে আছেই, তা ছাড়াও খুল্লতাতের অগাধ ঐশ্বর্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী। খুল্লতাতের বয়স সোত্তরের উপরে। তবু বেশ কর্মঠ এখনও। সরকারী কোন একটা বিভাগের হর্তাকর্তা একেবারে।

র‍্যাডমস্কি সৈন্য বিভাগের লোক। কাপ্তেন পদে আছেন। তবে মতলবটা এই যে খুড়ো স্বর্গস্থ হলেই উনি সামরিক উর্দী খুলে ফেলে সামাজিক সিংহের জীবনই গ্রহণ করবেন। সিংহ হতে গেলে যা-যা গুণ থাকা দরকার, তা ত আছেই তাঁর! সুপুরুষ, সপ্রতিভ, ধনী এবং অভিজাত, সমাজে নেতৃত্ব তিনি না নেবেন কেন?

BanglaBook.org

এ-হেন র‍্যাডমস্কিকে ইয়েপাঞ্চিন পরিবারে পরিচিত করে দিয়েছেন প্রিন্স স্থ। জেনারেল ও মিসেস ইয়েপাঞ্চিন আদর করে নিয়েছেন তাকে। কেন নেবেন না? তিনটি মেয়ের মধ্যে মাত্র একটির হিল্যে হয়েছে এ-যাবৎ। আলেকজান্দ্রা ও আগলায়া এখনও তাঁদের কাঁধের বোঝা হয়ে রয়েছে। যে কোন একটিকে যদি গছানো যায় এইখানে, মন্দটা হয় কী?

আলেকজান্দ্রার কাছে ঘেঁষতে প্রিন্সই সাহস পাননি, তা র‍্যাডমস্কি ত বয়সে আরও ছোট! বয়স আলেকজান্দ্রার এই প্রায় ছাব্বিশ, স্বভাবতঃ ভারিক্কি মানুষ বলে দেখায় আরও বড়। র‍্যাডমস্কি বড়দিদি বলে তাকে সেলাম ঠুকে আগলায়ার দিকে ঝুঁকে পড়ল। আগলায়ারও ওর উপরে বিতৃষ্ণা আছে বলে মনে হয় না। এখন যদি পারস্পরিক আকর্ষণটা ক্রমশঃ বেগ সঞ্চয় করে যায়, তা হলে—

অর্থাৎ একসাথে দু'টো মেয়ের বিয়ে দিতে পারলে ব্যয়টা অনেক কমে যায়। জেনারেল তারই প্রতীক্ষায় রয়েছেন। প্রিন্স স্থ'কে বাধ্য হয়েই অপেক্ষা করতে হচ্ছে। উপায় কী? ভাবী শ্বশুর শাশুড়ীর সুবিধা-অসুবিধার দিকে দেখতে হবে বই কি।

এই যখন অবস্থা, তখন লিওর পুনরাবির্ভাব ঘটল ইয়েপাঞ্চিনদের গৃহে। প্রথমে বিস্ময়, তারপরে আনন্দ, অভিনন্দনের বন্যা। ওর কথা ইদানীং আর আলোচনা হয়নি এ-বাড়ীতে, বলতে গেলে লিও নিকোলায়েভিচ মিশকিন নামক প্রাণীটার কথা এ-বাড়ীর সবাই ভুলেই গিয়েছিল। চোখের সামনে যখন জাজ্বল্যমান রয়েছে দুই দু'টো দুর্দান্ত যুবা পুরুষ, তখন লিওর মত হতচ্ছাড়ার কথা কে মনে করবে?

হতচ্ছাড়া! ঠিকই ত! এতদিন ইয়েপাঞ্চিনদের মনশ্চক্ষে যে ছবি ছিল লিওর, তা ত এক হতচ্ছাড়ারই ছবি! রোগা-পটকা চেহারা, ছেঁড়া-খোঁড়া জামাকাপড়, পকেট গড়ের মাঠ, কথাবার্তায় ছেলেমি পরিস্ফুট। ইয়েপাঞ্চিনদের মত মার্জিত শৌখিন পরিবার তাকে হতচ্ছাড়া ছাড়া অন্য কোন আখ্যাই বা দেবে?

BanglaBook.org

কিন্তু আজ এ কী দেখা যাচ্ছে? চিররুগ্নের শীর্ণতা নেই লিওর দেহে, গালে সুস্পষ্ট রক্তিমা। পরিচ্ছদে কোন ত্রুটি যদি থেকে থাকে ত তা এই যে অতিরিক্ত মহার্ঘ এবং শৌখিন সেটা। আর কথা? প্রকাশভঙ্গীর সারল্য ক্ষুণ্ণ না করেও লিও এখন আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে বিচক্ষণ বিষয়ী ব্যক্তির মত। যে-স্বাচ্ছন্দ্য ফুটে উঠছে ওর বাচনে আর ব্যবহারে, লোকচরিত্রে মোটামুটি অভিজ্ঞতা না থাকলে তা কেউ আয়ত্ত করতে পারে না।

প্রিন্স সু আর র‍্যাডমস্কির সঙ্গে আলাপ হল লিওর। মেয়েরা যদি ভেবে থাকেন যে লিও তাদের সম্বন্ধে ঈর্ষার ভাব দেখাবে কোন রকম, তবে খুবই হতাশ হতে হল তাদের। আডেলেডা চিহ্নিত হয়ে আছে প্রিন্স সু'র জন্য, তা থাকুক। কিন্তু আগলায়ার ত এখনও ঝাড়া হাত পা। র‍্যাডমাস্ককে স্পষ্টতঃই তার দিকে আকৃষ্ট দেখেও লিওর যদি একটুও অপ্রসন্ন হওয়ার লক্ষণ না দেখা যায়, তবে সে কেমন পুরুষ?

প্রথম দিনকার বৈঠক সাঙ্গ করে লিও যখন নিজের গৃহে ফিরল, তখন সে বিস্মিত এবং পুলকিত হল, হঠাৎ কোলিয়াকে সেখানে দেখে। কোলিয়া এই কয়েক মাসেই যেন অনেকখানি বড় হয়ে গিয়েছে। না হয়ে উপায় নেই, কারণ তার ঘাড়ে দায়িত্ব চেপে গিয়েছে অনেক। গেনিয়ার জীবনের সেই বিপর্যয়ের দরুন।

গেনিয়া সেই অবিস্মরণীয় সন্ধ্যায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল নাস্‌টাসিয়ার ড্রয়িংরুমে। জ্ঞান যখন ফিরে এল, তখন নাস্‌টাসিয়া চলে গিয়েছে রোগোজিনের সঙ্গে, আর লিও বসে শুশ্রূষা করছে গেনিয়ার। জেনারেল ইয়েপাঞ্চিন লক্ষ রুবলের সেই পুলিন্দাটা তার দিকে এগিয়ে দিলেন। বললেন "এটা নাস্‌টাসিয়া তোমায় দিয়ে গিয়েছে হে!" অত্যন্ত বিরস কণ্ঠেই বললেন কথাটা।

"আমার প্রয়োজন নেই। যার পুলিন্দা, তাকে ফেরৎ দেবেন"—এই বলে গেনিয়া টলতে টলতে বেরিয়ে গিয়েছিল সে-গৃহ থেকে।

তারপর কঠিন অসুখ হয়েছিল তার। আরোগ্য লাভের পরেও

BanglaBook.org

সে আর ইয়েপাঞ্চিনের সেক্রেটারিগিরি করতে গেল না। তার নিজেরও রুচি ছিল না তাতে, তা ছাড়া রুগ্ন দেহে তাকে চাকরি করতে দিলও না ডেরিয়া, তার বোন। ডেরিয়া ইতিমধ্যে বিবাহ করেছে টিটসিনকে, এবং টিটসিনের গৃহেই ইভলগিনদের গোটা সংসারটা আশ্রয় নিয়ে রয়েছে আজ কয়েক মাস।

সবচেয়ে চমৎকার সংবাদ—টিটসিনেরও বাড়ী আছে প্যাবলুওস্কে, এবং গ্রীষ্ম কাটাবার জন্য বর্তমানে টিটসিনেরা ও ইভলগিনেরা সবাই চলে এসেছে সেই বাড়ীতে। কোলিয়া অবশ্য শহরে কী একটা কাজ করে, রোজ যাতায়াত করে ট্রেনে।

গেনিয়া আছে এখানে? লিও সাগ্রহে বলল—"আমায় এক্ষুণি তার কাছে নিয়ে চল কোলিয়া! তার সঙ্গে বিশেষ দরকার আছে আমার।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

পার্কে বেড়ানো এখানকার অপরিহার্য সান্ধ্যকৃত্য। লিও একে একে দেখা পেয়ে যাচ্ছে ইয়েপাঞ্চিনদের, টিটসিন ইভলগিনদের, এমন কি ডেরিয়া আর্কাডিয়েভনারও। শেষোক্ত মহিলাটির সঙ্গে লেবেডেফের বাড়ীতেই আলাপ, এঁরও বাড়ী আছে প্যাবলুওস্কে, সংসারে নিজের বলতে কেউ নেই, একাই গ্রীষ্ম যাপন করছেন পল্লী-ভবনে। মধ্যবয়সী মহিলা, শখ-শৌখিনতা এখনও প্রচুর, মহিলাটি চলে গেলে লেবেডেফ চুপি চুপি বলেছিল—নাস্‌টাসিয়ার সঙ্গে একে খুবই মেলামেশা করতে দেখা যেত পিটার্সবার্গে থাকতে।

লিও সকলের সঙ্গেই আছে, আবার কারও সঙ্গেই নেই। ব্যাণ্ড যেখানে বাজছে ভেরা কোলের বোনটিকে নিয়ে বসে আছে, একখানা বেঞ্চিতে, লিও এসে তার পাশটিতে বসে শিশুর গালে টোকা দিল একটা। সে কলকলিয়ে হেসে উঠল, লিওর মুখে ফুটে উঠল অনির্বচনীয় আনন্দ, ভেরার চক্ষু থেকে কৃতজ্ঞতা উপচে পড়তে লাগল।

ঐ আসছেন মিসেস ইয়েপাঞ্চিন, পিছনে তিন মেয়ে। তাদের আশে পাশে প্রিন্স স্থ আর র‍্যাডমস্কি। পাল তুলে জাহাজ আসছে যেন, পিছনে পাঁচখানা গাদা-বোট। ব্যাণ্ড-স্ট্যাণ্ডে তাঁরা বসলেন না, এগিয়েই চললেন রাস্তা দিয়ে, লিও পাশের পুষ্পবীথি থেকে টুপি তুলে অভিবাদন জানাল। মিসেসের ইঙ্গিতে তাকে এসে ভিড়তে হল এই দলে, ঠাঁই পেলো আলেকজান্দ্রার পাশে।

"মস্কো থেকে কোথায় কোথায় গিয়েছিলে তুমি? অনেক দিন ত ছিলে ওখানে—" জানতে চাইল আলেকজান্দ্রা। আলাপের বিষয়বস্তু ত চাই একটা!

"তা অনেক, অনেক জায়গায়ই যেতে হয়েছিল"—বলল লিও—"আমার স্বর্গীয় অভিভাবক প্যাভলিয়েশেভ মশাইয়ের আত্মীয়-স্বজনেরা অনেকেই আছেন ওদিকটাতে। কাউকে আমি চিনতাম, কাউকে

BanglaBook.org

আবার চিনতাম না। এই শেষের দলে—জানো? এই শেষের দলে এক বিধবা আছেন। ভারী কষ্ট চলছে তাঁর। প্যাভলিয়েশেভ হঠাৎ মারা গেলেন ত! সুইজারল্যাণ্ডে বসে আমি যেমন কষ্টে পড়লাম তাঁর মৃত্যুর দরুন, এখানেও ঐ বেচারী বিধবা পড়লেন সেই রকমই বা তার চেয়েও বেশী কষ্টে। আরামের চাকরি ছিল প্যাভলিয়েশেভের কাছে, এখন আর সে-রকম কাজ পাবেন কোথায়? এক জায়গায় ঢুকেছিলেন, রাখতে পারলেন না চাকরি। অনভ্যস্ত পরিশ্রমে শরীর ভেঙে পড়ল। এখন শয্যাগত বললেই হয়, ডাক্তার বলেছে পরিপূর্ণ বিশ্রাম না পেলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।"

"আপনার জন নেই বুঝি কেউ?"—সহানুভূতির সঙ্গেই জানতে চায় আলেকজান্দ্রা।

"থাকবে না কেন, ছেলেই ত আছে। তা সে আবার নাকি নিহিলিস্ট, জার-আমলের সন্ত্রাসবাদী, বিপ্লবের নেশায় মশগুল, মাকে খাওয়াবার জন্য চাকরি করে সে অমূল্য সময় নষ্ট করবে কেমন করে?"

আলেকজান্দ্রা হেসে ফেলল—"তা তুমি বুঝি ভার নিলে নিহিলিস্ট-জননীকে খাওয়াবার?"

লিও জিভ কেটে বলল—"খাওয়াবার ভার আমি নেব, সে-স্পর্ধা আমার হতে যাবে কেন? সকলের সব ভারই ত সেই একজনের উপরে। আমার অভাবের সময়ও তিনিই আমায় খাইয়েছেন, আবার ঐ বিধবাকেও খাওয়াচ্ছেন তিনিই। আমায় যদি তিনি এ-ব্যাপারে তাঁর প্রতিনিধিত্ব দেন, সে ত আমার বহু পুণ্যের ফল।"

এমন সরল বিশ্বাসের সঙ্গে এমন উচ্চাঙ্গের কথা কইতে আলেকজান্দ্রা এর আগে কোন পাদরিকেও শোনেনি। সে নির্বাক হয়ে শুধু তাকিয়েই রইল লিওর পানে। মনে মনে কী ভাবের উদয় হচ্ছিল তার, তা কে জানবে? সে কি চিন্তা করছিল যে এই পুরুষকে জীবনসঙ্গী করতে পারবে যে-নারী, তার জীবন হবে ধন্য?

না, বোধ হয়। আশৈশব যে-আবেষ্টনে মানুষ হয়েছে ইয়েপাঞ্চিন-

BanglaBook.org

দুহিতারা, তাতে তার মনে এ-রকম একটা চিন্তা উদয় হওয়ার সম্ভাবনা কোথায় ?

গেনিয়া নেই প্যাবলুওস্কে। লিও তাকে খরচপত্র দিয়ে মস্কোতে পাঠিয়ে দিয়েছে, নিজের এজেন্ট হিসাবে। ইতিমধ্যে এমন একটা ব্যাপার ঘটেছে, যাতে লিওর উপরে বিশেষ করে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে তার পরিচিত মহলের। সংবাদপত্রে একটা লেখা বেরিয়েছে। একখানা লম্বা চিঠি।

চিঠিতে প্যাভলিয়েশেভের সম্বন্ধে বিশ্রী ইঙ্গিত আছে কিছু। তাঁর নাকি এক পুত্র ছিল এবং এখনও আছে। কোন বিশেষ কারণে সে-পুত্র সমাজে স্বীকৃত নয়, এবং কাজে কাজেই পৈত্রিক সম্পদের উত্তরাধিকার থেকে সে বঞ্চিত। তার নিজের জন্য সে কিছুর প্রত্যাশা করে না, কিন্তু তার বিধবা মাতা কঠিন রোগে শয্যাগতা এবং প্যাভলিয়েশেভ তাঁর জন্য কিছু ব্যবস্থা করে যান নি বলে হতভাগিনী বিধবা এখন অচিকিৎসায় অনাহারে মারা যেতে বসেছেন।

এই পর্যন্ত বলেই পত্রলেখক চলে গিয়েছেন প্রিন্স লিও নিকোলায়েভিচের প্রসঙ্গে। এই যুবক বাল্যে ও কৈশোরে প্যাভলিয়েশেভেরই দাক্ষিণ্যে মানুষ হয়েছে। শুধু খাওয়ানো পরানো লেখাপড়া শেখানোর ব্যাপারে নয়, তার দুরারোগ্য মৃগীরোগের চিকিৎসার জন্যও রাশি রাশি রুবল জলে ঢেলেছেন প্যাভলিয়েশেভ।

এখন এই একদা-পথচর প্রিন্স দৈবাৎ এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের উইলসূত্রে কয়েক কোটি রুবলের মালিক হয়ে বসেছে। এর কি এখন উচিত নয় উপকারী প্রতিপালক প্যাভলিয়েশেভের পাপের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত করা ? সে কেন নিজের পড়ে-পাওয়া ঐশ্বর্যের অর্ধেকটা প্যাভলিয়েশেভের পুত্রকে দিয়ে দেয় না ? প্যাভলিয়েশেভের কাছে সাহায্য না পেলে যে অনাহারে মরত, তার কি উচিত নয় প্যাভলিয়েশেভের বিনা-দোষে-পরিত্যক্তা পত্নীকে অনাহার থেকে বাঁচানো ?

BanglaBook.org

ছদ্মনামে প্রেরিত এই দীর্ঘ পত্র অবশ্যই আগাগোড়া কুযুক্তিতে পরিপূর্ণ। কিন্তু কুৎসা রটানো এবং কুৎসাকে অকাট্য সত্যের মর্যাদা দান একশ্রেণীর লোকের কাছে পবিত্র কর্তব্য বলেই বিবেচিত হয়। তারা এসব ব্যাপার নিয়ে পিটার্সবার্গ মস্কোতে এমন আলোড়ন তুলল যে তার ঢেউ এসে আছড়ে পড়ল নিরালা পল্লী অঞ্চলের ক্ষুদ্র এই প্যাবলুওস্ক শহরেও।

এ-ব্যাপারে লিওর উপরে প্রচুর সহানুভূতি ইয়েপাঞ্চিনদের। মিসেস ইয়েপাঞ্চিন সেদিন সদলবলে লিওর গৃহে গিয়ে হাজির। পার্কে বেড়ানোর নাম করে বেরিয়েছিলেন। লিওর জানালা রাস্তা থেকে চোখে পড়তেই তিনি বললেন—"চল, সবাই মিলে ছেলেটাকে সাহস দিয়ে আসি একটু। ছোটলোকেরা যদি এভাবে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করার চেষ্টা করতে থাকে, কোন ধনীরই জীবনে আর শান্তি বলে কিছু থাকবে না। পরস্পরের পাশে না দাঁড়ালে আমরা আত্মরক্ষা করব কেমন করে?"

লিও তটস্থ। তার ঘরে পর্যাপ্ত সংখ্যক আসনই নেই এতগুলি মাননীয় অতিথিকে বসাবার মত। যা হোক, বুদ্ধিমতী ভেরার সেটা খেয়াল আছে। ভাইবোনকে দিয়ে নিজেদের চেয়ারও সে কয়েকখানা লিওর ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু আসন গ্রহণের আগেই খবরের কাগজের লেখাটা সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করতে শুরু করেছেন মিসেস ইয়েপাঞ্চিন। "তুমি একটুও আমল দিও না ওদের প্রিন্স! জেনারেলকে বলে আমি পত্রলেখকের আসল পরিচয় টেনে বার করছি, দেখ না! আদালত নেই না কী? ভদ্রসমাজের নামে যারে যা খুশী, বাঁকা বাঁকা কথা বলার অধিকার যে ওদের কেউ দেয়নি, এটা ওদের সমঝিয়ে দেব।"

BanglaBook.org

লেবেডেফ কোথায় ছিল, এসে পড়ল এই সময়। "ওরা আসছে" —লিওকে বলল সকলের সামনেই।

"কারা আসছে?" জিজ্ঞাসা করল লিও

"যারা চিঠি লিখেছে কাগজে"—মুখের চেহারা অসম্ভব গম্ভীর করে জবাব দিল লেবেডেফ।

"বেশ ত! আসুক না!"—বাগানে কোলিয়াকে দেখে লিও ডাকল তাকে—"তোমার ভাইকে একবার আমার অনুরোধ জানিয়ে ডেকে নিয়ে এসো না কোলিয়া!"

"ভাই? সে ফিরে এসেছে না কি?"—অবাক হয়ে গেল কোলিয়া। সকালে যখন সে আজ শহরে গেল, গেনিয়া মস্কো থেকে আজই ফিরবে, এমন কথা শুনে যায়নি কোলিয়া।

"হ্যাঁ, সে এসেছে। খুব সময়েই এসে গিয়েছে বন্ধু"—হাসি মুখে বলল লিও।

মিসেস ইয়েপাঞ্চিনের আর পার্ক-বেড়ানো হল না আজ। তিনি ঘাঁটি হয়ে বসলেন—"অসভ্য নেকড়েদের গ্রাসে প্রিন্সকে একা ফেলে আমি ত চলে যেতে পারি না। তোমাদের যার ইচ্ছে, পার্কে যেতে পার।"

বলা বাহুল্য কেউই গেল না। গোটা ব্যাপারটা নিয়েই অদম্য কৌতূহল এদের সবাইয়ের মনে। আসুক ওরা! কী বলে, শোনা যাক। আর ওদের বক্তব্যের উত্তরে লিও বা কী করে, দেখা যাক সেটাও।

এদিক দিয়ে গেনিয়া, ওদিক দিয়ে গোটা পাঁচেক ছোকরা আসছে, দেখা গেল। একটা তার ভিতরে ভীষণ কাশছে—

আর তারই সঙ্গে কোলিয়া রয়েছে ছায়ার মতো। লিও অনুমান করল—ঐ কেশো রুগীটিই হল কোলিয়ার বন্ধু হিপোলিট। যার হাজার গুণপনার কথা কীর্তন করে করে কোলিয়া ক্লান্তিবোধ করে না কখনও। দুঃখ শুধু এই যে যক্ষ্মা ওর সারবার নয়, ডাক্তারেরা একমত যে আগামী পনেরো দিনের মধ্যেই এই মহাবিপ্লবী মহাপ্রয়াণ করবে ধরাধাম থেকে।

মিসেস ইয়েপাঞ্চিনকে অবাক করে দিয়ে লিও বলল—"লেবেডেফ! তোমার বাড়ী এটা, অতিথিদের ডেকে এনে বসাও। আমি যে

BanglaBook.org

এক ডজন শ্যাম্পেনের বোতল কিনে এনে তোমার ভাঁড়ারে রেখেছি, তা থেকে দুটো এনে খুলে দাও এঁদের।"

"তুমি কি এদের দেখে ভয় পেয়ে গেলে নাকি প্রিন্স?"—তীক্ষ্ণ স্বরে বলে উঠলেন মিসেস।

স্মিতহাস্যে লিও বলল—"না, ভয় পাইনি। একটুখানি ভদ্রতা করছি শুধু। বেচারীরা পিটার্সবার্গ থেকে আসছে। পিপাসা পেয়ে থাকতে পারে। নিজেরা এরা গরিব।"

ওদের দলের একটা লোক, ওদের মধ্যে বয়স তারই কিছু বেশী, আর সেজে গুজেও সে এসেছে প্রায় ফিল্ড মার্শালের মত, সে উঠে দাঁড়াল।

মাথা নেড়ে, দাড়িতে হাত বুলিয়ে, বক্তৃতা দেওয়ার জন্য। "প্রথমেই নিজের পরিচয় দিই। আমার নাম কেলার। তারপর পরিচয় করিয়ে দিই এই সিটিজেন বার্ডস্কির। পরলোকগত প্যাভলিশেভ মহাশয়ের ইনি পুত্র, একমাত্র পুত্র।"

সবাইকে হতবাক্ করে দিয়ে ওদিক থেকে উঠে দাঁড়াল গেনিয়া, দৃঢ়স্বরে প্রতিবাদ জানাল—"এ কথা সত্য নয়। আমার হাতে যে-সব দলিল পত্র আছে—"

এক তাড়া কাগজ গেনিয়া নাচিয়ে দিল হাওয়ায়।

"যে সব দলিল আমার হাতে আছে, তাতে নিঃসন্দেহভাবে আমি প্রমাণ করে দিতে পারব যে এই বার্ডস্কি মহাশয়ের যখন জন্ম হয়, তার অন্ততঃ সাত বছর পরে এঁর মা প্রথম পরিচিতা হন প্যাভলিশিয়েভ মহাশয়ের সঙ্গে—"

কয়েক মুহূর্ত পর্যন্ত এমন নিস্তব্ধ সেই মজলিশ যে মেঝেতে সূচটা পড়লেও তার শব্দ শুনতে পেত প্রত্যেকে।

তারপরই কিন্তু কেলারের বজ্রকণ্ঠ ধ্বনিত হয়ে উঠল—"যিনি এমন কথা বলতে পারেন, তিনি আসুন, তরোয়াল বা পিস্তল বা অন্য যে কোন অস্ত্র নিয়ে আমার সঙ্গে শক্তিপরীক্ষা করুন।"

প্রিন্স স্ব'র দিক থেকে এল প্রতিবাদ—বজ্রকণ্ঠ তাঁর নয়। কিন্তু রীতিমত দৃঢ়কণ্ঠ—"কথার সত্যতা কি তাহলে তরোয়ালের তীক্ষ্ণতা

BanglaBook.org

দিয়ে প্রমাণ হবে নাকি ? গুণ্ডামি যদি করতে চান, মনে রাখুন—পুলিস আছে প্যাবলুওস্কে। আর কোন দাবি নিয়ে যদি আলোচনা করতে চান, তাহলে ভদ্রভাবে সংযতভাবে তা করুন।"

র‍্যাডমস্কি সেই সঙ্গে যোগ করলেন—"তরোয়াল পিস্তলের কথা না তোলাই ভাল। এই মুহূর্তে ওসব আমার সঙ্গে নেই বটে, কিন্তু কেলার মহাশয়ের জানা থাকা ভাল যে ঐগুলি নিয়ে আমার অষ্টপ্রহর কারবার, আমি উরাল গার্ডস-এর কাপ্তেন একজন।"

কেলার নিবে গেল এই দু'জন জবরদস্ত পুরুষের কাছ থেকে ধমক খেয়ে। তখন কেশোরুগী হিপোলিট উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল—"গুণ্ডামি করতে আসিনি, কিন্তু ভিক্ষা করতেও আসিনি আমরা। দাবি জানাতে এসেছি, দাবি যারা না মানবে, তাদের রসাতলে দেব। রসাতলে দিয়েছি এমন ঢের লোককে, আমরা নিহিলিস্ট।"

এই কয়টা কথা কোনমতে বলে ফেলেই সে এমন কাশতে লাগল যে কোলিয়া দূর থেকে ছুটে এসে তাকে জোর করে চেয়ারে বসিয়ে দিল, তার গলায় বুকে হাত বুলিয়ে কাতর কণ্ঠে মিনতি করতে লাগল—"হিপোলিট, ঠাণ্ডা হও ভাই! তুমি ত জানো চেঁচামেচি করা তোমার বারণ—"

হিপোলিট তার হাতখানা বুক থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে, কাশির ফাঁকে ফাঁকে গর্জাতে থাকল—"বারণ ? কার বারণ ? ডাক্তারের ? ওরা বোঝে ছাই। পয়সা নিয়ে লোককে ভয় দেখায় শুধু। নিহিলিস্ট শাসনে দেশে আমরা ডাক্তার রাখব না, দেখে নিও। এক ডজন ডাক্তার তিন বছর ধরে ক্রমাগত আমায় শোনাচ্ছে—"তোমার পরমায়ু আর একুশ দিন, আর পনেরো দিন, আর সাত দিন! মিথ্যুক!. বেকুফ! কেউ কিছু জানে না ওরা।"

কেলার বলছে তখন—"আমরা বলছি বার্ডস্কি প্যাভলিয়েশেভের ছেলে। এবং যেহেতু প্যাভলিয়েশেভের অন্নেই সেদিন পর্যন্ত মানুষ হয়েছেন প্রিন্স মিশকিন, সেইজন্য নীতিগত ভাবে তিনি বাধ্য,

BanglaBook.org

প্যাভলিয়েশেভের ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে। হবেই প্রায়শ্চিত্ত করতে, এই আমাদের দাবি।"

"দাবি! আমাদের অকাট্য দাবি!"—সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল পাঁচ ছয়টা মানুষ, হিপোলিট সমেত। যদিও কাশির দমকে চারটে শব্দ উচ্চারণ করতে গিয়ে চারবার থামতে হল তার। কোলিয়া তাকে শান্ত করতে অপারগ হয়ে এক পাশে সরে দাঁড়িয়েছে হতাশভাবে।

গেনিয়া উঠে দাঁড়াল, এবং হাতের কাগজগুলোর মধ্যে একখানা বেছে নিয়ে হাতে দিল প্রিন্স স্থ'র—"আপনি সকলের সামনেই এটা পড়ে শোনান। আমি মস্কো থেকে দূর পল্লী-অঞ্চলের এক গির্জায় গিয়েছিলাম বার্ডস্কির জন্মতারিখ নির্ণয় করবার জন্য। গির্জার রেজিস্ট্রি থেকে উদ্ধৃতি এটা। গির্জার পাদরীর সই এতে আছে। আছে গির্জার ছাপানো কাগজে গির্জার মোহর আঁকা।"

প্রিন্স স্থ পড়লেন—"১৮১২ সালের ২৭শে নভেম্বর, শুক্রবার, বেলা একটা সাঁইত্রিশ মিনিটে পেডিয়াস্টগোরোভ গ্রামে আলেক্সি বার্ডস্কি ও লিয়েটভেনা বার্ডস্কির পুত্র সেমিয়ানোভিচ বার্ডস্কির জন্ম। স্বাক্ষর—মাইকেলোজেরোভ মাইকেলপ্রভ, প্রায়র, পেডিয়াস্টগোরোভ গির্জা।"

পাঠ শেষ করে প্রিন্স স্থ বললেন—"যে কেউ ইচ্ছে করেন, এগিয়ে এসে পড়ে দেখতে পারেন এই সার্টিফিকেট।"

এগিয়ে গেল বার্ডস্কি নিজেই। গভীর উত্তেজনায় সে টলছিল। প্রিন্স স্থ কাগজখানা দিলেন তার হাতে। সে পড়বে কী, হাত তার কাঁপছে তখন। নীরবে পড়ে নীরবে সে কাগজখানা ফিরিয়ে দিল প্রিন্সের হাতে, তারপর আবার এসে বসল নিজের জায়গায়, আগের চেয়েও অনেক বেশী টলতে টলতে।

তারপর আরও দু'খানা কাগজ পড়া হল। একখানা মিসেস বার্ডস্কির বিবৃতি আর একটা প্যাভলিশিয়েভের ডায়রি থেকে উদ্ধৃতি। বিবৃতিতে মিসেস বার্ডস্কি নিজের ছেলের বহু নিন্দাবাদ করেছেন, একটা মিথ্যা আন্দোলন সৃষ্টি করে প্রিন্স লিও মিশকিনের মত

BanglaBook.org

সজ্জনকে বিব্রত করার জন্য। তিনি বলেছেন—তাঁর পুত্র সেমিয়া-নোভিচ প্রকৃতই তাঁর স্বামী আলেক্সির পুত্র। ওর যখন জন্ম হয়, তখন তাঁর পরবর্তী কালের মনিব প্যাভলিয়েশিয়েভের সঙ্গে দেখাই হয়নি তাঁর। সে-দেখা হয় তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পরে,- আরও প্রায় সাত বৎসর পেরিয়ে যাওয়ার পরে।

মিসেস বার্ডস্কি আরও লিখেছেন—তাঁর বর্তমান অর্থাভাবের কথা জানতে পেরে প্রিন্স লিও মিশকিন নিজে থেকেই গ্রামে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন এবং সাহায্য করেন প্রচুর অর্থ দিয়ে। তা ছাড়াও, মাসিক একটা বৃত্তির ব্যবস্থা তিনি করেছেন, যাতে অনাথা বিধবাকে আর কখনও অর্থকষ্ট পেতে না হয়।

প্যাভলিশিয়েভের ডায়রি পাওয়া গিয়েছে কোর্ট অব ওয়ার্ডস্-এ। তা থেকে মিসেস বার্ডস্কির গৃহকর্ত্রী-পদে নিয়োগের তারিখ পাওয়া গিয়েছে। সেটা ১৮১৯ সালের একটা তারিখ। ডায়রিতে উল্লেখ আছে পেডিয়াস্টগোরোভ গ্রামের পাদরীর সুপারীশ পত্র পাঠ করে তিনি অনাথাকে আশ্রয় দিচ্ছেন, তার সাত বৎসর বয়স্ক পুত্র আলেক্সি সমেত। তার কাজ হবে ঘর সংসার দেখাশোনা করা। পারিশ্রমিক হবে মাসিক কুড়ি রুবল, তা ছাড়া মাতাপুত্রের খোরপোষ। অবশ্য পুত্র সেমিয়ানোভিচের দরুন খরচাটা ততদিনই দেওয়া হবে, যতদিন তার বয়স কুড়ি না হচ্ছে। তা কুড়ি বৎসর সেমিয়ানোভিচের পুরে গিয়েছিল প্যাভলিয়েশেভ মারা যাওয়ার দুই বৎসর আগেই।

প্রত্যেকটা কাগজই নিজে পড়ে দেখবার পরে বার্ডস্কি লিওর দিকে এগিয়ে গিয়ে তার সমুখে দাঁড়াল। তখন তার মুখের চেহারা একদম কালো।

"আমি ক্ষমা চাইছি। আগাগোড়া একটা সাংঘাতিক ভুল ধারণা ছিল আমার। ধারণাটা আমার মগজে ঢুকিয়েছিল কতিপয় বন্ধু। তাদের হয়েও আমি ক্ষমা চাইছি আপনার কাছে। আর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার মায়ের সাহায্য করার জন্য। আমার মায়ের জন্য আমি নিজে কিছু করিনি, উলটে তাঁর চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করেছি।

BanglaBook.org

এইবার আমি নিজেই ভার নেব আমার মায়ের। আপনাকে আর কিছু করতে হবে না।"

লিও সবাইকে অবাক করে দিয়ে আলিঙ্গন করল বার্ডস্কিকে। "ভুল বোঝাবুঝির শেষ হয়েছে, এইটিই লাভ। তোমার মায়ের ভার তুমি নিজে নেবে, এ ত খুব ভাল কথা। তা তুমি যাতে একটা ব্যবসা খুলতে পার, তারই জন্য মূলধন হিসাবে আমি তোমায় দশ হাজার রুবল উপহার দেব। দেব, তোমার আমার উভয়েরই স্বর্গতঃ আশ্রয়দাতা পুণ্যশ্লোক প্যাভলিশিয়েভ মহাশয়ের প্রতিনিধি হিসাবে। তিনি বেঁচে থাকলে যে এই পরিমাণ অর্থ তোমায় দিতেন, এতে আমার সন্দেহ নেই।"

হিপোলিট কাশতে কাশতে বলল, "মোটে দশ হাজার রুবল? যেখানে দশ লক্ষ রুবল তুমি পেয়েছ আত্মীয়ের উইলসূত্রে?"

বার্ডস্কি তার মুখটা চেপে ধরল সজোরে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

লিওকে নতুন চোখে দেখছে সবাই। ইয়েপাঞ্চিনদের বাড়ীতে তার সমাদর বেড়ে গিয়েছে। কোলিয়া তাকে দেবতা মনে করে। এমন কি গেনিয়াও একান্ত অনুগত হয়ে পড়েছে তার। লিও তাকে বলছে একটা কিছু কাজকর্ম করবার জন্ত। বার্ডস্কির ব্যাপারে গেনিয়া যে-রকম বিচক্ষণতা দেখিয়েছে, আর যে-রকম মেহনত করেছে, তার দরুন তাকে পর্যাপ্ত পারিশ্রমিক ত দিয়েছেই লিও, উপরন্তু ব্যবসার মূলধনটাও—

"তুমি কত জনকে মূলধন যোগাবে ভাই? বার্ডস্কিকে, আমাকে—"

"যতক্ষণ এক কপর্দক আছে, ততক্ষণ যোগাব। উইলসূত্রে দশ লক্ষ না পেয়ে মাত্রই দু'লক্ষ পেয়েছি বলে আমার একটা মাত্রই আফসোস তা এই যে তোমার মত অভাবগ্রস্ত অথচ কর্মঠ লোকদের সাহায্য করবার শক্তি আমার খুব সীমাবদ্ধ। যা হোক যতক্ষণ শক্তি আছে, ততক্ষণ দিই ত!"

"তারপর যখন দিতে দিতে নিঃস্ব হয়ে যাবে, তখন তোমায় দেখবে কে?" প্রশ্ন করে গেনিয়া।

"শৈশবে কৈশোরে নিঃস্বই ছিলাম ভাই, কে তখন দেখেছিল?"—জবাব দেয় লিও—"প্যাভলিয়েশেভরা উবে যাননি পৃথিবী থেকে, সর্বযুগেই তাঁরা আছেন দুই চার'জন।"

"তা আছেন, একজনকে ত সামনেই দেখছি—" মনে মনে বলে গেনিয়া।

লিওর পরদিন আবারও পার্কে দেখা ইয়েপাঞ্চিনদের সঙ্গে। আলেকজান্দ্রা স্বাগত জানাল হাসিমুখে—"এসো, এসো, নবযুগের মেসায়া এসো। যীশুর উপদেশ এমন অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে আর কাউকে দেখা যায়নি এদেশে। এক গালে চড় মারলে আর এক গাল এগিয়ে দেওয়া! বাপ্!"

BanglaBook.org

আগলায়ার পাশে র‍্যাডমস্কি। আডেলেডার পাশে প্রিন্স স্থ। লিওকে কাজেই স্থান নিতে হ'ল আলেকজান্দ্রার পাশে। টুকরো টুকরো আলাপের মধ্য দিয়ে যে ধারাণাটা লিওর মগজে ঢুকল, সেটা এই যে গরমটা কাটলেই ইয়েপাঞ্চিনদের পিটার্সবার্গের বাড়ীতে জোড়া বিয়ের ধুম পড়ে যাওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা আছে।

"খুব আনন্দের কথা! খুব আনন্দের কথা! কিন্তু র‍্যাডমস্কি ত সৈন্য-বাহিনীর লোক। অবশ্য যুদ্ধ না বাধাই ভাল, হঠাৎ বাধবেও না বোধ হয়। কিন্তু থাক সে-সব কথা। ভগবান যা করেন, ভালোর জন্যই। মিস্ আডেলেডা, মিস্ আগলায়া দু'জনই পরম সুখী হবেন তাঁর আশীর্বাদে।"

কথা কইতে কইতে পার্কের প্রান্তে এসে পড়েছে দলটা। সমুখেই লোহার শিকলের বেষ্টনী। কংক্রিটের থাম্বায় থাম্বায় আটকানো।

শিকলের ওপাশেই রাজপথ। একটা গাড়ী আসছে রাস্তা বেয়ে।

গাড়ীটাও সুন্দর, ঘোড়া দু'টোও তেজী।

তীরবেগে ছুটে যাচ্ছে গাড়ীটা সামনে দিয়ে। লিও দেখল—গাড়ীতে সুবেশা দুটি নারী। তাতে তার কৌতূহল উদ্রিক্ত হওয়ার কোন কথা নয়, কিন্তু হঠাৎ একটা ব্যাপার ঘটল এমন, যাতে একা লিও কেন, দলের প্রত্যেকটা লোকই চমক খেলো একসাথে। গাড়ীখানার আরোহিণী দুটির মধ্যে একজন ঘাড় বাঁকিয়ে পিছন পানে তাকিয়ে চিৎকার করে বলল—"ও ভাই ইউজিন, তোমার সে-গোলমালটা যাতে মিটে যায়, তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ও নিয়ে তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমার উপর অনায়াসে নির্ভর করতে পার তুমি।"

ব্যস্, এই পর্যন্ত। গাড়ী তীরবেগে ছুটল আবার, যখন বাঁক নিচ্ছে বড় রাস্তার মোড়ে গিয়ে, তখনও ঘাড়-বাঁকানো সেই সুবেশা সুন্দরী হাত নেড়ে নেড়ে কী যেন বলছে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে।

পার্কের প্রান্তে দাঁড়িয়ে ইয়েপাঞ্চিন দলটা হতভম্ব, তটস্থ।

BanglaBook.org

ইউজিন ত ইউজিন র‍্যাডমস্কি। এ দলে পুরুষ বলতে আর দু'জন—প্রিন্স স্থ আর প্রিন্স মিশকিন, তাদের কারও প্রথম নাম ইউজিন নয়।

অনিবার্য সিদ্ধান্ত দাঁড়ায়, গাড়ীর ঐ নারীর সঙ্গে পরিচয় আছে র‍্যাডমস্কির। সাধারণ পরিচয় নয়, দস্তুরমত অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব, এতখানি ঘনীভূত বন্ধুত্ব যে সে গাড়ী থামিয়ে চেঁচিয়ে নাম ধরে ডেকে তার সঙ্গে কথা বলতে সাহস পায়। সন্দেহজনক।

এবং মারাত্মকও। র‍্যাডমস্কি কোন একটা গোলমালে পড়েছে, এবং ঐ নারী সেই গোলমালের ব্যাপারটা আপসে মিটিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখে, এমন ইঙ্গিত শুধু র‍্যাডমস্কির কেন, যে কোন ভদ্রলোকের সুনামের পক্ষে মারাত্মক। প্রিন্স স্থ ভালভাবেই জানেন বন্ধু র‍্যাডমস্কিকে, কোন ইতর ব্যাপারে সে জড়িত থাকতে পারে, এমনটা ধারণাই তিনি করতে পারেন না। তিনি ত এমন ভাব দেখালেন, যেন দৌড়ে গিয়ে গাড়ী থামিয়ে জবাবদিহি চাইবেন ঐ ধৃষ্টা রমণীর কাছে।

সেটা আর অবশ্য করা হল না, কারণ তেজী ঘোড়ার সঙ্গে দৌড়ের পাল্লা দেওয়া সম্ভবও নয়, শালীনও নয়। অগত্যা তিনি র‍্যাডমস্কিকেই জিজ্ঞাসা করলেন—"ব্যাপার কী? চেনো নাকি ঐ স্ত্রীলোকটাকে?"

"চেনা? কস্মিন্ কালেও না।"—জোর দিয়ে বলে উঠল র‍্যাডমস্কি—"তাছাড়া যতদূর জানি, 'ইউজিন' নামে আমাকে ডাকবার মত অধিকারই কোন নারীর নেই এই প্যারিসে। এ-ব্যাপার আমার কাছে আশ্চর্য ত ঠেকছেই, একটা দুরভিসন্ধির, কোন রকম একটা ষড়যন্ত্রের আভাস আমি দেখতে পাচ্ছি এতে।"

সবাই নীরব। কে কী বুঝবে? কেউ ত কিছুই বুঝতে পারছে না। তবে নীরবতার মধ্যেও প্রকারভেদ আছে ব্যক্তিভেদে। কেউ অবাক্, কেউ হতবুদ্ধি, কেউ বা রুষ্ট। এই শেষের পর্যায়ে পড়ছেন দুই মহিলা। এক, মিসেস ইয়েপাঞ্চিন, দুই, তস্যা কনিষ্ঠা কন্যা মিস্ আগলায়া।

BanglaBook.org

দুইজনেই একই কথা ভাবছেন। ব্যাপারখানা যদি কোন অজানা শত্রুর ষড়যন্ত্রপ্রসূত হয়ে থাকে, ত কোন কথা নেই। কিন্তু ষড়যন্ত্রই যে এটা, এমন ধারণা করার অনুকূলেই বা প্রমাণ কোথায়? অপ্রিয় ঘটনাকে ষড়যন্ত্র বললেই ফুস্ মন্তরে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, কিছু লোকের মনে সন্দেহ থেকেই যায়।

সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে আগলায়ার মনে, তার মায়ের মনে। র‍্যাডমস্কি লোকটি দেবদূতের মত পবিত্র না-ও হতে পারেন, এমন সব ব্যাপারে তাঁর জড়িত থাকা সম্ভব হতেও পারে, যার কথা ভদ্র-সমাজে বলা চলে না।

যেদিক দিয়েই দেখা যাক, একটা ঘন কুয়াশায় দৃষ্টি আটকে যাচ্ছে।

এদিকে র‍্যাডমস্কির পক্ষ থেকে প্রিন্স সু আকাশ পাতাল আলোড়ন করছেন, সেদিনকার সেই রহস্যময়ী নারীর পরিচয় জানবার জন্য। কিন্তু সেই থেকে তাকে আর পথেঘাটে দেখা যাচ্ছে না, সেই গাড়ীখানাকেও না। অনিষ্ট যা করবার, তা করে দিয়ে মেয়েটা একদম আত্মগোপন করেছে।

কিন্তু তাকে ত খুঁজে পাওয়া চাই! তা নইলে র‍্যাডমস্কির কলঙ্কমোচন হয় না। আগলায়ার সঙ্গে র‍্যাডমস্কির বিয়ের প্রস্তাব এগুতে পারে না এক পা-ও।

সুতরাং সু খুঁজে যাচ্ছেন, ইয়েপাঞ্চিনেরাও মনে প্রাণে তাঁর অন্বেষণের সাফল্য কামনা করছেন।

কিন্তু বিড়ম্বনা দেখ! কেউ ভুলক্রমেও কথাটা আলোচনা করছেন না সেই একমাত্র লোকের সঙ্গে, যে এ-রহস্যের কিনারা করতে পারত। সে লোক হল লিও মিশকিন।

লিও দূর থেকে দেখেই চিনেছিল সেই রহস্যময়ীকে। ওকে ভুলে যাওয়ার জো কী লিওর? ওর হাতনাড়া, ওর কণ্ঠস্বর, ওর চেহারার আদল, সব যে চেনা লিওর। দীর্ঘ তিনমাস যে লিওর কাছাকাছিই ছিল সে মস্কোতে!

BanglaBook.org

কিন্তু লিওকে কেউ জিজ্ঞাসা করেনি। সেও যেচে কথা বলতে যাওয়ার কোন প্রয়োজন বোঝেনি। অনধিকার চর্চা হবে যে সেটা!

অবশেষে কিন্তু নাটকীয় ভাবে মীমাংসা হয়ে গেল সমস্যার।

সেদিনও পার্কে সমবেত হয়েছেন ওদিকে ইয়েপাঞ্চিনেরা, এদিকে লিও।

লিও রয়েছে একটু তফাতে। এমন সময় আবার সেই গাড়ী।

বিদ্যুৎবেগে সেই গাড়ী ছুটে আসছে রাস্তা বেয়ে। আজ থামল একেবারে ইয়েপাঞ্চিনদের ঠিক সামনে। আর গাড়ী থেকে ঝুঁকে পড়ে সেই সুন্দরীই সেদিনকার মত চেঁচিয়ে উঠল—"ইউজিন! ওহে বন্ধু! মিটিয়ে এনেছি গোলমালটা। আর দুটো দিন সবুর কর শুধু। কোন চিন্তা নেই।"

এইবার গাড়ী ছুট দেবে আবার। কিন্তু তার আগেই র‍্যাডমস্কি দিলেন এক লাফ। এসে চেপে ধরলেন ঘোড়ার রাশ। "কে তুমি? কে তুমি দুর্বৃত্তা নারী? আমি চিনি না তোমাকে। কে তুমি? কেন আমার নাম ধরে রোজ তুমি এমন চ্যাঁচাও?"

কথার কোন উত্তর নেই। চাবুক হাতে নিয়ে সেই নারী তড়াক করে লাফিয়ে পড়ল গাড়ী থেকে, আর সপাং করে চাবুক কষিয়ে দিল র‍্যাডমস্কির মুখের উপরে। ভাগ্যিস মুখোমুখি আঘাতের সুযোগ পায়নি ও, আর ভাগ্যিস র‍্যাডমস্কি সময় পেয়েছিলেন হাত তুলে আঘাতটা আটকাবার। তাই মুখখানা বেঁচে গেল ভদ্রলোকের। কপাল থেকে থুঁতনী পর্যন্ত চিরে যাবার কথা যেখানে, সামান্য একটু আঁচড় মাত্র লাগল সেখানে ভ্রূর কোণে।

ঘোড়া ছেড়ে র‍্যাডমস্কি লাফিয়ে আসছেন চাবুক ছিনিয়ে নেবার জন্য, তাঁকে এক ধাক্কায় দূরে হটিয়ে দিল একটা বলবান লোক। সে রোগোজিন।

র‍্যাডমস্কির বাহিনীরই অন্য এক যুবক কাপ্তেন আজই দৈবাৎ বেড়াতে এসেছে প্যাবলুওস্কে, সেও ঐ মুহূর্তে এগিয়ে আসছিল র‍্যাডমস্কির সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করতে, নাম তার আন্দ্রিয়োভিয়েভ।

BanglaBook.org

সেই আন্দ্রিয়োভিয়েভ এদিকে এক টানে চাবুকটা ছিনিয়ে নিয়েছে আততায়ী নারীর হাত থেকে। ছিনিয়ে নিয়ে, ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে, সেই চাবুকই সে তুলেছে নারীর মুখ লক্ষ্য করে।

কিন্তু চাবুক মারবার আগেই তার হাত চেপে ধরল আর একজন, সে হল লিও মিশকিন। আর ওদিক থেকে রোগোজিন এসে নাস্‌টাসিয়াকে পাঁজাকোলা করে তুলে দিল গাড়ীতে, নিজেও উঠে বসল সঙ্গে সঙ্গে।

গাড়ীর দ্বিতীয় আরোহিণী গাড়ী ছুটিয়ে দিল বিদ্যুৎবেগে।

নাস্‌টাসিয়া! সে ছাড়া আর কে? ডেরিয়া আর্কাডিয়েভনার বাড়ীতে সে অতিথি। ও গাড়ী তারই, রাত্রি যোগে পিটার্সবার্গ থেকে গাড়ী আসে বা পিটার্সবার্গ অভিমুখে ফিরে যায়, দিনের বেলায় থাকে ডেরিয়ার আস্তাবলে, কাজেই প্যাবলুওস্ক বাসীদের কাছে গাড়ীখানা অপরিচিত।

গাড়ী অদৃশ্য। আন্দ্রিয়োভিয়েভ এগিয়ে এল ক্রূর হাসি হেসে, লিওকে বলল—"আপনার নাম ধাম জানতে পারি?"

দ্বিধা না করে লিও তা জানিয়ে দিল।

সেই দিনই সন্ধ্যার পরে। ইয়েপাঞ্চিন ভবনে প্রবেশ করতে যাচ্ছে লিও, আগলায়া বারান্দাতেই পথ আটকে ফেলল তার—"বসো এইখানে। চা খাবে? খাও ত এখানেই আনতে বলি।"

"চা? কী জানি! এখন চা খাব কেন হঠাৎ?"

"চা-খাওয়ার আবার কারণ লাগে না কি? আচ্ছা, থাকুক চা! শোনো, কেউ যদি তোমায় ডুয়েলে আহ্বান করে, কী করবে তুমি? খুব ভয় পেয়ে যাবে বোধ হয়?"

"ডুয়েলে? তা ভয় পেয়ে যাব নিশ্চয়ই। ডুয়েলে মানুষ মরেও ত!"

"তা কখনও কখনও মরে বই কি! কিন্তু তা বলে তুমি ভয় পাবে? পালাবে?"

"না, না, পালাব কেন? পালায় ত কাপুরুষে!"

BanglaBook.org

"এই যে বললে তুমি ভয় পাবে ?"

"ভয় পাব, কিন্তু পালাব না। ভয়কে জয় করাই ত বীরত্ব।"

মুগ্ধ নয়নে তার দিকে চেয়ে আগলায়া বলল—"ভয় যতই করুক, তুমি লড়বে ?"

"লড়ব, তা বলিনি। তবে দাঁড়াব ঠিকই প্রতিদ্বন্দ্বীর সামনে, চায় যদি সে আমাকে মেরে ফেলুক। আমি কিন্তু গুলি করব না তাকে, কাউকে আঘাত করা আমার নীতিবিরুদ্ধ। যীশু আমাকে বলেছেন, মানুষকে ভালবাসতে, হত্যা করতে নয়।"

আগলায়া হতবাক্, ক্ষণকাল তার দিকে তাকিয়ে থেকে তার পর বলল—"শোনো, ছেলেমানুষি করলে চলে না সব সময়। আন্দ্রিয়োভিয়েভ তোমায় দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করবে।"

"করবে বই কি। করেইছে, বলা যায় একরকম। নামধাম জেনে গিয়েছে। কেবল সহকারীরা এসে আনুষ্ঠানিক কথাবার্তা কইবে, তারই অপেক্ষা। কী করা যাবে, মরতে যখন হচ্ছেই, মরব। যীশুর যদি সেই ইচ্ছাই হয়, মরতে বাধা কী ?"

ধমক দিয়ে আগলায়া বলল—"না, মরা চলবে না তোমার। একটা পিস্তল কেনো কালই। পিস্তল কী করে ভরতে হয়, জানো না নিশ্চয়ই ? যা হোক, আমি বলে দিচ্ছি। বারুদটা যেন খুব শুকনো হয়, আর হয় খুব মিহি। মোটা দানা বারুদ নাকি পিস্তলে চলে না, ওটা ব্যবহার হয় কামানে ! হ্যাঁ, বারুদ হবে মিহি, আর পিস্তল হবে ইংরেজী বা ফরাসী কারখানার। ওরাই নাকি সব চেয়ে ভাল পিস্তল গড়ে। যা হোক, শোনো, বারুদ ভরবে পিস্তলে, এক অঙ্গুঠি বা দুই অঙ্গুঠি। যাক গে, যতটা ধরে, ততটাই না হয় দিও বারুদ। তাতে চাপা দেবে জমাট পশমের এক টুকরো কাপড়। তারপর দেবে বুলেট। খবর্দার, আগে বুলেট তারপর পশমী কাপড় দিয়ে বসো না যেন, তা হলে ফায়ার হবেই না। আগে ঐ পশমী কাপড়ের টুকরোটা, তারপরে বুলেট। মনে থাকে যেন। তুমি হাসছ কী বলে ? ডুয়েলের ডাক এলেই যে তক্ষুণি লড়তে

BanglaBook.org

যেতে হবে, তার কোন মানে নেই। এক হপ্তা বা দুই হপ্তা পরে দিন ফেলা যেতে পারে। যাকে আহ্বান করা হয়েছে, তার মর্জিমাফিকই দিন ধার্য হয় বলে শুনেছি আমি। দুই হপ্তা সময়ই নেবে তুমি, আর এই দুই হপ্তা ধরে রোজ দুই ঘণ্টা অভ্যাস করবে পিস্তল ছোড়া। তা হলেই হাত রপ্ত হয়ে আসবে। মনে থাকে যেন—শুকনো মিহি বারুদ, পশমী কাপড় আর বুলেট। পর পর। দাঁড়াও, তোমার চা পাঠিয়ে দিই—"

আগলায়া চলে গেল এক ঝলক দখিনা বাতাসের মত, পিছনে রেখে গেল একটা অপরূপ সৌরভ। সে-সৌরভ নাসিকার ভিতর দিয়ে মস্তিষ্কে প্রবেশ করছে লিওর। অপূর্ব এক মাদকতার আবেশে অভিভূত হয়ে পড়তে চাইছে সকল অনুভূতি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডুয়েলটা হতেই পেলো না। র‍্যাডমস্কি গিয়ে নিরস্ত করল আন্দ্রিয়োভিয়েভকে। বলল—"কার সঙ্গে তুমি লড়তে চাইছ? প্রিন্স মিশকিনকে সাধারণ মানুষের পর্যায়ে ফেলাই যায় না। নিজের যে-কোন ব্যাপারে প্রচলিত সামাজিক আচার-আচরণের চেয়ে তিনি বেশী মান্য করে চলেন দুই হাজার বছরের পুরোনো বাইবেলের নির্দেশকে। সেণ্ট পিটারের সঙ্গে কি তুমি দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে যেতে?"

কিন্তু বেচারী র‍্যাডমস্কি! তার উপরে যেন বিধাতার অভিশাপ এসে পড়েছে। একটার পরে একটা বিপদ ঘটেই চলেছে তার।

এবারকার বিপদ আরও সঙ্গিন। তার সেই ধনকুবের কাকা হঠাৎ আত্মহত্যা করে বসেছেন। আর আত্মহত্যার পরে আবিষ্কৃত হয়েছে যে বলবার মত অর্থসম্পদ তিনি কিছুই রেখে যাননি।

তাহলে অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তা এই। কাকার সম্পত্তি কিছুই পেলেন না র‍্যাডমস্কি, নিজের পৈত্রিক অর্থ যা আছে, তা সামান্য। তাতে একা তাঁর কোন রকমে ভদ্রভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ হ'তে পারে

BanglaBook.org

হয়ত, কিন্তু বিবাহ করে সংসারী হওয়ার পক্ষে সে-সম্বল মোটেই পর্যাপ্ত নয়।

অতএব তাঁকে ছাড়তে হল আগলায়ার আশা।

আগলায়ার নিজের তাতে দুঃখ নেই। আশাভঙ্গের দুঃখ তার মা-বাবারও যে খুব বেশী হয়েছে, এমন কোন চিহ্ন দেখতে পাওয়া গেল না তাঁদের আচরণে। দুই মেয়ের বিয়ে এক সাথে দেওয়ার একটা কল্পনা ছিল তাঁদের। সেইটি হল না আর কি! তা হোক, একা আডেলেডার বিবাহই হয়ে যাক আগে। অন্যদের বিয়ের ফুল যখন ফুটবে, দেখা যাবে তখন।

এমনি সময় একদা সন্ধ্যায় পার্কে সমবেত হয়েছেন সবাই। এদিকে লিও আছে যেমন, তেমনি ওদিকে র‍্যাডমস্কিও আছেন! র‍্যাডমস্কির যাতায়াত এখন ইয়েপাঞ্চিন-বাড়ীতে কম, বেশির ভাগ সময় তাঁর কাটে লিওর সাহচর্যে, লিওর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তাঁকে মুগ্ধ করেছে খানিকটা। অসাধারণ মানুষ হিসাবে লিওকে তিনি বিশেষ একটু মর্যাদা দিচ্ছেন এখন।

পার্কে দল বেঁধে বেড়াচ্ছেন সবাই। আগলায়াই কী-রকম একটা কৌশল করল, লিও এক সময় দেখে যে ঠিক তার পাশে পাশে হেঁটে চলেছে আগলায়া, এবং তা দলের অন্য সবাইয়ের থেকে বেশ একটু পিছনেই। তা বেশ! তাতে লিও বিব্রতও নয়, পুলকিতও নয়! এসব বিষয়ে একটা দার্শনিক নিরাসক্তি আছে তার।

আগলায়া হঠাৎ বাঁ-দিকে আঙ্গুল দেখাল। মাঠের মধ্যে ইউক্যালিপটাসের একটা কুঞ্জ। তার পাশে সবুজ রং একখানা বেঞ্চ। "রোজ সকালে সাতটার সময় আমি ওখানে এসে বসি। বাড়ীতে সবাই তখন থাকে স্টোভের ভিতর। আটটা নাগাদ ফিরে গিয়ে আমিই ডেকে তুলি তাদের।"

লিও এ কথার ভিতরে কোন ইঙ্গিতের সন্ধান পেল না। এসব বিষয়ে তার মাথা তেমন খেলে না। সে শুধু বলল—"অত ভোরে

BanglaBook.org

ওঠা কি খুব ভাল? হঠাৎ একদিন ঠাণ্ডা লেগে যায় যদি ভুগবে।"

আগলায়া কি হতাশ হয়ে নিশ্বাস ফেলল একটা?

তারও দিন দুই পরে সন্ধ্যাবেলায় লিওর হাতে একখানা চিরকুট গুঁজে দিল আগলায়া। লিও তখন গল্পগুজব করে বাড়ী ফিরছে ইয়েপাঞ্চিন ভবন থেকে।

বাড়ী এসে চিরকুট খুলে পড়ল—"সেদিন যে সবুজ বেঞ্চ দেখিয়েছি। সেইখানে কাল সকালে সাতটায় অবশ্য আসবে।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

না। লিও এতেও বিচলিত হল না। না বিব্রত, না পুলকিত। কী জন্য ডেকেছে আগলায়া? তরুণী মহিলাটি ক্ষ্যাপাটে একটু। দেখা যাক।

সকাল সাতটাতেই পার্কে যেতে হবে। সুতরাং একটু তাড়াতাড়ি আজ শয্যাগ্রহণ করা উচিত। তারই জন্য তৈরী হচ্ছে লিও, এমন সময় লেবেডেফ এসে হাজির।

শয্যায় যখন প্রবেশ করল লিও, তখন মস্তিষ্ক উত্তপ্ত তার। ঘুম আর আসে না। সারা রাত ছটফট করে উঠে পড়ল সে বিছানা থেকে। অতি ভোরেই।

একটা কথা বারবার মনে পড়ছে তার। ডাক্তার শ্লিডারের একটা সতর্কবাণী। "লিও। নিজেকে সবরকম উত্তেজনা থেকেই দূরে রাখবে। ধারাবাহিক ভাবে যদি চঞ্চলতার কারণ ঘটে। আবার পূর্বরোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকবে তোমার। খুব সাবধান!"

কিন্তু দেখ, আপনা থেকেই কারণ ঘটছে চঞ্চলতার, উত্তেজনার। আপনা থেকেই ঘটে যাচ্ছে। একটার পরে একটা। লিও কেমন করে দূরে সরিয়ে রাখবে নিজেকে? তাহলে ত সংসার ছেড়ে নির্জন বাস করতে হয় বিজন অরণ্যে! তাতেই কি জীবনের সার্থকতা আসবে? আসত যদি, যীশুও ত বেছে নিতে পারতেন নির্জন বাস? তিনি ত তা করেননি!

পলায়নী মনোবৃত্তি প্রশংসার নয়। থাকতে হবে দশজনার মধ্যে, দশজনার সুখ-দুঃখের অংশ নিয়ে। নিজে ভাল থাকবার জন্য, অন্যকে ভাল করবার জন্য যুঝতে হবে ক্রমাগত। সেই যুদ্ধের মধ্যেই সার্থকতা মানুষের। ভগ্ন স্বাস্থ্য? সেটা লিওর দুর্ভাগ্য একটা। কিন্তু সে দুর্ভাগ্য তাকে মানুষ পদবীর অযোগ্য করে তুলবে—এটা হতে দিতে পারে না লিও।

BanglaBook.org

অতি প্রত্যূষেই লিও বেরিয়ে পড়ল বাড়ী থেকে। শীত নেই বললেই হয়, তবু ওভারকোটে গা-মাথা জড়িয়ে নিল সে। সাবধানের মার নেই। এই সেদিনই সে আগলায়াকে সতর্ক করেছিল —"ঠাণ্ডা লাগতে পারে, ভুগতে হবে তা হলে।" আজ সে নিজেই বেরিয়ে পড়েছে, আগলায়ার চেয়েও অনেক আগে। বলতে গেলে রাত্রির অন্ধকারই কাটেনি এখনও।

পার্কেই ঢুকে পড়ল লিও। আনমনা ভাবেই পা চালিয়ে দিল সেই সবুজ বেঞ্চির দিকে। কী আশ্চর্য! একটা মানুষ বসে আছে না? আগলায়া? না, না, এত ভোরে সে কদাচ আসবে না। আসে যদি ত বুঝতে হবে মেয়েটা বদ্ধ পাগল হয়ে গিয়েছে।

এ নিশ্চয় অন্য কেউ।

লিও ধীরে ধীরে অগ্রসর হল। কে হতে পারে? কে? কেন?

লোকটা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল লিওকে দেখে। লিও চিনল— এ রোগোজিন।

সেই চাবুক-মারার দিন রোগোজিনকে কয়েক মুহূর্তের জন্য দেখেছিল লিও। সেদিন মনে হয়েছিল ও হয়ত পিটার্সবার্গ থেকে দৈবাৎ এসে পড়েছে নাস্‌টাসিয়াকে দেখবার জন্য। নাস্‌টাসিয়া যে ডেরিয়া আর্কাডিয়েভনার বাড়ীতে স্থায়ীভাবেই রয়েছে, তার ত অজস্র প্রমাণ চারিপাশে!

আজ এই অসময়ে পার্কের বেঞ্চিতে তাকে দেখে লিওর মনে হল—ধারণাটা ভুল তার। রোগোজিনও বরাবরই রয়েছে এখানে। পিটার্সবার্গ থেকে এখন শেষ রাত্রে কেউ আসতে পারে না প্যাভলুওস্কে। ট্রেনই নেই। আর পিটার্সবার্গ থেকে যদি আসত ও, সোজা ডেরিয়ার বাড়ীতে না গিয়ে পার্কে এসে বসবে কেন? শেষ রাত্রিতে পার্ক-ভ্রমণ ত আনন্দের নয়!

"তুমি তাহলে বরাবরই আছ এখানে? আমায় জানতে দাওনি কেন?"—জিজ্ঞাসা করল লিও। আশ্চর্য! রোগোজিনের উপর

একটুও রাগ যে তার আছে, এমন আভাস তার কথার সুর থেকে একটুও ফুটে বেরুলো না।

রোগোজিন জবাব দিল—"জানতে দিইনি, কারণ মনে আমার শান্তি নেই। আমার মনস্তাপ তোমাকেও দগ্ধ করুক, এটা আমি চাইনি। জানি কি না যে আমার দুঃখের কথা শুনলে কেঁদে ভাসিয়ে দেবে তুমিও!"

"বসো এইখানে। বল সব কথা। মস্কোতে শেষ দেখা হওয়ার পর থেকে।"—বলল লিও।

রোগোজিন বিষণ্ণ সুরে আরম্ভ করল তার গল্প। মস্কোতে নাস্‌টাসিয়া ছিল যেন ব্যাডমিণ্টন খেলার কক্। একবার এর ঘরে গিয়ে পড়ছে, একবার ওর ঘরে। মন যে তার দোটানায় পড়েছিল, তাও নয়। লিওর প্রতিই তার অনুরাগ বরাবর। কিন্তু লিওকে আপন করে নেবার মত স্বার্থপরতা নেই তার। নিজে যে সে লিওর মত পবিত্র মানুষের অযোগ্যা, সে-ধারণা অন্তরে তার বদ্ধমূল। তাই এক একবার দুর্দম-হৃদয়াবেগে তার কাছে ছুটে এলেও বেশীক্ষণ থাকতে পারেনি তার কাছে, আবার পালিয়ে গিয়েছে রোগোজিনের আশ্রয়ে। কিন্তু রোগোজিনের তাতে লাভ কী? তাকে আত্মদান করার আগে নাস্‌টাসিয়া নিজের বুকে ছুরি মারবে। ঘৃণা! ঘৃণাই করে সে রোগোজিনকে।

"এই যে সে প্যাভলুওস্কে এসে রয়েছে"—বলছে রোগোজিন—"কেন, জানো? তোমায় সুখী করবার জন্য। হ্যাঁ, তা ছাড়া আর কোন আকাঙ্ক্ষা নেই তার। ভুল বুঝো না। সে নিজে তোমায় গ্রহণ করলে যে তুমি সুখী হবে না, এটা তার দৃঢ় বিশ্বাস। সে তোমার বিবাহ দিতে চায় আগলায়ার সঙ্গে। র‍্যাডমস্কির সঙ্গে আগলায়ার বিয়ের একটা কথা উঠেছে জানতে পেরেই সে লেগে গেল সে বিয়ে ভাঙ্গবার জন্য। কস্মিন্ কালে ও চেনে না র‍্যাডমস্কিকে। ওর নাম যে ইউজিন, তা ও জেনেছিল ইউজিনের কাকার কাছ থেকেই। হ্যাঁ, সেই কাকা, যে আত্মহত্যা করে সর্বনাশা মোহের প্রায়শ্চিত্ত করেছে।"

BanglaBook.org

"মোহ ?"—অবাক্ হয়ে প্রশ্ন করে লিও।

আর সে-প্রশ্ন শুনে, অমন যে মুষড়ে-পড়া রোগোজিন, সব দুঃখ-তাপ ভুলে সে খলখল করে হাসতে লাগল—"বুড়োর নিজের টাকা ত গেলই। সরকারী তহবিলও সে ভাঙ্গল। সব ঐ নাস্‌টাসিয়ার ব্যাঙ্কে মজুত হয়েছে। র‍্যাডমস্কিকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্যই এই খেলা সর্বনাশীর।"

লিও স্তম্ভিত। এ শয়তানি যে স্বয়ং শয়তানের পক্ষেও কল্পনাতীত!

রোগোজিন বলে যাচ্ছে—"এখন নাস্‌টাসিয়া ক্রমাগত জপাচ্ছে আগলায়াকে যে লিও মিশকিনের মত মহামানব পৃথিবীতে আর নেই, আগলায়া যদি সেই মহামানবকে বরমাল্য দিতে সক্ষম হয়, তবে বুঝতে হবে যে, দুনিয়ায় সেই সব চেয়ে ভাগ্যবতী নারী।"

"জপাচ্ছে ? আগলায়ার সঙ্গে দেখা হয় না কি তার ?"

"দেখা কেমন করে হবে ? আগলায়া দেখা করবে না জেনে ও ক্রমাগত চিঠি লিখছে তাকে। ডাকে নয়, লোক মারফৎ। ইয়েপাঞ্চিন বাড়ীর কোন দাসীকে ঘুষ দেয় সে দরাজ হাতে। আগলায়া চিঠি পায়, কিন্তু জানে না যে কে সে চিঠি এনে রেখে যায় তার বালিশের তলায়, বা সেলাইয়ের ব্যাগে, বা জামার পকেটে।"

"আশ্চর্য ত!"—এ ছাড়া আর কোন কথা বেরুলো না লিওর মুখ থেকে।

"নাস্‌টাসিয়ার সবই আশ্চর্য। রূপ আশ্চর্য, গুণ আশ্চর্য, বুদ্ধি আশ্চর্য, সাহস বল, আবেগ বল, ভালবাসা বল, সবই আশ্চর্য। এই আশ্চর্যের বেড়াজালে পড়ে আমি, অতি-সাধারণ, অতি-বোকা, অতি-অযোগ্য একটা পুরুষাধম দম আটকে মারা যেতে বসেছি। যন্ত্রণা আর সহ্য করতে না পেরে ভাবলাম—তোমাকে এসে মনের দুঃখটা জানাই একটু। ভাগ্যদোষে তোমাকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে পেতে হয়েছে, কিন্তু অন্তরে অন্তরে আমি বিলক্ষণ জানি, তোমার মত উদার মানুষ আর হয় না। আমার ব্যথা বুঝে তুমি আমাকে সান্ত্বনা দিতে পারবে একটু।

BanglaBook.org

"রাত্রে নাস্‌টাসিয়ার সঙ্গে ঝগড়া করেছি খুব। বাড়ীতে আর মন টিকল না। পার্কে এসে বসে আছি। ভেবেছিলাম, ভোর হলেই তোমার বাড়ীতে গিয়ে দেখা করব। তা এইখানেই দেখা হয়ে গেল।"

একটু থেমে সে আবার বলল—"কিন্তু তোমারই বা রাত্রে ঘুম হয়নি কেন? তোমার মনে ত জ্বালা নেই আমার মত। তুমি কেন রাত না ভোর হতেই বেরিয়ে পড়েছ ঘর থেকে?"

লিওকে বিপদেই পড়তে হত, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে। কারণ তাতে তাকে বলতে হত জেনারেল ইভলগিন সম্বন্ধে গেবেডেফের নালিশের কথা। সেটা অত্যন্ত অরুচিকর হত তার কাছে।

কিন্তু ভাগ্য ভাল, হ'ল না তা বলতে! কথায় বার্তায় বেলা যে অনেকখানি বেড়ে গিয়েছে, তা খেয়ালই করেনি ওরা কেউ। হঠাৎ দু'জনেই চমকে গেল অদূরে এক নারীমূর্তিকে অগ্রসর হতে দেখে। রোগোজিনের মনে হল—ও নিশ্চয়ই নাস্‌টাসিয়া। নিশ্চয়ই ও তাকেই খুঁজতে বেরিয়েছে। সে তড়াক্ করে উঠে দ্রুতপদে চলে গেল উলটো দিকে। কী কারণে যাচ্ছে, কেউ জিজ্ঞাসা করলে ও কিন্তু তা বলতে পারত না। এটাও এক প্রহেলিকা। যাকে কাছে পেতে চাই, কখনও কখনও ছুটে পালাতে চাই তার কাছ থেকেই।

রোগোজিন গেল, আগলায়া এল। ও যে আগলায়া, লিও অবশ্য তা আগেই বুঝতে পেরেছিল, কাজেই তার চঞ্চল হওয়ার কোন কারণ ছিল না।

"সুপ্রভাত!"—সৌজন্য বিনিময় করল দু'জনে।

লিও উঠে দাঁড়িয়ে আগলায়াকে বসাল। তার পরে আসন গ্রহণ করল নিজেও। "এখানে বসেছিল, ও কে?"—জিজ্ঞাসা করল আগলায়া!

"তোমার চেনা কেউ নয়।"—বলল লিও।

আগলায়া বসনের ভিতর থেকে বার করেছে কয়েকখানি চিঠি, তুলে দিয়েছে লিওর হাতে—"এইগুলি কে লিখেছে, বলতে পার?"

বলতে অবশ্য পারে লিও। কারণ রোগোজিন এইমাত্র তাকে

BanglaBook.org

শুনিয়ে গিয়েছে নাস্‌টাসিয়ার নতুন খেয়ালের কথা। আগলায়া কিন্তু তাকে পীড়ন করল না জবাবের জন্য। নিজেই বলে চলল—"আমি অবশ্য বুঝতে পেরেছি—এ সেই হতচ্ছাড়ী মেয়েটার কাজ, যে গাড়ী থেকে ইয়ার্কি ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারত র‍্যাডমস্কির উদ্দেশে। তার এ খেয়াল কেন হল, সেটা কিন্তু বুঝতে পারছি না। আমি যদি তোমাকে বিয়ে করি, তাহলে কি তার সুপারিশের খাতিরেই করব ?"—কথাটা এমনিই হাসির কথা যে বলতে গিয়ে হেসেই ফেলল আগলায়া।

"এতে কি সেইরকম সুপারিশই আছে ?"—সব জেনে শুনেও এই অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করতে বাধ্য হল লিও। ঠিক কী কথা বললে ভাল হয়, তা বুঝতে পারছে না বলেই।

"সেই সুপারিশ ছাড়া অন্য কিছুই নেই এই তিনখানা চিঠিতে। মেয়েটা, যতদূর শুনেছি, বোকাও নয়, পাগলও নয়। কাজেই ওর উদ্দেশ্য যে কী, সেটা বুঝবার জন্য মাথা ঘামিয়েছি বই কি! বুঝতে পারিনি। হয়ত এমনটা হতে পারে যে মনের ইচ্ছে আর মুখের কথা একেবারে উলটো ওর। চিঠিতে লিখছে—কর বিয়ে। অন্তরে চাইছে—চটে মটে আমি তোমার মুখ দেখা বন্ধ করে দিই—"

লিও কী উত্তর দেবে ? নাস্‌টাসিয়ার পক্ষে যে কিছুই অসম্ভব নয়, তা ত সে বিলক্ষণ জানে।

"চিঠিগুলো তুমি ফেরৎ দিও তাকে।"—বলল আগলায়া—"বলে দিও—আর যেন না লেখে চিঠি। কেলেঙ্কারি করতে চাই না, কিন্তু বাবাকে বলে এই চিঠি-লেখার দরুনই ওকে কয়েদখানায় বন্ধ করতে পারি।"

"তাতে কেলেঙ্কারি হবে সত্যিই।"—মৃদুস্বরে আপত্তি জানাল লিও—"সে সব কিছু করার দরকার নেই। আমার মনে হয় আমি তাকে নিরস্ত করতে পারব। এ ছেলেমানুষি যে একেবারে নিষ্ফল হতে বাধ্য, সেটা তাকে বোঝাতে পারব বোধ হয়।"

"নিষ্ফল হতে বাধ্য ? এ কথা কে বলেছে তোমায় ?"—এই বলেই পূর্ণ-দৃষ্টিতে একবার লিওর পানে তাকিয়ে পরক্ষণেই চোখ

BanglaBook.org

নামিয়ে নিল আগলায়া, আর তারপরই উঠে দাঁড়িয়ে বলল—"অসুখে ভুগে ভুগে তুমি জড় পদার্থে পরিণত হয়েছ। তোমার চোখ আছে, কিন্তু কিছু দেখতে পাও না। কান আছে, কিন্তু কিছু শুনতে চাও না, মন আছে, কিন্তু কোন কিছুতেই দাগ পড়ে না সে মনের উপরে।"

আগলায়া আর দাঁড়াল না।

নাস্‌টাসিয়ার কাছে নিজে গেল না লিও। চিঠিগুলি সীল মোহর করে পাঠিয়ে দিল কোলিয়ার হাত দিয়ে। কোলিয়া এসে জানাল—নাস্‌টাসিয়া একটি প্রশ্নও করেনি তাকে। "দেখব এখন" বলে ধুলো-পায়ে বিদায় করেছে তাকে।

সেদিন বিকালে ইয়েপাঞ্চিনদের মজলিসে আগলায়াকে যেন দেখাল বড়ই উত্তেজিত। স্বভাবতঃ সে কথা কম বলে, কিন্তু আজ মুখে তুবড়ি ফুটছে তার, আর কারণে অকারণে যে কোন আজে-বাজে কথা উপলক্ষ করে হেসে গড়িয়ে পড়ছে একেবারে। পুরুষদের মধ্যে উপস্থিত শুধু স্বয়ং জেনারেল, আর এই লিও। র‍্যাডমস্কি আজ কাল এ বাড়ীতে আসেই কম, প্রিন্স স্থ আসন্ন বিবাহের সম্পর্কে কিছু কেনাকাটা করতে শহরে গিয়েছেন। গিয়েছিলেন জেনারেলও, তবে তিনি এই মাত্র ফিরেছেন, স্থ ফিরতে পারেননি এখনও।

প্রিন্স স্থ'র গরহাজিরি নিয়ে বোনে-বোনে ঠাট্টা তামাশা হচ্ছিল, তাই থেকে আগলায়াকে লক্ষ্য করে আডেলেডাও পরিহাস করল একটু। ওর বিয়েটা হতে হতে হল না, এই নিয়ে কিছু রসিকতা আর কী।

আগলায়া কিন্তু ক্ষেপে গেল তা শুনে—"আমার বিয়ে হল না? জানিস্, ইচ্ছে করলে এই মুহূর্তে আমি বাগ্‌দানের আংটি পরে ফেলতে পারি একটা?"

"যাঃ যাঃ, অত বড়াই করতে নেই।"—বলল আডেলেডা।

"বড়াই? দেখবি তবে?"—হঠাৎ লিওর দিকে তাকিয়ে আগলায়া উজ্জ্বল চোখে প্রশ্ন করল—"হ্যাঁগো প্রিন্স, তুমি বিয়ে করবে আমাকে?"

BanglaBook.org

লিও এক মুহূর্ত নিস্তব্ধ। তার পরই জেনারেলকে ও অন্য সবাইকে অবাক্ করে দিয়ে চিরদিনের মুখচোরা লিও, হাসিমুখে নয়, রীতিমত গম্ভীর হয়ে বলল—"করতে পারলে সেটাকে আমি সৌভাগ্য বলেই বিবেচনা করব।"

"তবে আর কী! ঐ কথাই ঠিক রইল, আংটিটা আমার আজ না হোক কালই চাই।"

জেনারেল আর চুপ করে থাকতে পারলেন না, একটু ঝাঁজের সঙ্গেই বলে উঠলেন, "তোমরা ঠাট্টা-তামাশার সীমা পেরিয়ে যাচ্ছ। আগলায়া বা প্রিন্স—কারও কাছ থেকেই আমি এটা প্রত্যাশা করি না। আমি বা মিসেস ইয়েপাঞ্চিন—"

"ঠাট্টা বলে এটাকে না নিলেই ত সব গোল চুকে যায় বাবা।"—জবাব দিল আগলায়া, সেই রকমই ঝাঁজের সঙ্গে—"মেয়েদের স্বাধীনতার যুগ এসেছে, কি আসে নি? আমার বয়স প্রায় একুশ হয়েছে, কি হয়নি? লিওকে আমি বিবাহ করব, এ কথাটাকে উপযুক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয় যদি, খুশী হব আমি।"

বজ্রাহত? তার চেয়েও অসহায় অবস্থা জেনারেল ইয়েপাঞ্চিনের। একটু পরে, ক্ষীণ কণ্ঠে তিনি বললেন—"এ কাজের এ রীতি নয়।"

তারপর লিওকে জিজ্ঞাসা করলেন—"তোমার হাতে যে অর্থটা এসেছে, তার সঠিক পরিমাণ কত?"

"এমন বেশী কিছু নয়, কিছু অবশ্য খরচ হয়ে গিয়েছে, এখন যা আছে, দেড় লাখের মত আর কি!"

"মাত্র?"—জেনারেলের মুখ অপ্রসন্ন দেখাল—"তবে, উপায় যখন নেই, ঐটিকেই যথেষ্ট বলে মেনে নিতে হবে—আমার দিক থেকেও অবশ্য আগলায়া পাবে কিছু। কিন্তু প্রচলিত রীতি নীতি সব উলটে দিচ্ছ তোমরা।"

নিঃশ্বাস ফেলে মিসেস ইয়েপাঞ্চিন বললেন—"কী যে ধূয়া উঠেছে 'মেয়েদের স্বাধীনতা দাও' বলে! তারই ফল এসব আর কী!"—

BanglaBook.org

এই বলে নিজের চেয়ার ছেড়ে তিনি উঠে এলেন আগলায়ার সোফায়, আর পাশে বসে তাকে জড়িয়ে ধরলেন পরম আদরে।

বেরিয়ে আসার সময় সেদিন আবার একখানা চিরকুট পেলো লিও, পেলো আগলায়ারই হাত থেকে—"রাত নয়টায় অবশ্যই নিজের ঘরে থাকবে। এবং একলা।"

লিও ভেবে আকুল। আচমকা বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। তার তরফ থেকে বিন্দুমাত্র চেষ্টা বা চিন্তার অপেক্ষা না রেখে, এতেও সে বিচলিত হয়নি। ভগবান যা করেন, তা ভালর জন্যই করেন। তাঁর যদি ইচ্ছা হয়ে থাকে আগলায়ার আর লিওর জীবনকে এক সাথে গেঁথে দেওয়ার, কে তাকে বাধা দিতে পারে? কেনই বা দিতে যাবে বাধা? যিনি সর্বনিয়ন্তা, তাঁর বিধানে অতৃপ্ত হওয়ার স্পর্ধা যেন কারও না হয়।

না, বিয়ে ঠিক হয়ে যাওয়াতে বিচলিত হয়নি লিও, কিন্তু আগলায়া রাত নয়টায় তার কাছে আসছে। এ খবরে সে চঞ্চল না হয়ে পারল না। লেবেডেফটা রয়েছে। এই নিয়ে আবার সে কী ঘোঁট পাকিয়ে তুলবে, কে জানে!

তা ছাড়া, কী এমন ব্যাপার থাকতে পারে, যার আলোচনা বিকাল বেলাতেই করে ফেলতে পারত না আগলায়া? বা কাল সকাল পর্যন্ত মুলতুবি রাখতে পারত না? এটা ঠিক হচ্ছে না, ঠিক হচ্ছে না, আগলায়ার একা অত রাত্রে বাড়ী থেকে বেরুনো। মেয়েটার হাজার গুণ আছে, কিন্তু একটু পাগলাটে।

যা হোক, ঠিক নয়টাতেই লিও বারান্দায় হাজির আছে, আর ঠিক সময়েই আগলায়াকে দেখা গেল, মাঠ পেরিয়ে সে এ বাড়ীতেই আসছে। লিও তাড়াতাড়ি গেটের দিকে এগিয়ে গেল, আর সে নিকটে আসতেই আগলায়া বলল—"এসো ত একবার! আজ আবার নাস্‌টাসিয়া চিঠি লিখেছে, দস্তুরমত অপমান করে। আমি চলেছি তার বাড়ীতে, একটা বোঝাপড়া না করলেই নয় ওর সঙ্গে।"

BanglaBook.org

লিও একবার বলেছিল বুঝি—"তাও কি সম্ভব? তুমি যাবে তার কাছে?"

কে দেবে সে কথার উত্তর? আগলায়া ছুটে চলেছে আগে আগে, লিও কোনমতে দৌড়ে গিয়ে তাকে ধরল। এত দ্রুত চলেছে আগলায়া যে তার সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হচ্ছে না লিওর। অতএব নীরবেই দু'জনে চলেছে, নীরবে, নিঃশব্দে।

লিওর সন্দেহ হচ্ছে—এটা স্বপ্ন নয় ত?

না, স্বপ্ন নয়। এই ত ডেরিয়া আর্কাডিয়েভনার বাড়ী। সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাচ্ছে, কড়া নাড়ছে আগলায়া, দ্বার খুলে দিচ্ছে।

সর্বনাশ! রোগোজিন! দ্বার খুলল রোগোজিন।

ওরা প্রবেশ করল ড্রয়িংরুমে। নাস্‌টাসিয়া এই ঘরেই দাঁড়িয়ে আছে। সাদাসিধে একটা কালো পোশাক পরে সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছে আগন্তুকদের দিকে। রোগোজিনই বসতে বলল ওদের। আগলায়া বসল সোফার উপরে, নাস্‌টাসিয়া বসল উলটো দিকের জানালার পাশে। ছোট্ট কামরার ভিতরে যতটুকু দূরত্ব পরস্পরের মধ্যে রাখা সম্ভব, তা সযত্নে রেখে দিয়েছে তারা।

রোগোজিন বসেনি, বসেনি লিও। দাঁড়িয়ে আছে, একজন নাস্‌টাসিয়ার পাশে, একজন আগলায়ার পাশে। আগলায়া যেন কথা খুঁজে পাচ্ছে না। মাথা নীচু করে পোশাক খুঁটছে। ওদিকে নাস্‌টাসিয়া নীরবে প্রতীক্ষা করছে, কতক্ষণে কথা কইবে অতিথি।

অবশেষে মাথা তুলে তাকাল আগলায়া—"আমি কেন এসেছি, বুঝেছ অবশ্য।"

নাস্‌টাসিয়া তীক্ষ্ণস্বরে বলল—"মোটেই না, কিছু বুঝতে পারিনি।"

"ওঃ, তোমার বাড়ীতে এসেছি কিনা, তারই সুযোগ নিচ্ছ তুমি।"

"আমার বাড়ীতে আসতে তোমায় ত নিমন্ত্রণ করিনি আমি! কেন এসেছ, তাও জানি না, কী বলতে এসেছ, তাও অনুমানে আসছে না।"

BanglaBook.org

"এসেছি এই কথা জিজ্ঞাসা করতে যে ওসব চিঠি তুমি লিখেছিলে কেন, আর তা ফেরত পাঠিয়েছি বলে যদৃচ্ছ তিরস্কারই বা আমায় করেছ কোন্ সাহসে? এ অধিকার তোমাকে কে দিয়েছে? এই ঘটকালি করবার এবং এই অভিভাবকত্ব ফলাবার?"

"প্রিন্সকে আমি সুখী দেখতে চাই।"—বলছে নাস্টাসিয়া—"সুখী দেখতে চাই বলেই নিজে তাকে ত্যাগ করে এসেছিলাম। ত্যাগ করে এসেছিলাম সেই মুহূর্তে, যখন আমি মুখের কথাটি খসালে লিও আমাকে বিয়ে করত। তারপর ভেবেছিলাম—বেচারী এত সরল, এত সহজে বিশ্বাস করে বসে দুষ্টলোককে যে একটা হুঁশিয়ার বুদ্ধিমতী স্ত্রী না পেলে দুনিয়ায় ও টিকতে পারবে না। তোমার হাতে পড়লে ও নিরাপদ হবে, এমনি ধারণা হয়েছিল আমার। তাই ও-সব চিঠি-লেখালেখি। এখন দেখছি সে ধারণা ভুল—"

"তোমার ধারণা অনুযায়ী চলবে লিও, এ স্পর্ধা তোমার মনে কোথা থেকে এল? নিজে তুমি একটা,—কী তুমি, তা নিজেই ভালোরকম জানো। ভদ্র সমাজের ব্যাপারে নাসিকা প্রবেশ করাতে তোমার ভয় হয় না?"

এক মুহূর্ত থেমে, কিন্তু নাস্টাসিয়ার মুখে কথা যোগাবার আগেই, আগলায়া আবার তর্জন করে উঠল—"তা ভয় তোমার হবে কেন? এক শ্রেণীর পুরুষ তোমায় মাথায় তুলে নেচে বেড়িয়েছে এতদিন, তারাই তোমার মাথাটি খেয়েছে। মাথা ঠিক থাকলে, ঐ যে ভদ্রসন্তান রোগোজিন তোমার পিছনে ঘুরে মরছে এতদিন, কবে তুমি ওকে বিয়ে করে সংসারী হতে। অন্যের কথার ভিতরে কথা কইতে গিয়ে অনধিকার চর্চা করতে না।"

নাস্টাসিয়া জ্বলে উঠল—"তোমার কথার ভিতরে কথা কওয়াই হল আমার পক্ষে অনধিকার চর্চা, আর আমার কথার ভিতরে কথা কইতে আসা বুঝি তোমার অনধিকার চর্চা নয়? কী বললে? রোগোজিনকে বিয়ে করতাম? নারী হয়েও নারীর মন তুমি কিছু বোঝো না। বিয়ে করতে হলে আমি লিওকেই করতাম। হয়ত

BanglaBook.org

এখনও করব। ইচ্ছে করলেই পারি তা করতে। বিশ্বাস হচ্ছে না? আমার কাছে দাসখত লেখা আছে ওর। রোগোজিনকে বিয়ে? কে আমার ঐ রোগোজিন? ইচ্ছে করলেই দূর করে তাড়িয়ে দিতে পারি। বিশ্বাস হচ্ছে না? দূর! দূর! দূর হও রোগোজিন!"

রোগোজিন সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে গিয়েছে ঘর থেকে, কিন্তু নাস্‌টাসিয়ার উত্তেজনা তাতে একটুও কমছে না, এবার সে আগলায়ার সমুখে দাঁড়িয়ে তেমনি চ্যাঁচাতে লাগল "দূর, দূর" বলে।

এমন উগ্র, এমন হিংস্র দেখাল নাস্‌টাসিয়াকে, আগলায়ার মনে হল এক ভয়াল-সুন্দর শংখচূড় যেন ফণা তুলেছে, সমুখে যাকে পাবে তাকেই বিষ দাঁত বসাবার জন্য। আগলায়াকেও বসাতে পারে হয়ত। ভয় পেয়ে সে খোলা দরজা দিয়ে ছুটে বেরুলো আর্তনাদ করতে করতে। আর তার পিছনে পিছনে লিও, হ্যাঁ, সেও বেরুতে গেলো বই কি!

বেরুতে গেল, কিন্তু হল কই বেরুনো? পিছন থেকে দু'খানি শুভ্রকোমল ভুজবল্লী তাকে জড়িয়ে ধরল—"কোথায় যাচ্ছ লিও? ওর পিছনে? ওর? আমাকে ফেলে? না, তা পার না তুমি। পার না। তোমার প্রতিশ্রুতি—"

আর সে কথা কইল না, অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাচ্ছিল, লিও ধরল তাকে।

আগলায়া একা ছুটছে সেই গভীর রাতে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে। নাস্‌টাসিয়ার বিদ্রূপের কশাঘাতকেও ছাপিয়ে উঠেছে অন্য এক জ্বালা তার অন্তরে। সে জ্বালা এই যে লিও তাকে ছেড়ে গিয়েছে, তার বাঞ্ছিত আত্মসমর্পণ করেছে তার প্রতিদ্বন্দ্বিনীর পায়ে।

এদিকে লিও জলের ঝাপটা দিচ্ছে নাস্‌টাসিয়ার চোখে মুখে। রোগোজিন? সে কোথায়? কোন্ আঁধার কোণে সে মুখ লুকিয়েছে, কে জানে!

BanglaBook.org

জেনারেল ইভলগিন মারা গেলেন পরদিন। জেনারেল ইয়েপাঞ্চিনের সহকর্মী ছিলেন এক সময়ে, সেই সুবাদে সমাধির দিন তাঁকে শবানুগমনের ক্লেশটা স্বীকার করতেই হল। সমাধিক্ষেত্রে লিও ত থাকবেই উপস্থিত। দেখা হল, কিন্তু ইয়েপাঞ্চিন চিনতে পারলেন না লিওকে।

পারবার কথা নয়। আগলায়ার সঙ্গে লিওর ব্যবহারের কথা এক সময়ে কানে এলই ইয়েপাঞ্চিন পরিবারের, এবং আগলায়ার আচরণ ক্ষমা করতে তাঁরা যদিও বাধ্য হলেন, লিওকে কেন ক্ষমা করতে যাবেন তাঁরা? রাগ যেটা হয়েছে, সেটা একজনের উপরে ত ঝাড়া দরকারই!

ব্যাপারখানা কী দাঁড়িয়েছিল, পরে লিওকে শোনাল এসে র‍্যাডমস্কি।

আগলায়া সে রাত্রে যখন ছুটে বেরুলো নাস্‌টাসিয়ার ঘর থেকে, তখন সে অপমানে ক্ষোভে রোষে হতজ্ঞান বললেই হয়। এতখানি সে বিমূঢ় হয়ে পড়েছে যে কোথায় যাবে, তাই ঠিক করতে পারল না সে। বাপমায়ের কাছে যাওয়া? সেটা অসম্ভব মনে হল তার কাছে। তাঁরা যে এসব ব্যাপারের কিছুই জানেন না, এবং আগলায়া নিজে যতক্ষণ তাঁদের না বলছে, ততক্ষণ তাঁদের যে জানবার কোন সম্ভাবনাই নেই। একথা একবারও মনে পড়ল না তার। কোথা থেকে তার যেন ধারণা জন্মেছে যে বাবা-মা ত বটেই, দুনিয়ার সবাই জানে তার লাঞ্ছনার কথা এবং দেখা হলেই দুনিয়াসুদ্ধ লোক টিটকারি দেবে তাকে, ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবে তার দিক থেকে এবং আরও—আরও—কত কী যে করবে, কে জানে।

লিও, সদ্য সেইদিনই সে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছে, আগলায়াকে বিবাহ করবে বলে। অপরাহ্নের প্রতিশ্রুতি রাত্রি একপ্রহরে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিতে তার এতটুকু দ্বিধা হয়নি। হয়নি কেন? না, এক

BanglaBook.org

স্বৈরিণী তাকে 'তু' ব'লে ডাক দিয়েছে, আর পোষা কুকুরের মত সে গিয়ে লুটিয়ে পড়েছে তার পায়ে। ধিক্, এমন পুরুষকে বিবাহ করবার কল্পনা মাথায় আসার আগে মরণ হল না কেন তার?

না, এ মুখ বাড়ীতে আর দেখানো চলে না। ছুটতে ছুটতে সে বাড়ীর দোরে এসে পড়ল বটে, কিন্তু প্রবেশ করতে পা উঠল না তার। কাঁদতে কাঁদতে ছুটতে ছুটতে সে নিজের বাড়ীর সামনে দিয়ে ছুটে চলে গেল অজানার উদ্দেশে সেই গভীর রাত্রে।

সমুখে আর একটা বাড়ী। চিনল সে। এটা টিটসিনদের বাড়ী। আগলায়াকে এক জায়গায় মাথা গুঁজতে ত হবেই রাতটার জন্য! সে সেই বাড়ীতেই ঢুকে পড়ল। এরা তার কলঙ্কের কথা শুনে থাকলেও তাকে কিছু বলতে সাহস পাবে না হয়ত। বিশেষ জেনারেল ইভলগিন এখন-তখন অবস্থা, তাঁকে ফেলে আগলায়ার দিকে বেশী মনোযোগ তারা নিশ্চয়ই দিতে পারবে না এক্ষুণি। আগলায়া ঢুকে পড়ল টিটসিনের বাড়ীতে।

তারা ত অবাক! জেনারেল ইয়েপাঞ্চিনের আদরিণী কন্যা এত রাত্রে তাদের বাড়ীতে? একা? অশ্রুমুখী? নিশ্চয় একটা সাংঘাতিক কিছু হয়েছে। মিসেস ইভলগিন স্বামীর শয্যাপার্শ্ব থেকে উঠতে পারছেন না, ভেরিয়া আগলায়াকে নিজের ঘরে বসিয়ে সেই রাত্রে ছুটল ইয়েপাঞ্চিনদের বাড়ীতে। ফিরে এল জেনারেল সমেত সবাইকে সঙ্গে নিয়ে।

মাকে দেখে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে আগলায়া গিয়ে তাঁর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল ছোট্ট মেয়েটির মত। তাঁরা কোন কথা জিজ্ঞাসা না করে ওকে নিয়ে এলেন বাড়ীতে। কোন কথাই অবশ্য জানতে আর বাকী রইল না তাঁদের। এবং স্বভাবতঃই সমস্ত রাগ তাঁদের পড়ল গিয়ে ভাগ্যহীন লিওর উপরে।

র‍্যাডমস্কি সব খবর দিয়ে অবশেষে বলল—"তুমি কিন্তু একটা অন্ততঃ অন্যায় করেছ প্রিন্স! আগলায়া যখন অত রাত্রে একা ছুটে

BanglaBook.org

বেরিয়ে এল নাস্‌টাসিয়ার বাড়ী থেকে, তখন তোমার একান্তই উচিত ছিল ওর সঙ্গে আসা।"

"আমি কী করে আসি? নাস্‌টাসিয়া যে অজ্ঞান হয়ে গেল!" বলল লিও।

"গেলই বা!"—লিওর যুক্তিকে কোন মূল্য দিল না র‍্যাডমস্কি—"নাস্‌টাসিয়া তার নিজের ঘরে রয়েছে, আগলায়া বেরিয়েছে পথে। নাস্‌টাসিয়াকে দেখবার জন্য রোগোজিন আছে, ডেরিয়া আর্কাডিয়েভনা ওঘরে না থাকলেও ঐ বাড়ীতেই আছে। অথচ অত রাত্রে নির্জন পথে আগলায়াকে আগলাবার কেউ নেই। অনায়াসে যে-কোন বিপদ হতে পারত তার।"

"আমি অত শত ভাবিনি বন্ধু।"—ত্রুটি স্বীকার করল লিও—"অজ্ঞান হয়ে গেল নাস্‌টাসিয়া, তাই দেখে অন্য সব কিছুই ভুলে গেলাম আমি—"

"এখন তুমি করবে কী?"—জিজ্ঞাসা করল র‍্যাডমস্কি—"আগলায়া বা তার আত্মীয়েরা আর তোমার সঙ্গে সংশ্রব রাখছে না।"

"ওঁরা রাখতে চাইলেও আমি পারতাম না রাখতে। অর্থাৎ আগের মত ঘনিষ্ঠভাবে। কারণ নাস্‌টাসিয়া আমাকে বিয়ে না করে ছাড়বে না। আগেও কয়েকবার এ ঝোঁক তার হয়েছিল। মস্কোতে। তখন নিজে নিজেই পিছিয়ে গিয়েছে। এবার আর পিছোবে না। জেদ ধরেছে—যত শীঘ্র সম্ভব এই প্যাবলুওস্কেতেই বিয়েটা সমাধা করতে হবে।"

এ খবর আবার ইয়েপাঞ্চিন ভবনে পৌঁছুল র‍্যাডমস্কি-মারফতই। তার ফলে প্যাবলুওস্ক ছেড়ে চলে গেলেন ইয়েপাঞ্চিনেরা। পিটার্সবার্গে নয়, বহুদূরের পল্লীঅঞ্চলে এক খামার বাড়ীতে। সেখানকার ঠিকানা কাউকেই তাঁরা দিয়ে গেলেন না।

এদিকে লিওর বিয়ে সত্যি সত্যিই হতে যাচ্ছে। নাস্‌টাসিয়া এবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। গির্জায় নোটিশ পড়ে গিয়েছে। প্যাবলুওস্কে ঢি-ঢি-কার। প্রিন্স বিয়ে করতে যাচ্ছে পতিতাকে, খবরের মত খবর

BanglaBook.org

বইকি একটা! উত্তেজনার খোরাক এই মফঃস্বল শহরে চিরদিনই কম, এবারে লোকে তবু একটা মুখরোচক ব্যাপার হাতের মুঠোয় পেয়ে গিয়েছে। আন্দোলন বেড়েই চলে দিন দিন। রাস্তায় বেরুলে লিওর চারদিকে ভিড় জমে যায়। এমনি অবস্থা।

হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলা ডেরিয়া আর্কাডিয়েভনা ডেকে পাঠাল লিওকে—"জরুরী দরকার। দৌড়ে আসুন।" লিও গিয়ে দেখে—নাস্‌টাসিয়া কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে, মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে। কী? কী হল? নাস্‌টাসিয়া, কী হল?

নাস্‌টাসিয়া লিওর দুই পায়ের উপর উবুড় হয়ে পড়ল—"এ আমি তোমার কী সর্বনাশ করতে বসেছি? দেবতাকে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছি নরকে?"

রাত দুপুর পর্যন্ত সেইখানে বসে লিও সান্ত্বনা দিল ওকে। বিদায় নিল ওর মুখে হাসি ফুটবার পরে।

বিয়ের দিন এসে গেল। লিও রওনা হয়ে গেল গির্জায়। কনেকে নিয়ে আসার জন্য নিতবর রওনা হয়ে গেল ডেরিয়া আর্কাডিয়েভনার বাড়ীর দিকে। সেখানে লোকারণ্য। কনের সাজে নাস্‌টাসিয়া ফিলিপোভনাকে কেমন দেখাচ্ছে, স্বচক্ষে না দেখলে কোন প্যাবলুওস্ক-বাসীরই চলবে না আজ।

তা দেখাচ্ছে নাস্‌টাসিয়াকে সুন্দর, আশ্চর্য রকম সুন্দর। সত্যই আশ্চর্য রূপ তার। প্রসাধনে বসনসৌষ্ঠবে, সার্বোপরি হীরামণিমুক্তোর জৌলুশে তাকে দেখাচ্ছে অচঞ্চলা বিদ্যুল্লতার মত। চোখ ধাঁধিয়ে যায়, বেশীক্ষণ তাকিয়ে দেখাই যায় না।

নীচে সারি সারি গাড়ী। প্রথম গাড়ীতে ক'নে যাবে, একাই। দ্বিতীয় গাড়ীতে ডেরিয়া আর্কাডিয়েভনা ও তার দু'জন সখী। কন্যাযাত্রী এমন বেশী নয়, অথচ গাড়ী ভাড়া করা হয়েছে অনেক, মিছিলটাকে দর্শনীয় করার জন্য। কাজেই এক এক গাড়ীতে বেশী লোক আসবে কোথা থেকে?

কন্যাযাত্রীরা যে যার গাড়ীতে উঠছে। জনতার একাংশ থেকে

banglabook.org

জয়ধ্বনি উঠছে, এরা রূপের পূজারী। অন্য অংশে বেড়াল ডাকছে, কুকুর ডাকছে, শকুনের মত চিল্লাচ্ছে, এরা ক্ষতসন্ধানী মক্ষিকা। এই শেষের দলের দিকেই তাকিয়ে একটা আগুন দৃষ্টি হানল নাস্‌টাসিয়া। আর সেই মুহূর্তেই সে দেখল—জনতার ভিতরে বিশেষ এক জোড়া চোখ। সে চোখ দেখা মাত্র মাথার ভিতর কী যেন কী হয়ে গেল নাস্‌টাসিয়ার। সে এক টানে দরজা খুলে ছুটে বেরুলো গাড়ী থেকে, আর ভিড় ভেদ করে সেই চোখের মালিকের বুকের উপর গিয়ে আছড়ে পড়ল—"রোগোজিন! রোগোজিন! বাঁচাও আমায়!"

কী যে হল, কেউ তা বুঝে উঠবার আগেই রোগোজিন ছুটেছে গাড়ীর দিকে। নাস্‌টাসিয়াকে ঠেলে গাড়ীতে তুলে দিয়ে কোচম্যানের দিকে এগিয়ে দিল একখানা একশো রুবল নোট। "স্টেশন! স্টেশন! এক্ষুণি গাড়ী আছে পিটার্স বার্গের, ধরতে পার যদি, আরও একশো।"

রোগোজিনও উঠে বসল, গাড়ীও ছুটল! বিদ্যুতের বেগেই ছুটল। ব্যাপার কী হয়েছে। কেউ বুঝে ওঠার আগেই গাড়ী অর্ধেক রাস্তা পেরিয়ে গিয়েছে।

লিও যখন খবর পেলো, খুব বেশী অবাক্ সে হয়েছে—এমন লক্ষণ কিছু প্রকাশ করল না। মনোযোগ দিয়ে শুনল বিবরণটা। তারপর পাদরীর সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা সেরে নিজের বাড়ীর দিকে ফিরল ধীরে ধীরে! কুকুর বেড়াল শকুন ডাকবার লোক রাস্তাতেও প্রচুর, কিন্তু তারা লিওর ভাবলেশহীন মুখের দিকে তাকিয়ে বিশেষ উৎসাহ পেলো না চেঁচামেচির। নেহাত অভ্যাসবশে দুই একবার গলাবাজি করল কেউ কেউ, তারপর নীরবে চলে গেল যেখানে কাজে।

ঘুম কি আর হয়? বাইরে যত স্থৈর্যের পরিচয়ই দিন, মাথার ভিতরে ত একটা গভীর দুশ্চিন্তা সারাদিনই রয়েছে! নিজের জন্য দুশ্চিন্তা নয়, দুশ্চিন্তা ঐ উন্মাদিনী নাস্‌টাসিয়ার জন্য। উন্মাদিনী ছাড়া আর কী বলা যায় ওকে? একটা প্রচণ্ড অন্তর্দ্বন্দ্ব মস্তিষ্কের ভারসাম্য নষ্ট করে দিয়েছে ওর। লিওকে না হলে চলবে না তার। অথচ লিওকে কাছে টেনে আনবার সাহস নেই। সাহস নেই এই কারণে

BanglaBook.org

যে সে নিজে নির্মল নয়, সে জানে যে তার স্পর্শ কলুষিত ছাড়া আর কিছুই করবে না লিওকে। না করবে সুখী, না করবে সার্থক, না করবে পরিপূর্ণ। একমাত্র জিনিস যা সে দিতে পারে লিওকে, তা হল পঙ্কিলতা। সেইটিই সে প্রাণে ধরে দিতে পারছে না প্রিয়কে। দুর্দম হৃদয়াবেগ যতবার তাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে লিওর পানে, ততবারই, একেবারে শেষ মুহূর্তে শুভবুদ্ধি মাথা তুলে ফুঁসিয়ে উঠছে—"কী করছিস হতভাগী? এ কী করতে যাচ্ছিস তুই? প্রিয়তমেরই সর্বনাশ করবি নাকি তুই সর্বনাশী?"

এতখানি চিন্তার কারণ থাকত না, যদি না সে রোগোজিনের সঙ্গে যেত। ঐ রোগোজিন, আর এক অভাগা ঐ। অপরিসীম প্রভাব তার উপরে নাস্‌টাসিয়ার। নাস্‌টাসিয়া তাকে টানে, কিন্তু নিকটে এলেই তাকে লাথি মেরে দূরে ফেলে দেয়। এ বিড়ম্বনা রোগোজিনের মত একটা গোঁয়ার অসহিষ্ণু মানুষ কতদিন সইতে পারে? রোগোজিনের বাড়ীতে একদিন একখানা অদ্ভুত ধরনের ছুরি দেখেছিল লিও। আট-নয় ইঞ্চির মত লম্বা, গোড়ার দিকটা মানানসই চওড়া, কিন্তু আগাটা ক্রমে সরু হয়ে প্রায় সূচের আকারে দাঁড়িয়েছে। "এ ছুরি দিয়ে কী হয়?"—আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল লিও। রোগোজিন কী-এক রকম অদ্ভুত হাসি হেসে উত্তর দিয়েছিল—"হয় না কিছুই। কোনদিন হয়ত একটা কিছু হবে।" আজ সেই ছোরা আর সেই হাসির কথা বারবার মনে পড়ছে কেন লিওর?

সকাল বেলার প্রথম ট্রেনেই লিও পিটার্সবার্গ রওনা হয়ে গেল। সোজা রোগোজিনের বাড়ী। তিনমহলা বাড়ীর যে মহলটা রোগোজিনের নিজস্ব, তার সব দোর-জানালা বন্ধ। এমন কী জানালার পর্দাগুলো পর্যন্ত টেনে নামানো। তাই ত? এ কী রকম হল? নাস্‌টাসিয়াকে নিজের বাড়ীতে না এনে রোগোজিন কি নাস্‌টাসিয়ার ফ্ল্যাটেই নিয়ে গেল?

ইজমেলোস্কি ব্যারাকে নাস্‌টাসিয়ার ফ্ল্যাট। লিওকে সেখানকার বাড়ীওয়ালী চেনে না। কিন্তু নাম বলতেই সে যত্ন করে বসাল

BanglaBook.org

লিওকে। "আপনার কথা নাস্‌টাসিয়া ফিলিপোভনার মুখে শুনেছি বই কি! অনেক শুনেছি। কিন্তু উনি ত প্যাবলুওস্ক থেকে আসেন নি! এসেছেন? এসে থাকলে অন্য কোথাও উঠেছেন নিশ্চয়ই। রোগোজিন মশাইয়ের বাড়ীতে গিয়ে থাকতে পারেন।"

"রোগোজিনের বাড়ী থেকেই আমি আসছি। সেখানে নেই সে।"—বলল লিও।

"তবে? এ ত চিন্তার কথা হল!"

"খুবই চিন্তার কথা। শুনুন ভদ্রে, আমার দেহ আর বইছে না। আমি লিটেনি অ্যাভেন্যুতে নিজের ফ্ল্যাটে গিয়ে শুয়ে পড়ছি। রাত্রের মধ্যে যদি নাস্‌টাসিয়া এখানে আসে। আমাকে তক্ষুণি একটা খবর দেবেন দয়া করে। তার মাথার ঠিক নেই। যে কোন বিপদে সে পড়ে থাকতে পারে। তার বাড়ীওয়ালী হিসাবে আপনাকে একটু মনোযোগী হতে হবে এ ব্যাপারে।"

লিও চলে গেল। আজকের রাতও বিনিদ্র কাটল তার। নিশ্চয় একটা গুরুতর কিছু ঘটেছে। রোগোজিনের বাড়ীতে নেই সে, আসেনি নিজের ফ্লাটেও। কোথায় গেল সে? কী জানি কেন, তন্দ্রাঘোরে এক একবার যেই তার চোখ জুড়ে আসতে চায়, অমনি সে চমকে জেগে ওঠে—সে ছোরাখানা যেন তার পাঁজরায় বিঁধিয়ে দিচ্ছে কেউ, যার দৈর্ঘ্য আট বা নয় ইঞ্চি, গোড়াটা চওড়া কিন্তু আগাটা সূচের মতই সরু। জেগে উঠেই যীশুর নাম করে লিও।

ভোরে উঠেই সে দৌড়োলো ইজমেলোস্কি ব্যারাকে।

না। বাড়ীওয়ালী জানাল—আসে নি নাস্‌টাসিয়া।

"আমি আবারও যাচ্ছি রোগোজিনের বাড়ী। কিন্তু শুনুন, আমার শরীর ভাল নেই। পুরোনো রোগ আছে একটা আমার। বলা যায় না, আমি হঠাৎ আজই আবার সেই রোগে অজ্ঞান হয়ে পড়তে পারি। সে রকম কিছু হলে, অর্থাৎ আজ সন্ধ্যার মধ্যে আমার কাছ থেকে কোন খবর না পেলে 'নাস্‌টাসিয়া নিরুদ্দেশ হয়েছে' বলে আপনি পুলিসে খবর দেবেন।"

BanglaBook.org

বাড়ীওয়ালীকে ঘোরতর দুশ্চিন্তার মধ্যে ফেলে রেখে লিও বেরিয়ে পড়ল। এমনি অস্থিরতা তার মনে, একটা গাড়ী ভাড়া করে দেহটাকে একটু বিশ্রাম দেওয়ার কথা কালও তার খেয়াল হয়নি একবারও, আজও হল না। হেঁটেই সে চলেছে দীর্ঘপথ। ইজমেলোস্কি ব্যারাক থেকে রোগোজিনের বাড়ী।

দীর্ঘপথের মাঝ-বরাবর আসতেই পিছন থেকে কে তার কাঁধে হাত রাখল। চমকে উঠে পিছন ফিরেই সে দেখল—রোগোজিন। একরকম অদ্ভুত দৃষ্টিতে রোগোজিন তাকিয়ে আছে তার দিকে।

আশ্বস্ত হওয়া দূরে থাকুক, সে দৃষ্টি দেখে গা সিরসির করে উঠল লিওর। প্রথম কথাই সে জিজ্ঞাসা করল—"নাস্‌টাসিয়া?"

"আছে। আমার বাড়ীতেই আছে।"

"নাস্‌টাসিয়া আছে তা হলে তোমার কাছে?" এছাড়া অন্য প্রশ্ন লিওর মাথায় এল না।

"আছে। চল, তার কাছে নিয়ে যাই তোমায়। তবে দুইজনে এক সাথে হাঁটব না। তুমি এই ফুটপাতে হাঁটো, আমি ওদিকের ফুটপাতে। তোমাকে আমার সঙ্গে হাঁটতে কেউ দেখুক, আমি তা চাই না—"

লিওর মনের ভয় আরও দানা বাঁধছে ক্রমশঃ। এসব কী কথা? এ-ফুটপাত, ও-ফুটপাত, একসঙ্গে হাঁটা কারও চোখে যেন না পড়ে—এসবের কী ইঙ্গিত, তা সে বোঝে না। ব্যাপার কী? হয়েছে কী? কিন্তু কাকে জিজ্ঞাসা করবে লিও? রোগোজিন রাস্তার ওধারে।

দু'জনে মিলল এসে রোগোজিনের বাড়ীর সামনে। নিজের চাবি দিয়ে রোগোজিন দরজা খুলল সন্তর্পণে। লিওকে ঢোকালো আগে, তারপর নিজে ভিতরে এসেই চাবি পূর্ববৎ বন্ধ করে দিল দরজায়।

এ বাড়ী চেনা। লিও আগেও দুই একবার এর ভিতরে এসেছে। কিন্তু আজ ভিতরটা অন্ধকার। কোন দিক দিয়েও এক ঝিলিক আলো আসবার উপায় নেই। দরজায় জানালায় পর্দা ফেলা।

BanglaBook.org

আগে আগে রোগোজিন চলছে, পিছন থেকে তার কাঁধে হাত রেখে রেখে লিও ভাঙ্গছে সিঁড়ি, ধাপের পর ধাপ। পায়ের শব্দ হওয়ার উপায় নেই। সিঁড়িতে পুরু কার্পেট।

দোতলায় এসে পৌঁছোলো দু'জনে। তেমনি অন্ধকার এখানেও। একটা বড় ঘরে ঢুকল রোগোজিন, ফিসফিস করে বলল—"এই আমার শোবার ঘর।"

"এখানেই আছে সে?" তেমনিই ফিস ফিস করে প্রশ্ন করল লিও।

"আছে। ঐ পর্দাটার আড়ালেই।"

"এই অন্ধকারে? ঘুমিয়ে?"

"দাঁড়াও, আলো জ্বালি। জানালা খোলা ত চলবে না।"

আলো, মানে সরু এক টুকরো মোম। তারই আলোতে লিও দেখতে পেলো, একটা লম্বা পর্দা খাটিয়ে ঘরখানাকে লম্বালম্বি দুই ভাগ করা হয়েছে। এদিকটাতে কয়েকখানা সোফা দেয়ালের গায়ে গায়ে। অনুমান করা যায়, ওদিকটায় আছে বিছানা।

"ও কি ঐ দিকে?"—ফিসফিস করে জানতে চায় লিও।

"চল, দেখবে চল।"—ফিসফিস করে জবাব দেয় রোগোজিন।

কী যে দেখতে হবে, তা আর বুঝতে বাকী নেই লিওর। তবু সে চলেছে রোগোজিনের পিছনে। মনশ্চক্ষুর সামনে যা দেদীপ্যমান, চর্মচক্ষুতেও সেটা দেখে মিলিয়ে নেওয়ার জন্য। ক্ষীণ আলোক-রেখায় অন্ধকার একটু ফিকে হওয়া ছাড়া আর কী হতে পারে? সেই ফিকে অন্ধকারে প্রথমেই চোখে পড়ল একটা সাদা চাদর। ঠাহর করে দেখতেই মালুম হল—শুধু চাদরই নয়, চাদরের তলায় একটা মানুষও আছে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত চাদরে ঢাকা একটা মানুষ ঘুমিয়ে আছে বিছানায়। উঁচুনীচু প্রত্যেকটা অঙ্গের আভাস, অস্পষ্ট হলেও, বেশ ধরা পড়ে চোখে। সেই ঢিমে আলোতেও ধরা পড়ে।

কিন্তু ঘুমন্ত মানুষও কি এমন নিঃশব্দে ঘুমোতে পারে? ঘুমোলেও ত নিশ্বাস ফেলতে হয় মানুষকে! তার একটা শব্দ হবে না?

BanglaBook.org

বিছানার চারিপাশে, বিছানার নীচে মেঝেতে, কী এসব? ফুল? এত রাশি রাশি ফুল কেন? বুঝি লিওর অনুচ্চারিত প্রশ্নেরই উত্তরে রোগোজিন ফিসফিস করে বলছে—"গন্ধ হয় কি না! তাই ফুল ছড়িয়ে দিয়েছি। বাগানে অনেক ফুল ফোটে, রাত থাকতে রোজ রোজ এনে ছড়িয়ে ছড়িয়ে দেব—"

দিন কেটে গেল, রাত এল। অবশ্য সে-ঘরে দিনে-রাতে সমানই অন্ধকার। মোমটা কখন নিবে গিয়েছে। আর মোম জ্বালাবার কথা মনে হয় নি কারও। দু'জনে বিছানার পাশ থেকে সরে এসে সোফায় বসেছে। পাশাপাশি, দুই ভাইয়ের মত। ক্ষুধাতৃষ্ণার বোধ নেই কারও। বসে আছে, সারা জীবন বসে থাকবার জন্য তৈরী হয়েই যেন ওরা দুটিতে পাশাপাশি এসে বসেছে নাস্‌টাসিয়ার পাহারায়।

"কী দিয়ে এটা করলে?"—লিও ফিসফিস করে প্রশ্ন করে—"সেই ছোরাখানা? আট-নয় ইঞ্চি লম্বা?"

"হ্যাঁ, গোড়াটা চওড়া, মাথাটা সূচোলো। এক চামচের বেশী রক্ত পড়েনি। অবাক! নড়েনি, টুঁশব্দটি করেনি। ঘুমিয়ে ছিল, ঘুমিয়েই রইল—"

গবেষক পণ্ডিতের মত গম্ভীর গলায় লিও বলল—"রক্ত বাইরে পড়ে না সব সময়, ভিতরে ভিতরে ঝরে। ডাক্তার স্নিডার বলেছিলেন একদিন—"

হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল রোগোজিন, আর লিও তার মাথায় পিঠে কপালে হাত বুলোতে লাগল পরম মমতার সঙ্গে—"কান্না কেন? কান্না কেন ভাই? যীশু আছেন, ভয় কী?"

দিন গেল, রাত গেল, পরের দিনেরও অর্ধেক কেটে গেল। তখন পুলিস এসে দরজা ভাঙ্গল সেই বাড়ীর। লিওর কথা মত ইজমেলোস্কি ব্যারাকের বাড়ীওয়ালী খবর দিয়েছে পুলিসে। তারা প্রথমেই তল্লাশি করতে এসেছে রোগোজিনের বাড়ী।

এসে তারা দেখল—সোফার উপরে পাশাপাশি দুটো পুরুষ,

BanglaBook.org

দুটোই অজ্ঞান। আর পর্দার আড়ালে বিছানার উপরে একটা মৃতদেহ। অন্ততঃ দুদিন আগে নিহত হয়েছে নাস্‌টাসিয়া।

রোগোজিন অজ্ঞান হয়েছে জ্বর বিকারে, আর লিও হয়েছে মৃগীর আক্রমণে। ডাক্তার স্নিডারের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণ হয়েছে। "উত্তেজনা ঘটলেই আবার রোগে পড়বে"—বলেছিলেন তিনি।

পুলিস দু'জনকেই নিয়ে গেল।

কিন্তু লিওকে ছেড়েও দিল অচিরেই। কারণ জ্ঞান লাভের পরে রোগোজিন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করল যে হত্যাকারী সে একাই। লিও এর বিন্দুবিসর্গও জানে না। তারপর ইজমেলোস্কি ব্যারাকের বাড়ী-ওয়ালীর সাক্ষ্যও প্রমাণ করল যে লিও নির্দোষ।

রোগোজিন নির্বাসিত হল সাইবেরিয়ায়। আর র‍্যাডমস্কি আর কোলিয়ার চেষ্টায় লিও প্রেরিত হল সুইজারল্যাণ্ডে, ডাক্তার স্নিডারের হাসপাতালে। এরকম বিশ্বাস করবার কারণ আছে যে র‍্যাডমস্কির চেষ্টার পিছনে প্রেরণা ছিল মিসেস ইয়েপাঞ্চিনের। ভদ্রমহিলা সেই থেকে বৎসরে অন্ততঃ একবার সুইজারল্যাণ্ডে যান লিওকে দেখবার জন্য। তাঁর দুই মেয়ে আলেকজান্দ্রা আডেলেড়াও যায় তাঁর সঙ্গে কখনো কখনো। কিন্তু আগলায়া কখনও না।

আগলায়া যে কোথায়, তার মা সব সময়ে খবরও পান না তার। তবু তাঁর স্থির বিশ্বাস, লিও ভাল হয়ে উঠলে আগলায়া ঠিক ফিরে আসবে আবার।

উপস্থিত কিন্তু লিওর ভাল হয়ে উঠবার আশা খুবই ক্ষীণ। ডাক্তার স্নিডারকে তার কথা জিজ্ঞাসা করলেই তিনি বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়েন—"ও প্রথমবার যখন আমার কাছে এসেছিল, তখন ওর অবস্থা বরং ভাল ছিল। এবার যা দেখছি, কবে ওকে ভাল করে তুলতে পারব, কোনদিন পারব কিনা। ভগবানই জানেন শুধু। তবে ভগবান করুণাময়, তাঁর দয়া হলে সবই হতে পারে।"

লিওর অবস্থা বাস্তবিকই নৈরাশ্যজনক এখন।

তবু ওরই মধ্যে যখন সে অপেক্ষাকৃত ভাল থাকে, পাহাড় থেকে

BanglaBook.org

নেমে নীচে গিয়ে বসে এক একদিন। মেরির সেই কবর। তারই অদূরে ঝোরার জল হুমড়ি খেয়ে পড়ছে হাজার ফুট উপর থেকে। সেই জলে ফুটেছে রামধনু। ইউবার্টো-জোয়ানারা ফুলের মালা গেঁথে এনে লিওর গলায় পরাচ্ছে। শান্তি! শান্তি! ঐ রামধনুর ভিতর দিয়ে কি পাপীতাপীর কাছে নেমে আসছে না ভগবানের অসীম করুণারই অক্ষয় প্রতিশ্রুতি?

শেষ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG